3/368 11/14
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

'সাধন-সহায়'-পরিশিষ্ট

LIBRARY
No. 3/B368
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

11/14

শ্রী১০০৮-শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষের যত্ন যদি অল্প হয়, আর ভোগের অভিনিবেশ দৃঢ় থাকে, তবে মোক্ষের যত্নটা পরাস্ত হয়। যাহারা বলে, জ্ঞান-লাভে যত্ন করিলেও কাম-ক্রোধাদি বাসনাই প্রবল হয়, তাহাদের যত্ন বিষয়েই ত্রুটী থাকে। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা বিন্ধ্যগিরি বিদীর্ণ হউক অথবা প্রলয়-প্রভঞ্জন বহিতে থাকুক, কিছুতেই 'শাস্ত্রীয়' পুরুষকার ত্যাগ করেন না। অনাদিকাল হইতে মূঢ়বুদ্ধির আশ্রয় করিয়াই মানুষ 'শাস্ত্রীয়' যত্নে অল্প দৃঢ়তা করে, করিয়া চিরাভ্যস্ত স্বর্গ নরক, জনম মরণ ইত্যাদি ভ্রম দূর করিতে পারে না। তুমি দৃঢ়ভাবে শ্রবণ-মননাদি আশ্রয় কর, মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিবে।

"অপি স্ফুটতি বিন্ধ্যাদ্রৌ বাতি বা প্রলয়ানিলে।
পৌরুষং হি যথাশাস্ত্রমতন্ত্যাজ্যং ন ধীমতা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

'সাধন-সহায়'-পরিশিষ্ট

*

11/14

লেখক

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ

শ্রী১০০৮-শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

*

প্রকাশক

শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন, এম-এ (ডবল), এম-ডি-এইচ্, এম-আর-এ-এস, জ্যোতির্ভূষণ, জ্যোতির্বিদ্যার্ণব, তন্ত্রাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদ-বাচস্পতি, সদস্য ও পরীক্ষক—ষ্টেট্ ফ্যাকাল্টি অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট।

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা ১৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুদ্রাকর—
শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজগদীশ প্রেস
৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—১৯

"সামান্যং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥
পরং রূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্মপরমাত্মাদিশব্দৈনৈতদুদীর্য্যতে ॥
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বমনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারং বেদ পূজাপরো ভব ॥
তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎ পরম্।
মম রূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥"

(যোগবাশিষ্ঠে বাশিষ্ঠগীতা, ৫৩৩৬-৩৯)

পুস্তক-প্রাপ্তি-স্থান :

১। **শ্রীহরিগোপাল চট্টোপাধ্যায়,**
বিদ্যারত্ন, এম-এ, এম-আর-এ-এস,
৩০ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। **শ্রীমিহিরকুমার সেন,** এম-এ,
অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ,
কলিকাতা।

৩। **শ্রীসরোজকুমার রায়,**
ফ্যাশান হাউস, মোতিঝিল,
মুজঃফরপুর, বিহার।

৪। **শ্রীনরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,**
দমদম্ পুস্তকালয়,
নাগের বাজার, কলিকাতা ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/14

"সাধন-সহায়"
পরিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তদর্শনে "অপশূদ্রাধিকরণ"

প্রশ্ন—শূদ্রও মোক্ষ কামনা করিতে পারে, এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক উপাসনা-সামর্থ্যও থাকা সম্ভব, অতএব শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রে "শূদ্র যজ্ঞাধিকারী নয়" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭-১-১-৬)—এরূপ উক্তি থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার অধিকার নাই, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ দেখা যায় না। শূদ্রের অগ্নিস্থাপনের অধিকার নাই বলিয়াই অগ্নিবিদ্যাসাধ্য যজ্ঞে অধিকার নাই, কিন্তু কেবল মানসিক বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তামাত্র দ্বারা অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মোপাসনায় তাহার অধিকার নাই, ইহা বলা যায় না। বলিতে পার, ব্রহ্মজ্ঞান বেদবেদান্ত শাস্ত্রলভ্য ; সেই শাস্ত্রে যখন শূদ্রের অধিকার নাই, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার নাই অর্থাৎ যে কখন সনাতন আচার্য্যপরম্পরা হইতে বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিতে পায় নাই, সুতরাং ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাঁহার উপাসনা প্রণালীই বা কি, ইহা যে জানে না, ব্রহ্মোপাসনা সে কিরূপে করিবে ? তাহার উত্তরে জানাইতেছি, বেদবেদান্তে শূদ্রের অধিকার না থাকিলেও ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণে অধিকার আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনা-প্রণালী জানা যাইতে পারে। শূদ্র বিদুর বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সম্বর্গবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকরণে (ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—জানশ্রুতি নামে একজন রাজা পশুপক্ষীর ভাষাও জানিতেন। তিনি একদিন গ্রীষ্মকালে স্বীয় প্রাসাদের ছাতে শুইয়া ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ঋষি হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিলেন। পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে ডাকিয়া বলিল, "ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতেছ না, এই রাজার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রস্থৃত হইতেছে, সাবধান, ইহাকে লঙ্ঘন করিও না, তুমি ভস্ম হইয়া যাইবে।" একথা শুনিয়া ভল্লাক্ষ বলিল, "তুমি ত ভারি ভয় দেখাইতেছ! এ কি মহাত্মা রৈক্ক, যে এর অবমাননা করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে? এ ত তুচ্ছ, বিদ্যাবিহীন কর্ম্মী।" এ কথা শুনিয়া জানশ্রুতির মনে ধিক্কার জন্মিল। তিনি বহু গো এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন লইয়া রৈক্ক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় জানশ্রুতি শূদ্র; এবং তিনি যখন রৈক্ক ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, আর ঋষি রৈক্কও তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন শ্রুতিতেও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারবোধক উক্তি আছে—একথা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শূদ্রও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী।

উত্তর—না, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী, উপনয়ন হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার লাভ হয়, শূদ্রের উপনয়ন নাই, সুতরাং বেদাধ্যয়নেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার নাই ; বেদে অধিকার না থাকায় ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনা-প্রণালী তাহার অজ্ঞাত, আর উপাসনা-প্রণালী না জানিলে তাহা করিতে সমর্থ হয় না, ইচ্ছা থাকিলেও অসমর্থ ব্যক্তির অধিকার থাকা সম্ভব নহে। শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। পুরাণাদিতে শূদ্রের যে অধিকার আছে, তাহা তাহাদের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত, উপাসনার নিমিত্ত নহে ; পুরাণ বেদার্থের অবিরোধী বৈদিক মতেরই পরিপোষক। বিদুরের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মান্তরীণ, প্রাক্তন কর্ম্মফলেই তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূদ্রজন্মেও তার পূর্ব্বজ্ঞান লুপ্ত হয় নাই।

সম্বর্গবিদ্যায় যে শূদ্র শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার-বোধক নহে, কারণ, সে স্থলে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার বুঝাইতে পারে, এমন যুক্তিসঙ্গত কোন কথাই নাই। পক্ষান্তরে, সংবর্গ-বিদ্যাধিকারোক্ত শূদ্র-শব্দ জাতিশূদ্রার্থে প্রযুক্ত হয় নাই ;—

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

(বেদান্তদর্শন, ১-৩-৩৪)

[হি] যেহেতু, [সূচ্যতে] ঐ 'শূদ্র' শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, [তদনাদরশ্রবণাৎ=তৎ-অনাদর-শ্রবণাৎ] সেই হংসরূপী ঋষির অনাদরসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া [অস্য] এই জানশ্রুতির [শুক্] শোক, খেদ হইয়াছিল, এবং [তদাদ্রবণাৎ] সেই শোকহেতু তিনি আচার্য্য রৈক্কের নিকট আদ্রবণ (গমন) করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংসরূপী কোন ঋষি যখন জানশ্রুতি রাজার প্রতি বিদ্যাহীন বলিয়া অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন সেই অনাদর বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতির বড় শোক (খেদ) বা মনঃপীড়া হয়। তিনি সেই শোকে আকুল হইয়া তৎক্ষণাৎই রৈক্ক ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিতে আদ্রবণ অর্থাৎ গমন করিয়াছিলেন। রৈক্ক ঋষি নিজ তপোবলে রাজার সেই শোক জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে 'শূদ্র' অর্থাৎ শোকাভিভূত বলিয়া সম্বোধন করেন (ছান্দোগ্য, ৪-২-৩)। রাজা শোকহেতুক আদ্রবণ (গমন) করিয়াছিলেন, অথবা শোকই রাজাকে রৈক্ক ঋষির নিকট লইয়া গিয়াছিল, এই অর্থেই এই স্থলে শূদ্র শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ঐ শূদ্র সম্বোধন শূদ্রজাতিপর নহে। শূদ্র-শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—শুচ্—দ্রু+অ; শুচা (শোকের দ্বারা অভিভূত হইয়া) দ্রু—দ্রুদ্রুবে (গমন করিয়াছিল), অর্থাৎ শোকের দ্বারা অভিভূত হইয়া গমন করে যে, সে শূদ্র। যে স্থানে অবয়বার্থ অর্থাৎ যৌগিক অর্থ সম্ভব হয়, সে স্থানে রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রে স্পষ্টভাবেই যখন জাতিশূদ্রের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন রৈক্কোক্ত শূদ্র শব্দের এইরূপ যৌগিক অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া রূঢ় অর্থ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জাতিশূদ্র অর্থ গ্রহণ করা এস্থলে সঙ্গত হয় না। জাতিশূদ্রের বেদাধিকার না থাকায় বিদ্যাধিকারও নাই। অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নের অধিকার না থাকাও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের অভাব, ইহাও বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানশ্রুতি যে জাতি-শূদ্র নহে, তাহার অন্য কারণ এই যে,

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

(বেদান্তদর্শন, ১—৩—৩৫)

[ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ, চ, উত্তরত্র, চৈত্ররথেন, লিঙ্গাৎ]।

[উত্তরত্র] উক্ত সম্বর্গবিদ্যার আখ্যায়িকার শেষভাগে [চৈত্ররথেন] চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রত্যরিনামক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সহিত [লিঙ্গাৎ] একসঙ্গে উক্ত হওয়া রূপ লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন, ইঙ্গিত থাকায় [ক্ষত্রিয়ত্ব গতেঃ] জানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে অর্থাৎ জানশ্রুতি যে জাতিশূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়, ইহা অবগত হওয়া যায়।

উক্ত সম্বর্গবিদ্যার বাক্যশেষে চিত্ররথপুত্র অভিপ্রত্যারী ক্ষত্রিয় সংকীর্ত্তিত হইয়াছেন—"অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিষ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" (ছান্দোগ্য, ৪-৩-৫) 'অনন্তর শুনকপুত্র কপিগোত্রসম্ভূত পুরোহিত এবং কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারীকে পাচক পরিবেষণ করিতেছিল, তখন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারী দ্বিজেতরের গৃহে পক্কান্ন ভিক্ষা গ্রহণ করেন না,—ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে অভিপ্রতারী দ্বিজ ছিলেন। অধিকন্তু "তস্মাচ্চৈত্ররথি র্নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত" (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ, ২০—১২) 'চিত্ররথ হইতে চৈত্ররথি নামক এক ক্ষত্রিয়পতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'—এই শ্রুতিবাক্যে চৈত্ররথির ক্ষত্রপতিত্ব অবগত হওয়ায়, অভিপ্রতারী যে ক্ষত্রিয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই অভিপ্রতারীর সহিত জানশ্রুতির একত্র ভোজনাদির উল্লেখ থাকায় জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয়, তাহা জানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছে। কারণ উভয়ে একজাতীয় না হইলে এক সঙ্গে ভোজন হইতে পারে না। অধিকন্তু, উক্ত সম্বর্গবিদ্যাখ্যায়িকাপ্রারম্ভে জানশ্রুতির প্রতি "বহুদাতা" "বহুপক্কান্নবিতরণকারী" "সারথিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে; বহুগ্রাম প্রদান, জনপদের আধিপত্য, সারথি প্রেরণ ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও জানশ্রুতি যে শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়, ইহা অবগত হওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই।

আর, যে যে স্থলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, সেই সেই স্থলেই

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

(বেদান্তদর্শন, ১—৩—৩৬)

[সংস্কার-পরামর্শাৎ] উপনয়ন-সংস্কারের উল্লেখ থাকায় [চ] এবং [তৎ-অভাব-অভিলাপাৎ] শূদ্রের সেই উপনয়ন-সংস্কার নাই, ইহাও শাস্ত্রে উক্ত আছে, সেই হেতু [শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই]।

"তং হোপনিন্যে" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১—৫—৩—১৩)—সেই বিদ্যার্থী শিষ্যকে আচার্য্য উপনীত করিয়াছিলেন, "অধীহি ভগব! ইতি হোপসসাদ" (ছান্দোগ্য, ৭—১—১)—হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে উপদেশ দিন্, এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইত্যাদিরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশপ্রকরণে উপনয়ন-সংস্কার বিষয়ে উল্লেখ আছে, এবং "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ" (মনু ১০—৪) চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি অর্থাৎ দ্বিজ নহে (দ্বিজাতি নহে), সে উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্য, "ন শূদ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি" (মনু ১০।১২৬) অভক্ষ্য-ভক্ষণে শূদ্রের পাপ হয় না এবং সে উপনয়ন-সংস্কারেরও অধিকারী নহে,— এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অভাবই প্রকাশ করিতেছে। উপনয়ন ব্যতীত যখন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না, এবং শূদ্রের উপনয়ন যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রহিয়াছে, তখন তাহার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই— ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

তদভাব-নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥

(বেদান্তদর্শন, ১—৩—৩৭)

[চ] আর [তৎ-অভাব-নির্দ্ধারণে] শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারিত (নিশ্চিত) হইলে পরেই [প্রবৃত্তেঃ] উপনয়ন-সংস্কারে প্রবৃত্তি হেতুক [বলিতে হয়, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই]।

ছান্দোগ্য উপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—জবালার পুত্র সত্যকাম মাতাকর্ত্তৃক গুরু সমীপে গমনের জন্য আদিষ্ট হইয়া যখন মাতার নিকট নিজের গোত্র কি জানিতে চাহিল, তখন মাতা জবালা বলিলেন, "বৎস! আমি যৌবনে গুরুজন ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় এত ব্যস্ত থাকিতাম যে, তোমার গোত্র কি তাহা জানিবারও আমার অবসর হয় নাই। অধিকন্তু, তুমি গর্ভে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পিতৃদেবের স্বর্গগমন হয়, সুতরাং আমি তোমার গোত্র জানিতে পারি নাই। তুমি আচার্য্যের নিকট যাও, যাইয়া বল যে, তোমার নাম সত্যকাম, এবং তুমি জবালার পুত্র।" বালক সত্যকাম গৌতম-ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিল। ঋষি গৌতম সত্যকামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে বালক সরলভাবে বলিল, "আমি আমার গোত্র জানি না, মাও জানেন না ; তিনি বলিলেন, তুমি বলিও যে তুমি জবালার পুত্র জাবাল এবং তোমার নাম সত্যকাম।" এই নিষ্কপট উত্তর শুনিয়া ঋষি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং নিজের তপোবলে বালককে ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন— "নৈত-দব্রাহ্মণো বিবক্তু-মর্হতি, সমিধং সৌম্যাহরোপ ত্বানেষ্যে, ন সত্যাদগাঃ" (ছান্দোগ্য, ৪-৪-৫) ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ এরূপ নির্ভীক সরলতার সহিত এরূপ সত্য বলিতে পারে না, তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, অতএব হে সৌম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব।—এই শ্রুতিতে জানা যায়, গৌতম ঋষি জাবাল সত্যকাম যে শূদ্র নহে, ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালাভেচ্ছু জাবালের শূদ্রত্বের অভাব নিশ্চয় হওয়ার পরই তাহাকে উপনীত করিতে ও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; ইহা দ্বারাও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। অধিকন্তু—যদি শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতি এই জন্মেই দ্বিজ হইতে পারিত, তাহা হইলে, জাতিশূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, একথা বলা ব্যর্থ হইত এবং "বেদান্তদর্শনে" এই "অপশূদ্রাধিকরণের" কোন প্রয়োজনও থাকিত না।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥

(বেদান্তদর্শন, ১-৩-৩৮)

[স্মৃতেঃ চ] স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে [অস্য] শূদ্রের [শ্রবণ-অধ্যয়ন-অর্থ-প্রতিষেধাৎ] বেদ শ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অর্থবোধ ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, সুতরাং শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।

"অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্"—দ্বিজাতিকর্ত্তৃক পঠ্যমান বেদ, প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃও শূদ্র শ্রবণ করিলে, রাঙ্ (সীসা) ও লাক্ষা গলাইয়া তাহা দ্বারা শূদ্রের কর্ণদ্বয় পূরণ করিয়া দিবে অর্থাৎ বন্ধ করিবে,—এই বাক্যদ্বারা শূদ্রের বেদ শ্রবণের নিষেধ করা হইল। "পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্র স্তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্"—শূদ্র পাদযুক্ত (জঙ্গম, সঞ্চরণশীল) শ্মশানতুল্য অপবিত্র, সেই হেতু শূদ্র সমীপে (শূদ্রের নিকট) বেদ অধ্যয়ন করিবে না,—এই বাক্যদ্বারা শূদ্রের নিকটেও অধ্যয়নের নিষেধ থাকায় শূদ্রের অধ্যয়নের অভাবটি বুঝা যাইতেছে। এখানে "অর্থ" শব্দদ্বারা বেদার্থজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"—শূদ্রকে বেদার্থ মতি (জ্ঞান) দান করিবে না অর্থাৎ শূদ্রকে বেদবিহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবে না,—ইহা দ্বারা বেদার্থজ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল। "দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যাদানম্"—দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) দিগের বেদঅধ্যয়ন, যাগ ও দান, "শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭-১-১-৬) শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী,—এখানে শূদ্রের বৈদিককর্ম্মের অনুষ্ঠানেরও নিষেধ করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত দণ্ডবিধানের ও নিষেধের দ্বারাও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শূদ্রের বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ এবং ধারণে শরীর বিদীর্ণ করিবার স্মৃতিও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূত, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি কয়েকজন শূদ্র জন্মান্তরে দ্বিজ ও বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়া এ জন্মেও তাঁহাদের জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই অর্থাৎ তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানোদয় জন্মান্তরীয় অনুষ্ঠানবশতঃ, ইহা বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তি রোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ"—ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া চারিবর্ণকেই শ্রবণ করাইবে—এখানে যে শূদ্রেরও শ্রবণে অধিকার কথিত হইয়াছে, তাহাও 'ইতিহাস ও পুরাণ'-বিষয়ে শ্রবণ বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এই কথাই বলেন এবং 'ইতিহাস-পুরাণাধ্যয়ন-প্রকরণে' "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ" এই বাক্যটি পঠিত। অতএব, শূদ্র বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী নহে বটে কিন্তু পুরাণাদির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। "অস্তি শূদ্রস্য শুশ্রূষোঃ পুরাণেনৈব বেদনম্।"

বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্র হইলেও তাঁহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরন্তু, শ্রুতি স্মৃতি হইতে যখন স্পষ্টই জানা যায় যে, শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, তখন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, বিদুর প্রভৃতি এই জন্মে কোন বিশেষ কর্ম্মফলে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই দ্বিজ ও বেদজ্ঞ ছিলেন। সেই জন্মের অনুষ্ঠানের ফল তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারা এই জন্মে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী-শূদ্রাদির উপনয়ন ও বেদাধিকার ?

("দৈনিক বসুমতী"—'রবিবাসরীয় আলোচনী', বৈশাখ ১৩৫৮)

পৈতের নাম 'ব্রহ্মসূত্র'। বেদের এক নাম 'ব্রহ্ম'। পৈতে বেদের 'সূত্র'। কাজেই যার পৈতে বা ব্রহ্মসূত্র থাকে না, তার বেদের 'বৈধ' অধ্যয়নে অধিকার থাকে না। এই কথা মনু এই ভাষায় বলিয়াছেন—"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে। ব্রহ্মণো গ্রহণং চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্॥" (২।১৭২) এ স্থলে, যাহার যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছে তাহারই বেদের 'বৈধ. বা ক্রমিক' অধ্যয়ন বিহিত হইয়াছে, অতএব অনুপবীতের (ব্রহ্মসূত্র-হীনের) বেদের ক্রমিক বা বৈধ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইল 'উৎসর্গ'-বিধি। এখন ইহার 'অপবাদ'ও মনুর ভাষায় শুনুন—"নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সম স্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে।" (২।১৭৩) অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার হইবার পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করা উচিত নহে। কিন্তু "স্বধানিনয়নাদ্ ঋতে" অর্থাৎ মৃতকশ্রাদ্ধ ভিন্ন স্থলে অর্থাৎ যদি কোন দ্বিজ বালকের যজ্ঞোপবীত হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে নিজে পিতার শ্রাদ্ধের জন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে॥ ইহার নাম 'অপবাদ'-বিধি। পরন্তু এই 'অপবাদ' বচনবলে অনুপবীত দ্বিজ-কুমার বিশিষ্টস্থলে বেদমন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চারণে অধিকারী হইলেও, সর্ব্বত্র বেদপাঠে সে 'ঔৎসর্গিক' অধিকার প্রাপ্ত হয় না। যেমন—নাপিতের বেদে অধিকার নাই, পরন্তু চূড়াকরণ-সংস্কারে কয়েকটি বেদমন্ত্র নাপিতবিষয়ক রহিয়াছে অর্থাৎ সে সেই মন্ত্র কয়টি উচ্চারণ করে। ইহাতেই কিন্তু নাপিতের বেদ-পঠন বা শ্রবণাদি ঔৎসর্গিক হইয়া যায় না। 'মীমাংসাদর্শনের' ৬।১।৪৪,৪৬, ৫০ ; ৬।১।৫১,৫২ সূত্রের ১২ এবং ১৩ অধিকরণের শ্রুতি বিশেষের বচনবলে নিষাদ-স্থপতিকে অগ্ন্যাধ্যান করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; পরন্তু ইহাতেই সেই নিষাদ-স্থপতি বেদ বা যজ্ঞের ঔৎসর্গিক অধিকারী হইয়া যায় না, কিন্তু অপবাদভূত শ্রুতি-বিশেষের বচনবলে উক্ত কার্য্য ঋত্বিজ্ আদি দ্বারা করাইয়া লয়। সেখানে মন্ত্রোচ্চারণ এবং হোমাদি কার্য্যও ঋত্বিগাদিই করিয়া থাকেন। "যশ্চ পরার্থং যজতি, স ঋত্বিক্"—মীমাংসা-দর্শনের ৬।৩।২৬ সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী এই কথাই বলিয়াছেন। "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে" (পা ১।৩।৭২) এই সূত্র অনুসারে বৃত ঋত্বিগাদি-কৃত কর্ম্মফলে নিষাদ-স্থপতিই পাইয়া থাকে। যেমন রাজার দ্বারা বৃত পুরোহিত দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল রাজাই পাইয়া থাকেন।

ব্যবস্থা সর্ব্বদা 'উৎসর্গ'-বিধি দ্বারাই নিরূপিত হয়, 'অপবাদ'-বিধি দ্বারা নহে। অপবাদ-বিধি দ্বারা ঔৎসর্গিকতা লাভ হইতে পারে না, অথবা অপবাদ দ্বারা উৎসর্গ বাধিতও হইতে পারে না। বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি বিশিষ্টস্থানে সঙ্কুচিত হয় মাত্র কিন্তু বাধিত বা বিনষ্ট হয় না। 'যোগদর্শনে ভাষ্যে স্পষ্ট বলা হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন চোৎসর্গস্ত অপবাদাদ্ নিবৃত্তিরিতি" (সাধনপাদ, ১৩)। "মিদচোস্ত্যাৎ" (পা ২।১।৪৭) এই সূত্রের মহাভাষ্যেও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে—"নৈব ঈশ্বর আজ্ঞাপয়তি, নাপি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ পঠন্তি অপবাদৈরুৎসর্গা বাধ্যন্তাম্ ইতি।" "প্রকল্প্য চ অপবাদবিষয়ং তত উৎসর্গোভিনিবিশতে।" (মহাভাষ্য, ৩।২।১২৪)।

এইভাবে স্ত্রীবিষয়ক মন্ত্রপঠনাদি কার্য্য যাহা বিবাহাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্ত্রীলোকের জন্য উৎসর্গ শাস্ত্র না হওয়াতে, সেই মন্ত্রপঠনাদি কার্য্য তাহার পতি বা পুরোহিতই সম্পন্ন করেন আর তাহাতেই স্ত্রীলোকদের ফল লাভ হয়। পত্নী পতির গৃহকার্য্যে তৎপর থাকিলে পতি নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যা, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্রাদি করিতে পারেন। এই কারণেই পতিকার্য্যে সহকারিণী পত্নীও পতিকৃত কর্ম্মের ফললাভে ধন্যা হন। সেই হেতু মনু বলিয়াছেন—"গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া" (২।৬৭)। এই কথাই ভট্টোজি দীক্ষিত স্ত্রী-প্রত্যয়ে "সর্ব্বেণ গৃহস্থেন পঞ্চ মহাযজ্ঞা নির্ব্বর্ত্ত্যাঃ। যচ্চ অদঃ সায়ম্প্রাত র্হোমচরুপুরোডাশান্ নির্ব্বপতি, তস্য অসৌ (পত্নী) ঈষ্টে।" 'প্রদীপ'-ব্যাখ্যায় কৈয়ট ইহার স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন—"পতিশব্দার্থস্য যজ্ঞসংযোগ ইতি বিশেষণম্। পত্ন্যাশ্চ দম্পত্যোঃ সহাধিকারাৎ কর্ত্তৃত্বাৎ তৎফল-সম্বন্ধত্বাৎ যজ্ঞসংযোগঃ।" 'উদ্দ্যোত'-ব্যাখ্যায় নাগেশভট্ট ইহার আরও স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন—"যজ্ঞফলস্বর্গাদি-ভোক্তৃত্বাচ্চ যজ্ঞস্বামিত্বং ভার্য্যায়া বোধ্যম্। সহাধিকারাদিতি—'মদভিলষিত-সাধনত্বাৎ মদর্থং কর্ম্ম' ইত্যেবংলক্ষণোঽধিকারো ভার্য্যায়া অপ্যস্তীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মীমাংসায়াং স্পষ্টম্।" এ সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যজ্ঞে স্ত্রী-সম্বন্ধী মন্ত্র তাহার পতি অথবা পুরোহিত দ্বারা পঠিত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'স্মৃতিতত্ত্ব' দ্বিতীয় ভাগ, ৬৩৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতঃ। অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে' ইতি বরাহপুরাণাৎ অয়ং বিধিঃ শূদ্রকর্ত্তৃকমন্ত্রপাঠরহিতঃ। শূদ্রস্য মন্ত্রপাঠানধিকারসিদ্ধে যদমন্ত্রস্যেতি পুনর্ব্বচনং তৎ স্ত্রিয়া গ্রহণার্থং পরিভাষার্থং চ। ততশ্চ তৎ (পত্নী) কর্ম্মসম্বন্ধিমন্ত্রেণ বিপ্র স্তদীয়কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণো গৃহ্যতে। তেন ব্রাহ্মণেন তত্র মন্ত্রঃ পঠনীয়ঃ।" 'গৃহ্যসংগ্রহে' বিবাহকালীন মন্ত্রোচ্চারণবিষয়ে বলা হইয়াছে—"বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রা দাম্পত্যবাচকাঃ। বরস্তু তান্ জপেৎ সর্ব্বান্ ঋত্বিগ্ রাজন্যবৈশ্যয়োঃ।" মনুও বলিয়াছেন—"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥" (২।৬৬) ইহা দ্বারা পরিষ্কার জানা যাইতেছে যে, যজ্ঞে এবং বিবাহে স্ত্রী-সম্বন্ধী মন্ত্র পতি বা পুরোহিতই পড়িয়া থাকেন, আর স্ত্রীলোকের দেহ-সংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যই অমন্ত্রক হইয়া থাকে।

২।৬৭ শ্লোকে মনু ভগবান্ বলিয়াছেন—"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥"—এই শ্লোকে স্ত্রীলোকের উপনয়ন, গুরু-কুলবাস, স্বতন্ত্র অগ্নিহোত্র প্রভৃতির নিষেধ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার 'মেধাতিথি' বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বেদগ্রহণার্থো বৈদিকঃ, সংস্কারঃ উপনয়নাখ্যো যঃ, স স্ত্রীণাং বৈবাহিকো বিধিঃ—বিবাহে ভবো—বিবাহবিষয়ো—বিবাহসাধ্যঃ। অতো বিবাহস্য উপনয়নস্থানে বিহিতত্বাৎ তস্য (স্ত্র্যুপনয়নস্য) নিবৃত্তিঃ। যদি বিবাহঃ তৎকার্য্যম্ হন্ত! প্রাপ্তং বেদাধ্যয়নং; প্রাপ্তা চ ব্রহ্মচর্য্যা,—উপনয়নং নাম মা ভূদিতি? এতদুভয়মপি নিবর্ত্তয়তি, "পতিসেবা গুরৌ বাসঃ"—পতিং যৎ সেবতে উপচরতি আরাধয়তি সৈব তস্যা গুরৌ বসতিঃ" ইত্যাদি। ইহাতে কেমন সুস্পষ্টভাষায় স্ত্রীলোকের উপনয়ন এবং বেদপাঠাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন প্রখ্যাতনামা 'কুল্লুকভট্টের' সুপ্রসিদ্ধ টীকা দেখা যাউক। তিনি বলিতেছেন—"বিবাহবিধিরেব স্ত্রীণাং বৈদিকঃ সংস্কারঃ উপনয়নাখ্যো মন্বাদিভিঃ স্মৃতঃ। পতিসেবৈব গুরুকুলে বাসো বেদাধ্যয়নরূপঃ। গৃহকৃত্যমেব সায়ম্প্রাতঃ সমিদ্ধোমরূপোঽগ্নিপরিচর্য্যা। তস্মাদ্ বিবাহাদেরুপনয়নস্থানে বিধানাৎ [স্ত্রীণাম্] উপনয়নাদি-নিবৃত্তিঃ।" এখানে স্ত্রীলোকের বিবাহকেই উপনয়নস্থানীয় বলা হইল, পতিসেবাকেই গুরুকুলবাস বলা হইল। অতএব, স্ত্রীলোকের উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি নিরস্ত হইল। এবার 'গোবিন্দরাজের' টীকা দেখা যাউক। তিনি বলিতেছেন—"যদ্ বিবাহবিধানম্, তদেব আসাং বৈদিকসংস্কারোপনয়নস্থানে। পতিসেবা চ গুরুশুশ্রূষাস্থানে। গৃহকৃত্যং চাগ্নিপরিচরণস্থানে।" এই স্থলেও স্ত্রীলোকের উপনয়ন্ ও যজ্ঞাদি নিষিদ্ধ হইল। 'রাঘবানন্দ' পণ্ডিতের ব্যাখ্যাও শুনুন—"বৈবাহিকো—বক্ষ্যমানবিবাহসম্বন্ধী সংস্কারঃ উপনয়নসংস্কারস্থানীয়ঃ। তেন তদ্-(উপনয়ন) নিবৃত্তিঃ। তাসাং পতিসেবৈব গুরুকুলবাসতয়া বিধীয়তে,

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকরণে চ প্রত্যবায়স্মরণাৎ।” অর্থাৎ বিবাহসংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়নসংস্কার, অতএব তাঁহাদের পৃথক্ উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ হইয়াছে। এবং পতিসেবাই তাঁহাদের গুরুকুলে বাস, সুতরাং তাঁহাদের বেদাধ্যয়নাদির বিধান নাই।

'মনুস্মৃতি' সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বাদি-প্রতিবাদি-শিরোধার্য্য নিরুক্তকার বলিয়াছেন—“বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ” (৩।৪।২) অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভেই স্বায়ম্ভুব মনু উপদেশ করিয়াছেন॥ 'আর্য্যসমাজের' প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'সত্যার্থপ্রকাশ' গ্রন্থে বলিয়াছেন (পঞ্চবিংশতি সংস্করণ, একাদশ উল্লাস, পৃষ্ঠা ১৭২)—'যহ মনুস্মৃতি, জো সৃষ্টিকী আদিমেঁ হুই হৈ, উনকা প্রমাণ হৈ' অর্থাৎ এই 'মনুস্মৃতি,' যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহা॥ ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকের উপনয়ন এবং বেদাদি-পঠনাদিতে অধিকার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে,—ইহা অর্ব্বাচীন নহে। অধিকন্তু, কোনও প্রাচীন টীকাকারই মনুস্মৃতির প্রাগুক্ত (২।৬৭) শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই এবং ইহাতে বেদের প্রতি-কূলতাও নাই, বরং অনুকূলতাই রহিয়াছে। ইহার উপর বেদ ভগবান্ বলিয়াছেন—“যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্” (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।২।১০।২ ; কাঠক সংহিতা, ১১।৫ ; মৈত্রায়নী সংহিতা, ২।১।৫ ; তাণ্ড্যব ব্রাহ্মণ, প্রপাঠক ২৩ খণ্ড ১৬), অতএব, মনু-বাক্য সদাই শিরোধার্য্য।

'বোধায়নীয় গৃহ্যশেষসূত্রে' বলা হইয়াছে—“বৈবাহিকো বিধিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীণামৌপনায়নিকঃ স্মৃতঃ" (১।২।১৬)। 'আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের' "উপনয়নং বিদ্যার্থস্য" (১।১।৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় হরদত্তাচার্য্য বলিয়াছেন—'পুংলিঙ্গস্য বিবক্ষিতত্বাৎ স্ত্রিয়া অপি ন ভবতি।' ইঁহার মতেও স্ত্রীলোকের উপনয়নে অধিকার না থাকাতে বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই। এইভাবে 'দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্রের' "তূষ্ণীং স্ত্রিয়া" (২।১।১৩) সূত্রের বৃত্তিতে রুদ্রস্কন্দ বলিয়াছেন—'মন্ত্রবর্জ্যং স্ত্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ……উপনয়নং তু নাস্তি,……। উপনয়নাভাবাৎ নাধ্যায়নম্। তদভাবাৎ তদর্থা নিয়মা জপাশ্চ ন সন্তি।' অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উপনয়ন নাই। উপনয়ন না থাকাতে বেদাধ্যয়নও নাই। এবং বেদাধ্যয়ন না থাকাতে বৈদিক জপ ও যজ্ঞাদিও নাই। 'আশ্বলয়ন গৃহ্যসূত্রের' "অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ" (১।১৫।১) এই সূত্রের বৃত্তিতে গার্গ্যনারায়ণ বলিলেন—'জন্মপ্রভৃতি অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। কুমারমিতি বর্ত্ততে কুমারীনিবৃত্ত্যর্থমিত্যুক্তম্।' অর্থাৎ জন্ম হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণবালকের উপনয়ন সংস্কার করিবে। কুমারীর উপনয়ন নিষেধ করিবার জন্যই এস্থলে 'কুমার' শব্দ বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যায় হরদত্ত বলিতেছেন—'ব্রাহ্মণগ্রহণং চাত্র স্ত্রী-শূদ্রাদি-নিবৃত্তয়ে।' অর্থাৎ স্ত্রী-শূদ্রাদির উপনয়নের নিষেধ করিবার নিমিত্তই এইস্থলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। এইস্থলে ভরদ্বাজের বচনও দেওয়া হইয়াছে—'জাতাধিকারাজ্জননাদষ্টমে ভবদিদম্ (উপনয়নং) কুমারাধিকৃতেশ্চাপি ন স্ত্রীণামিদমুচ্যতে' অর্থাৎ জন্ম হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন বিহিত হওয়াতে কুমারীর উপনয়ন নিষিদ্ধ হইল।—এইভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীলোকের উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়নাদি 'গৃহ্যসূত্র' সমূহেও নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

এখন 'বেদ' ভগবান্ এই বিষয়ে কি বলিতেছেন দেখা যাউক। 'অথর্ব্ব বেদে' বলা হইয়াছে—"আচার্য্য উপনয়নমানো ব্রহ্মচারিণম্ কৃণুতে গর্ভমন্তঃ। তং রাত্রিস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভি-সংযন্তি দেবাঃ॥" (১১।৫।৩)—ইহা ব্রহ্মচর্য্যের প্রকরণ। এ স্থলে মুখ্য ও গৌণ ভেদে ব্রহ্মচর্য্য দুইপ্রকার বলা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রে মুখ্য ব্রহ্মচর্য্যের নিরূপণ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে "ব্রহ্মচারিণম্" পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গান্ত নহে। অতএব, স্ত্রীলোকের উপনয়ন হইতে পারে না। উপনয়নাভাবে বেদাধিকারও নাই। যদি এই স্থলে 'জাতিপক্ষে' কন্যাগ্রহণ বেদের ইষ্ট হইত, তাহা হইলে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা" (১১।৫।১৮) এই মন্ত্রে 'কন্যা' শব্দের পুনর্গ্রহণ হইত না। এখানে ব্রহ্মচর্য্যের গৌণ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহার অর্থ 'উপস্থ-নিগ্রহ', মুখ্যার্থ বেদাধ্যয়ন নহে। অতএব, 'বেদ' ভগবান্ পুরুষেরই উপনয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্যের (বেদাধ্যয়নের) উপদেশ করিতেছেন, স্ত্রীলোকের নহে। এই জন্য বলিলেন—"ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ" (১১।৫।৬)। এই মন্ত্রে 'ব্রহ্মচারী' (শুক্র-নিরোধকঃ) এবং 'দীর্ঘশ্মশ্রুঃ' এই শব্দ দুইটিই স্ত্রীলোকের উপনয়ন এবং বেদপাঠ নিষেধ করিতেছে। 'শতপথ' পুত্রের জন্য বেদাধ্যয়নের প্রেরণা করিতেছেন, পরন্তু দুহিতার জন্য নহে। "অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে বেদমনুব্রুবীত" (১৪।৯।৪।১৩); পুত্রো মে দ্বৌ বেদৌ অনুব্রুবীত" (১৪।৯।৪।১৪); "পুত্রো মে ত্রীন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদাননুব্রুবীত” (১৪।৯।৪।১৫) ; “পুত্রো মে পণ্ডিতো বিজীগিষঃ সমিতিঙ্গমঃ, ভাষিতা জায়েত, সর্ব্বান্ বেদান্ অনুব্রুবীত” (১৪।৯।৪।১৭)। এই স্থলে ‘শতপথ’ পুত্রের জন্য পাণ্ডিত্য, এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ এবং সমস্ত বেদপাঠের প্রেরণা দিতেছেন ; কিন্তু কন্যার জন্য “অথ য ইচ্ছেৎ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত” (১৪।৯।৪।১৬) কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য চাহিয়াছেন, কন্যার জন্য বেদানুবচন চান নাই। ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদে’ও ঠিক এইরূপ কথা বলা হইয়াছে।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদভাষ্যোপোদ্‌ঘাতে বলিতেছেন— “তদুভয়জ্ঞানার্থী বেদে অধিকারী। স চ ত্রৈবর্ণিকঃ পুরুষঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সত্যামপি জ্ঞানাপেক্ষায়াম্ উপনয়নাঽভাবেন অধ্যয়ন-রাহিত্যাদ্ বেদেঽধিকারঃ প্রতিবদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদি-মুখেন উৎপদ্যতে। তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকপুরুষাণাং বেদমুখেন অর্থ-জ্ঞানাধিকারঃ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পুরুষদিগেরই উপনয়নে এবং বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার আছে, স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের নাই। স্ত্রী ও শূদ্র পুরাণাদি ‘শ্রবণ’ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবেন।—দুহিতার পক্ষে এইভাবে পুরাণাদি ‘শ্রবণ’ দ্বারা জ্ঞানলাভকেই ‘শতপথে’ ১৪।৯।৪।১৬ মন্ত্রে ‘পাণ্ডিত্য’ বলা হইয়াছে, “দুহিমা মে পণ্ডিতা জায়েত।” ‘তৈত্তিরীয় সংহিতা-ভাষ্যোপোদ্‌ঘাতে’ ও সায়ণাচার্য্য ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যের’ উপোদ্‌ঘাতেও তিনি বলিলেন—“মৈষম্ —স্ত্রীশূদ্রয়োঃ সত্যপি উপায়বোধার্থিত্বে হেত্বন্তরেণ বেদাধিকারস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ উপনীতস্যৈব অধ্যয়নাধিকারং ব্রুবৎ শাস্ত্রমনুপনীতয়োঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীশূদ্রয়োর্বেদাধ্যয়নমনিষ্টপ্রাপ্তিহেতুরিতি বোধয়তি।" অতএব ভগবান্ বেদও স্ত্রীলোকের উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়নাদির নিষেধ করিয়াছেন।

"প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ জপেৎ সীমোদদৎ গন্ধর্ব্বায়েতি" (২।১।১৯)—এই 'গোভিলগৃহ্যসূত্রের' পূর্ব্বসূত্রে বর স্ত্রীকে উপবস্ত্র দিতেছেন—"অহতেন বসনেন পতিঃ পরিদধ্যাৎ, যা অকৃন্তন্ অবয়ন্ আয়ুষ্মতি ইদং পরিধৎস্ব বাসঃ—ইত্যেতয়া ঋচা" (গোভিল, ২।১।১৮)। বধূ ঐ উপবস্ত্র ২।১।১৯ সূত্রে যজ্ঞোপবীতের মত করিয়া নিজের দেহের উপর জড়াইয়া নিলেন। এ স্থলে "যজ্ঞোপবীতিনীম্" পদের অর্থ 'যজ্ঞোপবীতবৎ কৃতোত্তরীয়াম্',—যজ্ঞোপবীতধারিণী নহে। অধিকন্তু ইহা বিবাহসূত্র, উপনয়নসূত্র নহে। বিবাহে কি যজ্ঞোপবীত সংস্কারের বিধান আছে? বিবাহে কি যজ্ঞোপবীত সংস্কার হয়? যজ্ঞোপবীত সংস্কার ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রবেশের প্রারম্ভে হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্তির পর বিবাহকালে উপবীতসংস্কার কিরূপে হইবে? এ স্থলে 'যজ্ঞোপবীতিনীম্' ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ। গোভিল ইহার পরিভাষা এইরূপ করিয়াছেন—'দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যে অংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণকক্ষমন্ববলম্বং ভবতি, এবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।' (১।২।২) অর্থাৎ দক্ষিণ বাহু উপরদিকে উঠাইয়া কোন বস্ত্রখণ্ডকে বাম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয়দিক দিয়া দক্ষিণ কক্ষ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া 'যজ্ঞোপবীতী' শব্দের অর্থ। এই কারণে 'গোভিল গৃহ্যসূত্রের' প্রতিষ্ঠিত ভাষ্যকার স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ স্থলে 'যজ্ঞোপবীতিনী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞোপবীতবৎ কৃতোত্তরীয়াম্' অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয়ধারিণী। 'আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের' ১।১৫।১ সূত্রের ভাষ্যে হরদত্তাচার্য্য বলিয়াছেন—"বাসোবিন্যাসবিশেষো যজ্ঞোপবীতম্" অর্থাৎ উপবীতের মত বস্ত্র-ধারণের নাম 'যজ্ঞোপবীত'। এই স্থলে তিনি 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকের' প্রমাণও দিয়াছেন—"দক্ষিণং বাহুমুদ্ধরতে, অবধত্তে সব্যমিতি যজ্ঞোপবীতম্" (২।১)। ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'দক্ষিণং বাহুমূর্দ্ধং ধৃত্বা, সব্যে বাহৌ লম্বমানে সতি যদ্ বেষ্টনং তদ্ যজ্ঞোপবীতম্' (২।১।১) অর্থাৎ দক্ষিণ বাহু উঁচা করিয়া ধরিয়া বাম বাহু ঝুলাইয়া রাখিয়া বাম স্কন্ধ হইতে ডান কক্ষ পর্য্যন্ত উত্ত-রীয়খণ্ড বেষ্টনকে 'যজ্ঞোপবীত' বলে। 'মীমাংসাদর্শন' ২।১।১ সূত্রের ভাষ্যেও বলা হইয়াছে—'কর্ত্তুশ্চ বাসোবিন্যাসমাত্রং গুণো ভবতি উপবীতং নাম' অর্থাৎ উপবীত ধারণক্রমে উত্তরীয় ধারণের নাম এইস্থানে 'উপবীত'। এইভাবে 'জৈমিনি গৃহ্যসূত্রের' ব্যাখ্যাতা শ্রীনিবাসাধ্বরীও ১।১ খণ্ডের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—'স্ত্রীয়া অপি যজ্ঞোপবীতকারেণ উত্তরীয়ং কর্ম্মাঙ্গং ভবতি।' এইবার মনু ভগবানের প্রমাণ দেখুন—"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণৌ উপবীতি" (২।৬৩)। ইহার ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিতেছেন—'বামস্কন্ধস্থিতে......যজ্ঞসূত্রে বস্ত্রে বা উপবীতি।' এইভাবে বামস্কন্ধে রক্ষিত বস্ত্রখণ্ডের নামও 'উপবীত।' 'স্মৃতিতত্ত্ব' প্রথমভাগ ৮৯৬ পৃষ্ঠায় স্বর্গীয়' ম০ ম০ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় 'যজ্ঞোপবীতিনীম্' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞোপ-বীতবৎ কৃতোত্তরীয়াম্'ই করিয়াছেন। ইহারা কেহই স্ত্রীলোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোমলাঙ্গে পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের ব্যবস্থা দেন নাই। এইভাবে 'গোভিলসূত্রের' ২।১।১৯ মন্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মূলভূত যজ্ঞোপবীতসূত্র অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ২।১।১৮ সূত্রানুযায়ী বর-দত্ত বস্ত্র বা উপবস্ত্র অথবা উত্তরীয় যজ্ঞোপবীতের মত করিয়া বিবাহের প্রারম্ভে স্কন্ধোপরি স্থাপন করাই যজ্ঞোপবীতিত্ব,—ইহার দ্বারা কিন্তু স্ত্রীলোকের উপনয়নসংস্কার সিদ্ধ হয় না।

লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিলেও স্ত্রীলোকের উপবীত এবং বেদাধ্যয়নাদি উচিত নহে ; যেহেতু স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব তাঁহাকে প্রায়ই অপবিত্র অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করে, এবং তাহার ফলে উপবীতের নিয়মাবলী পালন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। প্রতিমাস রজঃস্বলা হইলে পর অপবিত্রভাবেই এবং প্রসবকালে ও প্রসবান্তে সর্ব্বদা নবজাত শিশুর মলমূত্রাদি সংস্পর্শতেই স্ত্রীলোকের সময় ব্যতীত হয়। স্ত্রীর যে বক্ষঃস্থলের উপর ব্রহ্মসূত্র স্থাপনের প্রয়াস অসনাতনপন্থী আর্য্যসমাজী প্রভৃতি করিয়া থাকেন, সেই কুচযুগশোভিত বক্ষঃস্থল তো ধূলিধূসরিত, মলমূত্রদিগ্ধাঙ্গ নবজাত শিশুর দিবারাত্রের স্তনপানের সময় ক্রীড়াস্থল থাকিবে। ইহাতে উপবীতের পবিত্রতা কিরূপে রক্ষা পাইবে ?

'মনুস্মৃতির' নিম্নলিখিত পদ্য দুইটিতে স্ত্রীলোকের যজ্ঞাধিকার অতএব বেদাধিকার অতএব উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ রহিয়াছে—"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্। পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥" (৫।১৫৫) "নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ ॥" (৯।১৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতন্ত্ররূপে স্ত্রীলোকের জন্য অগ্ন্যাধানের বিধান কোনও সনাতন বৈদিক শাস্ত্রে নাই। অপিতু "অস্বতন্ত্রা স্ত্রী পুরুষপ্রধানা অনগ্নিরনুদক্যা চ" (বসিষ্ঠ, ৫।১), "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ" (মনু, ৫।১৫৫) প্রভৃতি বচন দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রভাবে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মাচরণে নিষেধ থাকাতে তাহারা অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকারিণী হইতেই পারেন না। তাঁহাদের জন্য প্রযুক্ত 'পত্নী'শব্দও পতির সহিত তাঁহাদের অধিকার ঘোষিত করিতেছে। এস্থলে যদি কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্ররূপে অগ্নিহোত্র করিবার অধিকার না থাকিলেও, নিজ নিজ পতির সহিত অগ্নিতেই তিনি অগ্নিহোত্ররূপ হবন বেদমন্ত্রদ্বারা করিতে ত পারেন। কিন্তু, ইহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। যেহেতু "ন বৈ কন্যা, ন যুবতিঃ ... হোতা স্যাদগ্নিহোত্রস্য।" "নরকে হি পতন্ত্যেতে ['কন্যাযুবত্যাদয়ঃ, কন্যা—অনূঢ়া, ঊঢ়া—তরুণী' ইতি কুল্লুকভট্টঃ] জুহ্বতঃ স চ যস্য তৎ" (মনু, ১১।৩৬, ৩৭) ইত্যাদি বচন অনুসারে স্ত্রীলোকের নিজ পতির অগ্নিতেও নিত্য অগ্নিহোত্র করিবার অধিকার নাই। যদি বলা হয় যে, "এবমত ঊর্দ্ধং গৃহ্যেঽগ্নৌ জুহুয়াদ্বা হাবায়দ্বা" (গোভিল, ১।৩।১৩), "কামং গৃহ্যেঽগ্নৌ পত্নী জুহুয়াৎ সায়ম্প্রাতর্হোমৌ গৃহাঃ পত্নী গৃহ্য এষোঽগ্নির্ভবতীতি" (গোভিল, ১।৩।১৫) ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে স্ত্রীলোকের জন্য অগ্নিহোত্রের অনুমতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার সমাধানে বক্তব্য এই যে, (১) প্রথমতঃ এই অনুমতি পতির প্রবাসগত, অত্যন্ত অসুস্থ অথবা অশক্ত অবস্থার জন্য হওয়াতে ইহা 'অপবাদ' বিধি, 'ঔৎসর্গিক' বিধি নহে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) দ্বিতীয়তঃ পত্নীর দ্বারা অগ্নিহোত্রহোমের এই আপৎকালীন অনুমতি আশ্বলায়ন এবং কৌথুম আদি পরিগণিত শাখীয় আহিতাগ্নি বিষয়ে মাত্র, সর্ব্বশাখীয় নহে,—অপরাপর শাখীয়ের নিমিত্ত তো পত্নী কেবলমাত্র অগ্নিপরিচর্য্যারই অধিকারিণী, হবনের অধিকারিণী নহে। হবনের জন্য যজমানের অনুপস্থিতিতে ঋত্বিজকে বরণ করিবার বিধান রহিয়াছে, যেমন—"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং ক্বচিৎ" (১৯৷১), "পত্ন্যা চাপ্যবিয়োগিন্যা শুশ্রূষ্যোঽগ্নির্বিনীতয়া" (১৯৷৩) ইত্যাদি মহর্ষি কাত্যায়নের বচন হইতে সিদ্ধ হইতেছে। 'অগ্নিপরিচর্য্যার' অর্থ হইতেছে—অগ্নিশালা গোময়দ্বারা লেপিয়া ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিষ্কার রাখা, অগ্নিহোত্রের উপযোগী আজ্যসিক পাত্রগুলি গরম জলে ধুইয়া বিহিত বস্তুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পুনঃ ঐ পাত্রগুলিকে যথাস্থানে রাখা, পরস্পর-সম্বন্ধিত পাত্রসমূহের যুগলকে (যেমন—উদূখল মুসল, শীল-নোড়া, আজ্য-স্থালী-আজ্য, প্রভৃতি) বিযুক্ত হইতে না দেওয়া বিষয়ে সতর্কতা এবং অগ্নি যাহাতে নিভিয়া না যায় সে বিষয়ে পূর্ণ ধ্যান রাখা। ভগবান্ ব্যাসও স্ত্রীলোকের নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের উপদেশ দিবার সময় বলিতেছেন—"পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ। উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্॥ মার্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গণম্। শোধয়েদগ্নিপাত্রাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা॥ প্রোক্ষণ্যৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ॥ দ্বন্দ্বপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিদ্বিয়োজয়েৎ। শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ॥" (২৷১৯—২২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' স্পষ্টতয়া বলা হইয়াছে—"পাণিগ্রহণাদি-গৃহ্যং পরিচরেৎ স্বয়ং, পত্নী, অপিবা পুত্রঃ, কুমারী, অন্তেবাসী বা" (১।৭।১)। এই স্থলে অগ্নি অথবা অগ্নিশালার পরিচরণ বলা হইল অর্থাৎ অগ্নি যাহাতে শান্ত না হইয়া যায় সে বিষয়ে ধ্যান রাখা কর্ত্তব্য, এবং অগ্নিগৃহের মার্জন লেপনাদি দ্বারা শুদ্ধি কর্ত্তব্য। উক্ত ধ্যান রাখিবার নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, পুত্রী অথবা শিষ্যকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিষয়ে মুখ্য ধ্যান রাখা স্ত্রীরই (সহধর্ম্মিণীরই) কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা, এই স্থলে, পুত্র বা পুত্রী অথবা শিষ্যের হোম করা সিদ্ধ হইতেছে না। পাণিগ্রহণাদি গৃহ্য অগ্নিতে বিবাহিতই হোম করিতে পারেন—অন্য কেহ নহে। পুত্র, কন্যা অথবা শিষ্য বিবাহিত না হওয়াতে উক্ত পুরুষের অগ্নিতে হবন করিতে পারে না। বিশেষতঃ স্ত্রী এবং কন্যা অনুপবীতা হওয়াতে তো হবন করিতেই পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, এই স্থলে 'অগ্নিপরিচর্য্যার' অর্থ—অগ্নিগৃহের হোমকার্য্যের প্রয়োজনীয় পাত্রাদির পরিষ্করণ এবং অগ্নি যাহাতে শান্ত না হইয়া যায় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন। এই নিমিত্তই হরদত্তাচার্য্য উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"গৃহ্যমগ্নিং পরিচয়েৎ, পরিচরণং—শুশ্রূষা সমিন্ধনাদিঃ। হোমশ্চ পত্নীকুমারীব্যতিরিক্তানাম্। তয়োস্তু (পত্নীকুমার্য্যোস্তু) সংমার্জনমুপলেপনম্, হবিরূপকল্পনং, সমিন্ধনম্ ইত্যাদি।" এই হেতুই 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের' ১।৭।৩ সূত্রে বলা হইয়াছে—"যদি তু উপশাম্যেৎ পত্নী উপবসেদিত্যেকে" অর্থাৎ অগ্নি নিভিয়া গেলে প্রায়শ্চিত্তরূপে পত্নীকে উপবাস করিতে হইবে। স্বামী-সেবায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীর অধিকার সর্ব্বাধিক হওয়াতে অগ্নি দেখাশুনা করিবার মুখ্য কর্ত্তব্য তাঁহারই। এই কারণে অগ্নি শান্ত হইয়া গেলে তাঁহাকেই প্রায়শ্চিত্তরূপে উপবাস করিতে হয়। এই হেতু ১।৩।২ সূত্রে বলা হইয়াছে—"নিত্যানুগৃহীতঃ স্যাৎ"। এ স্থলে হরদত্তাচার্য্য ব্যাখ্যায় বলিলেন—'অয়মগ্নির্নিত্যপরিগৃহীতঃ স্যাৎ যজমানেন পত্ন্যা বা, অন্যতরোঽবশ্যমগ্নিসমীপে তিষ্ঠেৎ।'

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধানের অধিকার কোনও শাস্ত্রে নাই। যদি কোনও শাস্ত্রে থাকিত, তাহা হইলে পতির মৃত্যুর পরও পত্নীকে অগ্নিহোত্র করিতে হইত। পরন্তু, পতির মৃত্যুর পর পতির অগ্নি এবং হবন-পাত্রাদি গৃহ হইতে শ্মশানে নিয়া গিয়া তাহা দ্বারাই পতিকে দাহ করা হয় এবং উক্ত বিধবা পুনঃ বিবাহ করিতে পারে না। অতএব, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র অগ্নিহোত্রাধিকার সিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর পর পুরুষ সেই অগ্নির দ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিয়া পুনঃ অন্য পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান করিয়া লন অথবা বানপ্রস্থাশ্রমে চলিয়া যান—"ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাঽগ্নীন্ অন্ত্যকর্ম্মণি। পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥" (মনু, ৫।২৬৮) "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ" ইত্যাদি। এই কারণে 'বোধায়নীয় পিতৃমেধসূত্রে' বলা হইয়াছে—"মৃতপত্নীকঃ ক্রতূন্ আহরিষ্যন্ জায়ামুপযম্য অগ্নীনাদধ্যাৎ। বিজ্ঞায়তে চ 'তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে; তস্মাদেকো বহ্বীর্জায়া বিন্দতে' ইতি চ॥" ('২।৪।২) "মৃতপতিকায়া ঔপাসনে পিতৃমেধঃ॥" (২।৪।৩) "ন হ্যস্যা অপতিত্বাৎ পুনরগ্ন্যাধেয়ং বিদ্যতে। বিজ্ঞায়তে চ—'অস্মান্নৈকা দ্বৌ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতী বিন্দতে' ॥" (২।৪।৪)—ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিধবা হইবার পর স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ; পরন্তু, বিপত্নীক পুরুষ কারণ-বিশেষে পুনঃ বিবাহ করিতে পারেন। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্ররূপে অগ্ন্যাধান নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং স্ত্রীবিয়োগের পর পুনর্বিবাহ করিয়া পুরুষ অগ্ন্যাধান করিবেন অথবা স্ত্রীবিয়োগের পর স্বুবর্ণময়ী সীতাপ্রতিমার সমান প্রতিনিধি কল্পনা করিয়াও অগ্ন্যাধান করিতে পারেন। পরন্তু, পতিবিয়োগের পর স্ত্রী অগ্ন্যাধান করিতে পারেন না। এই কারণেই মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী কদাপি অগ্নিহোত্র করেন নাই।

উপনয়ন-সংস্কার বেদাধ্যয়নের প্রয়োজক ; ইহা শাস্ত্রে ত্রৈবর্ণিকের নিমিত্তমাত্র উপদিষ্ট রহিয়াছে ; যেমন—"বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্।" শ্রীভগবান্ 'গীতা'তে "ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" বলিয়া বসন্তকালকে নিজের একটি বিশিষ্ট বিভূতি বলিয়াছেন। অতএব, দৈবীসম্পৎপ্রধান ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের নিমিত্ত বসন্ত ঋতুই উপযুক্ত কাল। নিদাঘের উত্তপ্ত সূর্য্যশক্তির সমান বল-প্রধান ক্ষত্রিয় কুমারের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুই শ্রেয়স্কর কাল। শরৎকালের পোষণশক্তি বৈশ্যপ্রকৃতির নিমিত্ত সমীচীনই বটে। কিন্তু, শূদ্র-বালকের নিমিত্ত কোন ঋতুই অনুকূল না হওয়াতে শাস্ত্রে উহার বিধানও করা হয় নাই। এইপ্রকার, "অষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণং, গর্ভৈকাদশে রাজন্যম্, গর্ভাদ্ দ্বাদশে বৈশ্যম্" বলিয়া—অষ্টবসুর সহিত দৈবরাজ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণের সাধর্ম্য দেখিয়া অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ রুদ্রের সহিত ক্ষত্রিয়বর্ণের সাধর্ম্য দেখিয়া একাদশ বর্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত্রিয়ের এবং পোষণশক্তি-সম্পন্ন দ্বাদশাদিত্যের সহিত বৈশ্যবর্ণের সাধর্ম্য দেখিয়া দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যবালকের উপনয়নের বিধান করা হইয়াছে,—পরন্তু, শূদ্রের জন্য কোনও ঋতু অথবা বর্ষের উল্লেখ শাস্ত্রে নাই। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পয়োব্রত, ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যবাগূব্রত এবং বৈশ্যের জন্য আভিক্ষব্রতের বিধান রহিয়াছে, পরন্তু শূদ্রের জন্য কোনও ব্রত নাই। ইহাদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, উপনয়ন-সংস্কার কেবল ত্রৈবর্ণিক পুরুষের নিমিত্তই নির্দ্দিষ্ট, চতুর্থ বর্ণ অথবা স্ত্রীলোকের জন্য নহে। যখন উপনয়নই নাই উহাদের, তখন উহাদের বেদাধিকার অথবা যজ্ঞাধিকার কোথা হইতে?

"উপনীয় তমধ্যাপয়ীত," "উপনীয় দদদ্ বেদম্" ইত্যাদি গৃহ্যসূত্র উপনয়নপূর্ব্বকই বেদারম্ভের আদেশ করিতেছেন। বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধির জন্যই উপনয়ন-সংস্কার করা হয়। এই নিমিত্ত উপনয়নের সময় এই প্রকার সংকল্প হইয়া থাকে—"বেদাধ্যয়নাধিকার সম্পাদকদ্বিজত্বসিদ্ধিকামনয়া উপনয়নাখ্যং সংস্কারমহং করিষ্যে।" শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের কোন বিধিই শাস্ত্রে নাই বরং উহার বিপরীত নিষেধ রহিয়াছে—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার-মর্হতি" (মনু, ১০।১২৬) অর্থাৎ প্যাজ, লহসুন, গাজর আদি অভক্ষ্য ভক্ষণের দোষ শূদ্রের হয় না এবং শূদ্র উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য। ভগবান্ ব্যাসদেবও 'ব্রহ্মসূত্রে' বলিয়াছেন—"সংস্কার-পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ" (১।৩।৩৮) অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে বেদ-বিদ্যার অঙ্গরূপ উপনয়নের পরামর্শ (উপদেশ) থাকাতে এবং শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অভাবের কথা থাকাতে শূদ্রে বেদবিদ্যার অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। 'সুশ্রুত' এর সূত্রস্থানেও বলা হইয়াছে—"শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমনুপবীতমধ্যাপয়েৎ" অর্থাৎ শূদ্র যত্তপি সর্ব্বদাই অনুপবীত, তথাপি যদি কুলগুণসম্পন্ন হয়, তবে বেদমন্ত্র ভিন্ন (ইতিহাস-পুরাণাদি) অন্য বিদ্যা (ব্রাহ্মণপ্রমুখাৎ) তাহাকে পড়াইবে।—ইত্যাদি প্রমাণসমূহদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, শূদ্রের উপনয়ন হইতে পারে না এবং উপনয়ন অভাবে বেদাধ্যয়নে ও যজ্ঞ-কর্ম্মেও তাহাদের শাস্ত্রতঃ অধিকার নাই।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি 'মীমাংসা-দর্শনে' 'শূদ্রানধিকার প্রকরণে' বলিয়াছেন যে, "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শাস্ত্র সামান্য রূপে সমস্ত ফলার্থীর নিমিত্তই আদিষ্ট এবং প্রাণিমাত্রই সুখার্থী হওয়াতে যজ্ঞকর্ম্মে সকলের অধিকার আছে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উহার সমাধানে বলিলেন যে, যত্তপি পশুআদিও সুখার্থী, তথাপি অশক্ত হওয়াতে তাহারা যজ্ঞাদি করিতে পারে না ; অতএব, 'স্বর্গকাম' পদের সঙ্কোচ করিয়া উহাকে মনুষ্যাধিকারেই গ্রহণ করিতে হইবে। পুনরায় চার বর্ণের অধিকারে শঙ্কা উঠাইয়া এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত করা হইয়াছে যে, "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, গ্রীষ্মে রাজন্যঃ, শরদি বৈশ্যঃ"—এই মন্ত্রে শূদ্রের নাম না থাকাতে, ত্রৈবর্ণিক দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই 'শাস্ত্রোক্ত' অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অধিকার আছে, শূদ্রের নাই। ইহাদ্বারাও সিদ্ধ হইতেছে যে, শূদ্রের উপনয়নে এবং বেদে অধিকার নাই। এই সিদ্ধান্তই স্ত্রীলোকের পক্ষেও জ্ঞাতব্য।

অধিকন্তু, "স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিজানাম্” (অথর্ব্ববেদ, ১৯।৭১।১) এবং “যো দাসং বর্ণমধরং গুহাহকঃ” (অথর্ব্ব, ২০।৩৪।৪) প্রভৃতি বেদমন্ত্রে পূর্ব্বজন্মের নিকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা অপরাধী শূদ্রকে অশুদ্ধ সূক্ষ্মশরীর এবং সত্ত্বগুণহীন বলাতে এবং কেবল দ্বিজাতির নিমিত্ত বেদাধিকার দেওয়াতে, অদ্বিজ শূদ্রের উপনয়ন এবং বেদাধিকার নিষিদ্ধ রহিয়াছে। শাস্ত্রে শূদ্রকে ‘একজ’ বলাতে এবং আমরণ দ্বিজজাতির সেবাপরায়ণ থাকিয়া নিজ কল্যাণ উপার্জনের আদেশ থাকাতে, যথা—“একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া ॥” (মনু, ১।৯১) “বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্তাতে। যদতোহন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ ভবত্যস্য নিষ্ফলম্ ॥” (মনু, ১।১২৩) “পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্” (গীতা, ১৮।৪৪),—শূদ্র ‘শাস্ত্রতঃ’ বেদাদি অধ্যয়ন করিবে কোন্ অধিকারে, কোন্ প্রমাণ বলে ?

পরাশর স্মৃতি বলিতেছেন—“বেদাক্ষর-বিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্” (১।৭৪) অর্থাৎ বেদের অক্ষরের বিচার করিলে শূদ্রের অবশ্য নরকপ্রাপ্তি হয়। “বিকর্ম্ম কুর্বন্তি শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ। ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্ ॥” (২।১৯) অর্থাৎ যে শূদ্র, দ্বিজশুশ্রূষারূপ স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদি বিপরীত, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, সে অল্পায়ু হয় এবং মৃত্যুর পর অবশ্য নরকে যায়॥ অধিকন্তু, “যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ” (মনু, ২।১৬৮)—এই শ্লোকে দ্বিজকেও বেদপাঠ না করিলে ‘অর্থবাদানুসারে’ শূদ্রের সমান বলা হইয়াছে ;—ইহা দ্বারাও শূদ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদে অনধিকার স্পষ্টশব্দে সিদ্ধ হইতেছে। "ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥" (২।১০৩) এই মনুবচনেও জানা যাইতেছে যে, দ্বিজ সন্ধ্যা না করিলে 'শূদ্রবৎ' হইয়া যায়,—ইহার দ্বারাও বেদের প্রার্থনাপরক সন্ধ্যাদিমন্ত্রে এবং দ্বিজকর্ম্মে শূদ্রের অনধিকার সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

"যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসম্, অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্। উপমা অদো নমতু" (যজুর্ব্বেদ, ২৬।২)॥ এই মন্ত্রের অর্থে আধুনিক কেহ কেহ স্ত্রী-শূদ্রাদিরও বেদাধ্যয়নে অধিকার আবিষ্কার করিয়া বসেন। এখন দেখা যাউক এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি। প্রথম কথা—যদি এই মন্ত্র স্ত্রী-শূদ্রাদিকেও বেদাধিকার দেন, তাহা হইলে 'বেদান্ত-দর্শনে' "অপশূদ্রাধিকরণে" (১।৮।৩৪-৩৮) ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, 'মীমাংসাদর্শনে' "যাগে শূদ্রস্যানধিকারাধিকরণে" (৬।৩) বেদের অদ্বিতীয় বিদ্বান্ জৈমিনি মুনি, "সংস্কার-প্রকরণে" বেদের ধুরন্ধর পণ্ডিত সূত্রকার 'যাস্ক' প্রভৃতি এবং বেদজ্ঞাননিষ্ণাত মনু আদি স্মৃতিকার এবং 'রামায়ণ'-প্রণেতা শ্রীবাল্মীকি, ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি স্ত্রী-শূদ্রাদিকে বেদের অনধিকারী কিরূপে বলিয়াছেন? সর্ব্ববেদজ্ঞ তাঁহাদের দৃষ্টিতে যে এই মন্ত্র পড়ে নাই, ইহা ত অসম্ভব কথা। দ্বিতীয় কথা—এই মন্ত্রের তথাকথিত অর্থ হইলে (বেদে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার), স্বয়ং বেদমধ্যে ব্যাঘাতদোষ

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইয়া যায়। "স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্" (অথর্ব্ববেদ, ১৯।৭১।১) এই মন্ত্রে বেদ 'দ্বিজগণকেই' বেদে অধিকার দিতেছেন। অতএব, যদি "যথেমাং" মন্ত্র স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলকেই বেদে অধিকার দেন, তবে পরস্পর ব্যাঘাত হইবে এবং "তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তেভ্যঃ" (ন্যায়দর্শন, ২।১।৫৭) এই সূত্র অনুসারে বেদ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। অতএব, "যথেমাং" মন্ত্রে স্ত্রী-শূদ্রাদি সকলকেই বেদাধিকার দান বেদসম্মত অর্থ নহে।

উক্ত মন্ত্রের (যজু ২৬।২) 'দেবতা' ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা। 'দেবতা' শব্দের অর্থ কি? 'যা উচ্যতে সা দেবতা' অর্থাৎ যাঁহার স্তুতি প্রভৃতি করা হয়, তিনিই 'দেবতা'। নিরুক্তকার যাস্ক এই কথাই বলিয়াছেন—"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামর্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে, তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।" (৭।১।৪) অর্থাৎ ঋষি যেরূপ কামনাবান্ হইয়া যে দেবতার স্তুতি করিলে নিজের ইষ্টপূর্ত্তি হইবে দেখিয়া যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই মন্ত্রের তিনিই দেবতা। ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে, বেদমন্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অথবা স্তোতব্য কিংবা সম্বোধ্যমান দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা হন। আর প্রতিপাদক অথবা স্তোতা কিংবা সম্বোধয়িতা হন ঋষি।

'যথেমাং' ইত্যস্য লৌগাক্ষি ঋষিঃ, ঈশ্বরো দেবতা। 'বৃহস্পতে' ইত্যস্য গৃৎসমন ঋষিঃ, ঈশ্বরো দেবতা।' এই স্থলে "যথেমাং" মন্ত্রের দেবতা যখন 'ঈশ্বর', তখন তিনি এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য কিন্তু তিনি প্রতিপাদক নন, তিনি ঋষিদ্বারা স্তোতব্য কিন্তু স্বয়ং স্তোতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন, ঋষিদ্বারা সম্বোধ্যমান কিন্তু স্বয়ং সম্বোধয়িতা নন। এই হেতু, উক্ত মন্ত্রে 'ঈশ্বর দেবতা' হওয়াতে "পরমাত্মা উচ্যতে" (২৬৷১) এই কথা বেদভাষ্যকার উবট বলিয়াছেন এবং "পরমাত্মানং প্রতি উচ্যতে" এই কথা বেদভাষ্যকার মহীধর বলিয়াছেন। এখন ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইল যে, "ইমাং কল্যাণীং বাচং" মন্ত্রের কর্ত্তা অথবা প্রতিপাদক 'ঋষি', কিন্তু পরমাত্মা নহেন, যেহেতু পরমাত্মা তো এই মন্ত্রের 'দেবতা' হওয়াতে এই মন্ত্রের 'প্রতিপাদ্য'। এই কারণে "ইমাং কল্যাণীং বাচম্" মন্ত্রের ভাষ্যে উবট ও মহীধর উভয়েই বলিলেন—"অনুদ্বেজিনীম্, দীয়তাং ভুজ্যতামিত্যেবমাদিকাং ব্রবীমীত্যর্থঃ।" এই যে অর্থ করিলেন, ইহার প্রতিপাদক 'লৌগাক্ষি' ঋষি—ঈশ্বর নন, কারণ ঈশ্বর এই মন্ত্রের দেবতা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য, ঋষি অর্থাৎ প্রতিপাদক নন। (২৬৷১) মন্ত্রে "অষ্টমী ভূতসাধনী" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উহার ব্যাখ্যায় উবট বলিয়াছেন—'অষ্টমী চ বাক্ ভূতসাধনী ভূতপ্রজ্ঞপ্তিকারিণী।' প্রকরণও বাকেরই চলিয়াছে। অতএব, 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' প্রভৃতি-রূপী বাক্ ঋষিরই বাক্—ঈশ্বরের বাক্ নহে, যেহেতু 'আবদানি'র প্রযোক্তা এস্থলে ঈশ্বর নন, কারণ তিনি এই মন্ত্রের ঋষি নন—তিনি ত এই মন্ত্রের দেবতা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য। অতএব, এই মন্ত্রে (২৬৷২) ঈশ্বরের প্রতি ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—আমি যেন দীয়তাং ভুজ্যতাং খাও দাও, এইরূপ মনুষ্যদিগের হিতকারিণী (লাভকারিণী) বাণী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিজ সম্বন্ধী এবং পরকীয় সম্বন্ধীকে বলিতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তুত মন্ত্রের (২৬।২) চারিটি ক্রিয়াই—আবদানি, ভূয়াসম্, সমৃধ্যতাম্, উপনমতু—লোট্ বা লিঙ্ এর ক্রিয়াপদ। 'লোট্ চ' (৩।৩।১৬২) এবং 'আশিষি লিঙ্লোটৌ' (৩।৩।১৭৩) এই পাণিনীয় সূত্র দুইটি হইতে জানা যাইতেছে যে, লোট্ লকার ও লিঙ্লকার আশীর্ব্বাদ বা প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রে ঋষি 'লৌগাক্ষি' পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—'ইমাং বাচম্ আবদানি'—এইরূপ বাণী আমি যেন বলিতে পারি; 'প্রিয়ো দেবানাং ভূয়াসম্'—আমি যেন দেবতাদিগের প্রিয় হইতে পারি; 'অয়ং মে কামঃ সমৃদ্ধতাম্'—আমার এই কামনা যেন পূর্ণ হয়; 'মাম্ অদ উপনমতু'—উক্ত ফল আমার লাভ হউক।—এইরূপ প্রার্থনা আপ্তকাম, সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর অপরের প্রতি কিরূপে করিতে পারেন? তাহার পক্ষে এরূপ প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব।

এই মন্ত্রের পরের মন্ত্রেও (২৬।৩) 'গৃৎসমদ ঋষি' ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো…তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্" অর্থাৎ হে বৃহস্পতে! আপনি আমাতে ঐ চিত্র ধনের আধান করুন অর্থাৎ আমাকে বহুপ্রকার ধন দান করুন। ["অস্মদো দ্বয়োশ্চ" পা ১।২।৫৯ সূত্রবলে এস্থলে একবচনে বহুবচন হইয়াছে।] (২৬।১) মন্ত্রে "সকামান্ অধ্বনঃ কুরু" "সংজ্ঞানমস্তু মেহধুনা" এই পদদ্বয় হইতে এবং (২৬।৩) মন্ত্রে "তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্। উপযাম গৃহীতোঽসি।" এই প্রার্থনা হইতে এবং বর্ত্তমান (২৬।২) মন্ত্রে "ইমাং বাচম্ আবদানি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসম্" "অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্" "মা অদঃ উপনমতু" এই প্রার্থনাগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ণকাম, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা এরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন না, বরং পরমাত্মার নিকট জীব এরূপ প্রার্থনা করিতে পারে।

অতএব, যাহারা ২৬।২ মন্ত্রের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করেন—'দেখ, পরমেশ্বর স্বয়ং বলিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিজের স্ত্রী ও সেবকাদি এবং অতিশূদ্রাদির জন্যও বেদসমূহের প্রকাশ করিয়াছেন।' ইত্যাদি অথবা 'হে মনুষ্যগণ! আমি ঈশ্বর যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিজের স্ত্রী ও সেবকাদি এবং উত্তমলক্ষণযুক্ত অন্ত্যজাদির জন্যও এই সংসারে প্রকাশিত চার বেদরূপ বাণীর উপদেশ করিয়া থাকি, সেইপ্রকার তোমরাও উত্তমরূপে উপদেশ কর।'—তাহাদের ব্যাখ্যা বেদবিরুদ্ধ, স্বকপোলকল্পিত, অনর্থকর ও দূরতঃ ত্যাজ্য। যেহেতু—'পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন' অথবা 'আমি ঈশ্বর' এই শব্দ ঐ মন্ত্রে নাই; 'বেদ সকলের' এই শব্দও ঐ মন্ত্রমধ্যে নাই; 'স্ত্রি-সেবকাদি এবং অতিশূদ্রাদির জন্যও' অথবা 'উত্তমলক্ষণযুক্ত অন্ত্যজাদি' এই শব্দসমূহও উক্ত মন্ত্রান্তর্গত নহে। "স্বায়" শব্দের অর্থ নিজসম্বন্ধী, এবং 'অরণ' শব্দের অর্থ 'অপগতোদক সম্বন্ধ' অর্থাৎ পরসম্বন্ধী—"পরিষণ্ডং হি অরণস্য অরণ অপার্ণো ভবতি" (নিরুক্ত, ৩।২।১)। অতিশূদ্রের এখানে নামগন্ধও নাই। এই মন্ত্রে ঈশ্বরোক্তি অথবা বেদের পঠন-পাঠনের কোনও কথাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধুনিক কালে বহু অব্রাহ্মণপন্থী অথবা আপাপন্থী কিংবা শূদ্রপন্থী সাধুবেষীকে বলিতে শুনা যায় যে, শাস্ত্রেই ত আছে যে, কলিতে শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। হাঁ, এই কথাগুলি শাস্ত্রে আছে বটে। কিন্তু কোন্ প্রকরণে আছে? যেখানে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করিয়া উদর পূরণ করিবে, ব্রাহ্মণ অন্ন বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইবে; পত্নী পতির নিন্দায় মুখরা হইবে, পতিকে তিরস্কার করিবে, শাসন করিবে এবং গোপনে উপপতির সহিত রতি করিবে; সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে, ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ-বিক্রয় বা অন্ন-বিক্রয় যেমন পাপ-কার্য্য, গর্হিত কার্য্য, নিন্দিত কার্য্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য; স্ত্রীর পক্ষে পতি-নিন্দা, পতিকে তিরস্কার বা শাসন এবং গুপ্তভাবে পরপুরুষ-সহবাস যেমন মহাপাপ ও মহানিন্দিত এবং শাস্ত্রগর্হিত অনার্য্যোচিত নরকপ্রদ কার্য্য; সেইরূপ শূদ্রপক্ষেও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করা অথবা ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনান মহাপাপকার্য্য, মহানিন্দিতকার্য্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্য্য, নরকপ্রদকার্য্য। ইহা শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা, সদাচারহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মনোমুখিতা, যাবনিকতা ও পাপাচারের পরিচয়। ইহা শাস্ত্রবিধি নহে—ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য।

আবার বর্ত্তমানে যাহারা গলার জোরে ক্ষত্রিয়, অর্দ্ধক্ষত্রিয় ("Half Warrior Caste") সাজিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাহাদের অনেকের মুখে শুনা যায়—"গাধিপুত্র ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী-মন্ত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা ঋষি"। পরন্তু ইহা সৎশিক্ষা লাভের অভাবের এবং স্বকপোল-কল্পিত উক্তির পরিচয়। লৌকিকভাবে বিচার করিলেও জানা যায়, গাধিনন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা নহেন, কারণ তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির উপনয়নের সময় তাঁহারা গায়ত্রীমন্ত্র কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? অথবা গায়ত্রী ব্যতীতই তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার হইয়াছিল? ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বেও ভারতে গায়ত্রীসাধক বহু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা ঐ গায়ত্রী মন্ত্র কোথায় পাইলেন? বিশেষতঃ গায়ত্রীসিদ্ধ বশিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়াই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভে আকাঙ্ক্ষা হয়, ইহা কে না জানে?

যিনি মাকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়াছেন তিনিই বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই গায়ত্রী-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, "বিশ্বামিত্র" ব্রহ্মারই নাম, তিনি গায়ত্রী-মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এইজন্য বিশ্বজগতের মিত্র, "বিশ্বস্য জগতো মিত্রং প্রজাপতিঃ বিশ্বামিত্রঃ" (যোগি যাজ্ঞবল্ক্যবচন ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত)। সুতরাং "গাধিপুত্র ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রই গায়ত্রী-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি"—যাহারা এই কথা বলেন, তাহারা ভ্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানমূঢ়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকার্য্যের জন্য বেদগানে নিরত হয়েন, তখন মাতা প্রণব-ব্যাহৃতি-বিভূষিতা হইয়া তাঁহার বদনকমল হইতে আবির্ভূতা হ'ন—ইহা মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

(১) গায়তো মুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্॥

(নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ছন্দঃপ্রকরণ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) তপসা সুসমৃদ্ধস্য আদিসর্গাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
ওঁকারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ॥
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন)।

(৩) সর্ব্বেষামেব বেদানাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণো মুখাৎ॥
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত ছন্দোগ্যপরিশিষ্টবচন)।

(৪) অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ মদুদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ॥
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত মনুবচন)।

পূর্ব্ববঙ্গে একটা কথা আছে "যত দেখি কালা কালা, সবই আমার বাপের শ্যালা"।—এখানেও "বিশ্বামিত্র" নাম দেখিয়াই গাধিনন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকৌতুকে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, পূর্ব্বাপর অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষার আবশ্যকতা নাই,—বলিলেই হইল, লিখিলেই হইল!

এখানে শেষ বক্তব্য এই যে, (১) কাহারও নিকট হইতে অথবা কোন পুস্তকালয় হইতে বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ চাহিয়া নিয়া অথবা কিনিয়া পড়িলেই সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে 'বেদপাঠ' বা 'শাস্ত্রপাঠ' হয় না; (২) স্ত্রী, শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ঐভাবে বেদাদি পড়িলেই তাহা দ্বারা তাহারা বেদাধিকারী হইয়া যায় না এবং বেদপাঠের ফলও পায় না। এই কারণে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সামর্থ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি, শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্য অপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্য অধ্যয়ন-নিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।৩।৩৪)।

ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে—"উতত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিপূর্ব্বক শ্রীগুরু সমীপে অধ্যয়ন করে, তাহার নিকটই ব্রহ্মবিদ্যা নিজস্বরূপ প্রকট করেন। স্কুল কলেজের সুটেড্ বুটেড্, আহার বিহারে সংযম-বর্জিত ও সংযম-বর্জিতা, শাস্ত্রাচার-রহিত ও শাস্ত্রাচার-রহিতা, বাক্যে ও ব্যবহারে উদ্ধত ও উদ্ধতা ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার প্রকট হইবার আশা কোথায় ? 'সকলেই বেদ পড়িতে পারে'—এই চিৎকারমাত্রেই বেদে অধিকারিতা সিদ্ধ হইয়া যায় না। প্রত্যুত "ত্রীণি যস্যাবদাতানি যোনির্বিদ্যা চ কর্ম্ম চ" এই শাস্ত্রবচন অনুসারে যে 'দ্বিজের' জন্ম, কর্ম্ম এবং সংস্কার এই তিনটি যথাশাস্ত্র, তিনিই বেদপাঠের অধিকারী।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার পথে মহাত্মা শিহ্লনাচার্য্য

(শ্রীভারতী, মাঘ ও ফাল্গুন—১৩৪৭)

পারমার্থিক বা ঐহিক, অভিলষিত যে কোন বস্তু পাওয়ার জন্য মনে যে একাগ্রভাব চেষ্টা, তাহার নাম 'সাধনা'। আমি যে সাধনার ভাব ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তাহা পারমার্থিক অর্থেই বিবক্ষিত। সাধকের শক্তি সামর্থ্যের অবস্থা অনুসারে সাধনার প্রণালী বহুবিধ। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে তাহার পথ দুইটি মাত্র। একটি জ্ঞানপথ—অন্যটি কর্মপথ। অখিল কর্মের অন্তিম গতি, চরমে জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি হয়। আচার্য শিহ্লন জ্ঞান-পথাবলম্বী। তিনি যে পথে যে ভাবে চলিয়া সাধনার পথে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তত্ত্ববিচারের ফল বই আর কিছু নহে। সাধনার ভাবটি অন্যের হৃদয়ে সংক্রমণ করিয়া দেওয়া সকল স্থলেই সুসাধ্য নহে। আচার্য শিহ্লনের সাধন-প্রণালীর ভাব বুঝিতে পারিলে, অপরসাধারণও তাহার অনুকরণ করিয়া, সর্বতোভাবে না হউক কিয়ৎপরিমাণে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন; এইজন্যই এই প্রস্তাব-প্রারম্ভে তত্ত্বদর্শী শিহ্লনের পবিত্র নাম করা হইয়াছে।

আচার্য শিহ্লন সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ববিচার দ্বারা কালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রে আছে—

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবিধ দুঃখ কি কি ?

১। আধ্যাত্মিক, ২। আধিভৌতিক, ৩। আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক দুঃখ কাহাকে বলে ? শরীর-জাত যে দুঃখ, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। তাহা দুই প্রকার,—শারীরিক ও মানসিক।

বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্য ঘটিয়া যে সকল রোগোৎপত্তি হয়, তাহার নাম শারীরিক দুঃখ। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়াদি-জনিত যে সকল দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহার নাম মানসিক দুঃখ।

ভূতাদি সম্বন্ধিনী যে সকল দুঃখের আগম হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ। যেমন—মনুষ্য, পশু, জল, অগ্নি হইতে আগত দুঃখ।

যক্ষ, রাক্ষস ও দেবতাদিগের নিকট হইতে আগত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ।

এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি বিবেক-জ্ঞান দ্বারা হয়। বিবেক-জ্ঞান কাহাকে বলে ? প্রকৃতির কার্য—বুদ্ধ্যাদি হইতে পুরুষ বা আত্মার যে বিশিষ্ট (স্বতন্ত্র) জ্ঞান, তাহার নাম বিবেক-জ্ঞান। এই বিবেক-জ্ঞান কি, তাহাই প্রদর্শনের জন্য সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্তনা।

সাংখ্যশাস্ত্রমতে তত্ত্বসংখ্যা পঞ্চবিংশতি। যথা—

১। পুরুষ (চেতন)

১। মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ততত্ত্ব

১। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি

১। অহঙ্কার

৫। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—(এই পঞ্চতন্মাত্র)

৫। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—(এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা—(এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়)

১। মন

৫। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি (এই পঞ্চমহাভূত)

এখানে চেতন হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বসংখ্যা ২৫টি দেখান গেল। চেতনকে দেখাইবার উপায় নাই বলিয়া, তাহাকে বাদ রাখিয়া তত্ত্ব সংখ্যা চতুর্বিংশতি (২৪)। 'প্রকৃতি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষিতি'-তত্ত্ব পর্যন্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, জড়বর্গা। পুরুষ চেতন।

মূল প্রকৃতি কাহারও বিকার নহে। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। যে প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। এজন্য শ্রীগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"—প্রকৃতি এবং পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিও।

ঐ উপরের নির্দেশিত মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই সাতটি তত্ত্ব, প্রকৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ অর্থাৎ ইহারা কোন কোন তত্ত্বের প্রকৃতি, এবং কোন কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এজন্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্বের প্রকৃতি। এবম্প্রকারে, অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, অহঙ্কার-তত্ত্বটি হইতেছে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। আবার পঞ্চতন্মাত্রও ঐরূপে অহঙ্কার-তত্ত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকৃতি। ঐ অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার-তত্ত্বটি পঞ্চমহাভূতের প্রকৃতি। পঞ্চমহাভূত এবং (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক নহে। এজন্য উহারা কাহারও প্রকৃতি নহে,—উহারা পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঐ ঐ তত্ত্বের বিকৃতি। অতএব বলিতে পারা যায় যে, পঞ্চমহাভূত ও উপরে বর্ণিত একাদশ ইন্দ্রিয়—ইহারা কেবল বিকৃতি। কাহার বিকৃতি?—অহঙ্কার-তত্ত্বের। পুরুষ কিন্তু অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। এখানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ কারণ। আর বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য। তবে পুরুষ কি?—ইহা কূটস্থ।

"কূটবৎ নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে"—পঞ্চদশী।

অর্থাৎ জন্য বা নিমিত্তধর্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ; এজন্য কারণ নহে। নিত্য—সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত; সুতরাং কার্যও নহে। এজন্য পুরুষকে বলা হইয়াছে—অনুভয়াত্মক।

অতি বিস্তৃতির ভয়ে, সাংখ্যতত্ত্বের স্থূল তাৎপর্যমাত্র এখানে বিবৃত হইল। এতদ্দ্বারা আচার্য শিহ্লনের সাধন পথটি বুঝিবার সহায়তা হইবে।

আচার্য শিহ্লন প্রথমেই তত্ত্ব-বিচারের পথে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই তন্মাত্রপঞ্চকের দ্বাররূপে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। যথা,—চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা, ঘ্রানেন্দ্রিয় বা নাসিকা, স্পর্শেন্দ্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ত্বক্, শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ। মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ আমাদের এই পাঁচ পাঁচটি ইন্দ্রিয় একাধারে রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা বাঁচিয়া আছি কিরূপে? একথা তাঁহার মনে উঠিল কেন? তিনি দেখিলেন যে,—একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রূপান্ধ হইয়া পতঙ্গগুলি প্রজ্বলিত পাবকে আপনাদিগকে আহ্লাদের সহিত আহুতি দিতেছে। রসনেন্দ্রিয়ের লোভে মজিয়া মৎস্যগুলি বড়িশ-বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, মক্ষিকাগুলি মধুগন্ধে বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া মধুর ভাণ্ডে পড়িয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বন্য হস্তী যে মনের সুখে স্বচ্ছন্দে বনে বিচরণ করিতেছিল, সে পোষিতা করিণীর সংস্পর্শ-জনিত সুখে বিভোর হইয়া পায়ে ফাঁদ জড়াইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। কুরঙ্গগণ সুমধুর বংশীধ্বনিতে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ব্যাধের সন্মুখীন হইয়া প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। পতঙ্গ রূপতৃষ্ণায়, মৎস্য রসনার লোভে, মক্ষিকা মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, বন্যহস্তী ক্ষণিক স্পর্শসুখে উন্মত্ত হইয়া, কুরঙ্গগণ সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে ;—ইহারা সকলেই এক একটি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে ;—কিন্তু মানুষ আমি, আমার ত এই একাধারেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমাবেশ! তবে আমি বাঁচিয়া আছি কিরূপে?

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-ভৃঙ্গ-পতঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী, স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

এই দেহের মধ্যে এতগুলি ইন্দ্রিয় শত্রুরূপে আমাকে ঘেরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে। এই শ্বাপদসঙ্কুল দেহারণ্যে আমি বাঁচিয়া আছি কিরূপে? বস্তুতঃ একথা সত্য যে, আচার্য শিহ্লন পারমার্থিক তত্ত্ব-বিচারের পথে যতটা অগ্রসর হইয়া—ইন্দ্রিয়ের এইরূপ দোষ দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, আমরাও তত্ত্ববিচারের পথে ততদূর অগ্রসর হইতে না পারিলে, কিছুতেই আচার্য শিহ্লনের এরূপ ভীতি-বিহ্বলতার রহস্যভেদ করিতে পারিব না। ইহা দ্বারা পরিষ্কার উপলব্ধ হইতেছে যে, সাধনপথে কতটা অগ্রসর হইলে পর, তবে, বিষয়ের দোষ দর্শনে সামর্থ্যলাভ হয়। বস্তুতঃ সাধন-উদ্ভূত বিচার ব্যতীত, আর কোন উপায়েই বিষয়ের প্রকৃত দোষদর্শনে অধিকার জন্মে না।

একদা আচার্য শিহ্লন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নর্মদা তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া একান্তে উপবিষ্ট আছেন,—মৃদুমন্দ পবনসঞ্চালনে বৃক্ষপত্রাদি ঈষৎ কম্পিত হওয়ায়, নির্জনতার মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব শ্রুতিসুখকর ধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ তিনি এই ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু কোথা হইতে যে এই ধ্বনির উদ্ভব হইতেছে, তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমশঃ মনের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায়, গাত্রোত্থান করিয়া নর্মদার সৈকতদেশের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, একটি নরকঙ্কাল হইতে থাকিয়া থাকিয়া অস্ফুট বংশীধ্বনির ন্যায় মাঝে মাঝে এই শব্দ হইতেছে। তখন আচার্যের মন ঐদিকে আকৃষ্ট হইল,—বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে জানিতে পারিলেন যে, ঐ অস্থি-কঙ্কালের শীর্ষদেশে যে মস্তকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলিটি রহিয়াছে, তাহার ভিতরে মৃদুল গতিতে মাঝে মাঝে বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে এই শব্দ বাহির হইতেছে। তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন, এবং উপর্যুপরি এই কথাগুলি তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল, হায়, এই শরীরের এই পরিণাম! যে শরীরকে সুগন্ধি তৈলাদি ম্রক্ষণ করিয়া নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, স্নেহময় সুখাদ্য সুপেয় বস্তু আহার করাইয়া আমরা সযত্নে পোষণ করি,—সেই দেহের পরিণাম এই? একদিন যে দন্তপংক্তি মুক্তামালাকে বিদ্রূপ করিত, যে পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠ হইতে বাক্যামৃত ক্ষরিত হইয়া চারিদিক শান্তিরসে অভিষিক্ত করিত, আজ তাহা কোথায়? যে ইন্দীবর নয়নের বিলোল কটাক্ষে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব খসিয়া পড়িত, যে বঙ্কিম ভ্রূযুগলের মোহন ভঙ্গিমায় অতুলনীয় রূপের হাট বসিত, আগুল্‌ফ-লম্বিত কৃষ্ণকুন্তলরাশি যাহার পশ্চাতে থাকিয়া নবনীরদকোলে দামিনীর ন্যায় মনোহর বরবপুর উজ্জ্বল বিভায় দশদিক আলোকিত হইত,—সেই দেহের কি শেষগতি এই? ঈষৎ অলক্তরাগরঞ্জিত গণ্ডস্থল, শিরীষ কুসুমসম কপোলদেশ, সুকোমল বাহুবল্লরীদ্বয়, চম্পক-কলিকা-বিনিন্দিত অঙ্গুলীগুলি আজ কোথায়? কোথায় সেই অমৃতস্রাবী রসনা? কোথায় তিলফুল-বিনিন্দিত নাসিকা? কোথায় সেই কমনীয় বরবপু? কোথায় সেই বসন-ভূষণ, কোথার সেই মণি-কাঞ্চন? হায়! মানুষ তবে গর্ব করে কি লইয়া?—এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহের মধ্যে আমার তবে কি আছে? মাতা-পিতা হইতে এই ভৌতিক দেহ পাইয়াছি, ভৌতিক এই দেহ অন্তিমে এইখানেই রহিয়া যাইবে,—মরজগতের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে এই দেহ-পিঞ্জর পাইয়াছি, আসন্নকালে এই পিঞ্জরের খোলা দরজা দিয়া আমি বাহির হইয়া যাইব, এখানকার পিঞ্জর এখানেই পড়িয়া থাকিবে। পিঞ্জর এক জিনিষ, পাখী আর এক জিনিষ। পিঞ্জর অচেতন, পাখী চেতন। পিঞ্জর সোণার হউক বা লোহার হউক, পাখীর তাহাতে সুখ কোথায়? পাখী বিমান-বিহারী; সোণার বা রূপার অথবা মুক্তা-খচিত খাঁচায় থাকিতে চায় না। কেন না পিঞ্জরটা হইতেছে জেলখানার মত অবরুদ্ধ থাকার স্থান। আমাদের দেহটা ঠিক পিঞ্জরের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকার স্থান বিশেষ। আমি তবে, পিঞ্জর-রূপ এই দেহের সুখে, দেহের দুঃখে দোলায়মান হই কেন? বুঝিলাম, এই দেহ আমি নহি, আমি এই দেহ ছাড়া অন্য কোন বস্তু। খাঁচায় যেমন পাখী থাকে,—তেমন এই দেহের মধ্যে আমি আছি।

সাধক দেখিবেন,—কিরূপ সরল ও সহজ বিচার অবলম্বনে আচার্য শিহ্লন দেহাত্মবুদ্ধির উচ্ছেদ সাধন করিতেছেন। সাধক মাত্রেরই এভাবে তত্ত্ববুদ্ধির সমাশ্রয়ে সাধনা করা চাই। কেবল সাধনার কৌশল প্রদর্শন জন্যই আমরা আজ আচার্য শিহ্লনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।

একদিন আচার্য শিহ্লন, কোন পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন,—দেখিলেন, একটি যুবতী উদূখল মুষলের সাহায্যে গমের তূষ ছাড়াইতেছে,—তাহার দুই হাতে দুই গাছি করিয়া চুড়ি ছিল, যখনই সে উদূখলের উপর মুষলের ঘা দেয়, তখনই ঝন-ঝন শব্দ হইতে থাকে—এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছিল। তখন বালা আচার্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিবামাত্র দুই হাত হইতে দুই গাছি চুড়ি খসাইয়া ভূমিতে রাখিয়া দিল এবং পুনরায় মুষল হস্তে লইয়া ধান কুটিতে লাগিল। আচার্য দেখিলেন, তখন আর চুড়ির শব্দ নাই। কারণ, তখন দুই হাতে দুই গাছি মাত্র চুড়ি ছিল। বালার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করিয়া আচার্য ঐ বালার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, মা আমার, আজ তোর নিকট হইতে এই শিক্ষা পাইলাম যে,— একাকী থাকাই পরম শান্তি। চুড়ি যখন দুই গাছা করিয়া এক এক হাতে ছিল, তখন একটার সহিত আর একটার সংঘর্ষে পরস্পর ঝন-ঝন শব্দ হইতেছিল,—এখন এক হাতে একগাছা এবং ঐ অন্য হাতে আর একগাছা মাত্র চুড়ি রহিয়াছে,—অপর চুড়ির সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা রহিত হওয়ায়, হস্তস্থিত দুই গাছা চুড়িই এখন নীরব হইয়াছে। আশীর্বাদ কর্ মা,—আমি যেন নিভৃতে, নির্জনে, একাকী থাকিতে অভ্যস্ত হই। আসিয়াছি একা—যাইবার কালে চলিয়া যাইব একা,—কেবল মধ্যবর্তী কালটুকু আর জনসংসর্গে থাকিয়া কাজ কি?

পাঠক দেখিবেন,—জন-সংসর্গে যে বিতৃষ্ণার ভাব, তাহা জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণ বিশেষ।

আচার্য শিহ্লন তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পানেচ্ছায় এক সরোবরের তীরে সমাসীন রহিয়াছেন, তিনি যে পারে উপবিষ্ট, সেই পারে অবতরণিকা ছিল না। এজন্য জল তুলিয়া লইবার সুবিধা ছিল না। সরোবরের তীরে তীরে প্রদক্ষিণ করিয়া অপর তীরে গমন করিলে যে সোপানশ্রেণী রহিয়াছে, তদ্দারা জলাশয়ে অবতরণ করিবার সুবিধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, এই ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন,—একটা মৎস্যরঙ্ক পাখী একটা মাছ শিকার করিল। তাহা কাড়িয়া খাইবার জন্য শ্যেন পাখী তাহার পিছু লাগিল। মৎস্যরঙ্ক উড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে সরোবরের সীমানা ছাড়িয়া গেল না, ঐ সরোবরের মধ্যে থাকিয়াই চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল, মহালোভী শ্যেনও তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িতে উড়িতে মৎস্যরঙ্ককে ক্লান্ত করিয়া ফেলিল; অবশেষে মৎস্যরঙ্ক মাছ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইল, শ্যেনও মৎস্যরঙ্ককে ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখ-ভ্রষ্ট মৎস্য ছো মারিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনাদৃষ্টে আচার্য শিহ্লন মৎস্যরঙ্কের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "এই নশ্বর সংসারে যাহারা পরকীয় মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য সতত উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমার মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিয়া যেন তোরই মত নিঃশঙ্ক হইতে পারি, অশৈশব পোষিত শিক্ষা আমাকে কদাচ পথভ্রষ্ট করিতে না পারে। রে মৎস্যরঙ্ক, তোর কাছে আজ যে শিক্ষা পাইলাম,—সেই শিক্ষার মূলে ত্যাগই যে পরমশান্তি, ইহাই পুনঃ পুনঃ আমার মনে জাগিতেছে।" "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।" ত্যাগ দ্বারা যে শান্তিলাভ হয়, সে শান্তির তুলনা জগতে নাই। "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" আমি কতদিনে তেমনভাবে ত্যাগনিষ্ঠ হইব? আমি কতদিনে তোর ন্যায় নিঃশঙ্ক হইতে পারিব?

তুষারমণ্ডিত পার্বত্য পথ ধরিয়া একদা শিহ্লনাচার্য গমন করিতে করিতে দেখিলেন, অতিমাত্র বরফপাতে আড়ষ্ট হইয়া একটি বিষধর কৃষ্ণ সর্প অতীব মন্থর গতিতে চলিয়াছে। দিবালোকে তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাইয়া কাক, ভিঙ্গা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী পুনঃ পুনঃ চঞ্চুর আঘাতে সর্পকে বড় বিরক্ত করিতেছে। কিন্তু সর্পের শক্তি নাই যে দ্রুত গমনে কোন নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইয়া কোনরকমে আত্মরক্ষা করে। এদিকে পক্ষীগুলির চঞ্চুর পুনঃ পুনঃ আঘাতে সর্পের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। আচার্য এতদ্দর্শনে কিয়ৎকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; ইতিমধ্যে বেশ রৌদ্র উঠিল, সর্পও সর্বাপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ সবল হইল বলিয়া বুঝা গেল; তখন সে পূর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিল। আচার্যও তৎপশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন; এইরূপে পাদোদর অনেকদূর গমন করিয়া একটি মূষিকের গর্তে প্রবেশ করিল। আচার্য সর্পকে নিরাপদস্থানে আশ্রয় লইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তখনও আচার্যের গন্তব্যস্থান বহুদূরে অবস্থিত ছিল;—তিনি গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিতে চলিতে সহসা বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল,—এই যে সর্প, ইহারও নিয়ত কোন বাসস্থান নাই এবং স্বয়ং মাটি খুঁড়িয়া অন্যান্য জীবের ন্যায় বাসস্থান তৈয়ার করার সামর্থ্যও নাই, তথাপি সে কেমন সুন্দর আশ্রয় পাইল। মানুষ আমি, আমি ঘর বাঁধিতে পারি, পাহাড় খুঁড়িয়া গহ্বর তৈয়ার করিতে পারি;—তেমন ঘরে ও গহ্বরে নিয়ত বাস করিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা হইতে, শত্রু ও হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। অথচ সেই সকল বাসস্থান চিরদিন আমাদের থাকে না। যাহা চিরদিন আমাদের থাকে না, থাকিবে না,—তেমন গৃহাদি ও গহ্বরে আমার প্রয়োজন কি? আমিও এই নিঃসহায় পাদোদরের ন্যায় অনিকেত হইব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাস করিব,—নির্দিষ্ট বাসস্থান আর রাখিব না। এই নশ্বর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের জন্য মমতা হইলে—উহা ছাড়িয়া দিতে, প্রাণে টান লাগিবে। এই পৃথিবী হইতে প্রাণের টান যত কমিয়া আইসে, ততই মঙ্গল। এইরূপ বিচার অবলম্বনে তিনি সর্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অনিকেত হইয়াছিলেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, বট এবং ডুমুরের পক্ক বীজ ঐ সকল গাছের তলায় পড়িয়া চাড়া হয় না। যদি বট ও ডুমুরের বীজ তলায় পড়িয়া চাড়া হইত, তাহা হইলে বট ও ডুমুরের গাছে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান ছাইয়া যাইত। আচার্য শিহ্লন, পথশ্রমে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। কিয়ৎকাল বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে একটি সুপক্ক বটের ফল, তাঁহার গাত্রোপরি পতিত হইল। ফলটি কুড়াইয়া লইলেন, ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, তাহার ভিতর অসংখ্য বীজ রহিয়াছে। ঐ বীজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা কাক আচার্যের গাত্রোপরি মলত্যাগ করিল। দেখিলেন, ঐ মলের মধ্যেও অসংখ্য বটের বীজ রহিয়াছে ;—আচার্যের হস্তস্থিত দ্বিখণ্ডিত বটফলের বীজগুলিতে, তাহার আশ্রয়দাতা বটগাছের অনুরূপ গাছ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কাকের পরিত্যক্ত পুরীষ মধ্যে যে বটের বীজ রহিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বটগাছসকল দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে কতকগুলি রাখাল বালক ঐস্থানে আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা একজন উদাসীনকে ঐরূপভাবে একান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া, সকলে যাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল এবং কহিল—ভগবন্! আপনি এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছেন? রাখাল বালকগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও আচার্য কোনও উত্তর করিলেন না। আচার্য তখন সমাধি-দশায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পর সমাধি ভঙ্গ হইলে, বহির্বিষয়ক জ্ঞান পাইয়া দেখিলেন, কতকগুলি বালক তাঁহার কাছে উপবিষ্ট আছে; অবশ্যই বালকেরা বালকসুলভ চপলতার আশ্রয় লইয়া ইত্যগ্রে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিয়া থাকিবে,—এই বিবেচনায় বালকদিগকে কহিলেন—বাছাগণ, তোমরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তখন বালকের দল করযোড়ে কহিল,—আপনি এখানে একাকী কেন বসিয়া আছেন? কি করিতেছেন? আচার্য কহিলেন,—কই আমি ত একাকী নই, ঐ দেখ গাছের উপর কত পাখী আর আমি। এখন আবার তোমরা আসিয়াছ, কই? আমি ত একাকী রহি নাই। তারপর আমি কি করিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বলি শুন,—দেখ, এই বটফলটার মধ্যে কতকগুলি বীজ রহিয়াছে, আর এই দেখ আমার গাত্রোপরি কাকের বিষ্ঠার মধ্যে কতকগুলি বট-বীজ রহিয়াছে। তোমরা কি এই বীজগুলি দেখিতে পাইতেছ? আচ্ছা বল ত, এই খণ্ডিত বট-বীজগুলিতে ও কাক-বিষ্ঠারূপে পরিণত বীজগুলিতে কোন তফাৎ আছে? কোন কোন বালক উত্তর করিল, নাই,—কোন কোন বালক বলিল, আছে। যাহারা ঐ দ্বিবিধ বীজের মধ্যে তফাৎ আছে বলিল, আচার্য তাহাদিগকে বলিলেন, কি তফাৎ আছে বুঝাইয়া দিতে পার? বালকেরা হাসিতে হাসিতে বলিল, ঐ খণ্ডিত বটফলের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহিত বীজগুলিতে চাড়া হইবে না, আর কাকবিষ্ঠারূপে পরিণত বীজগুলিতে চাড়া উদ্গত হইবে। আচার্য অমনি বালকগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—তোমরা আমার গুরু। দেখ, আমিও ইহা ভাবিতে ভাবিতে সমাধি-মগ্ন হইয়া দেখিলাম যে, আমার সিদ্ধান্তও তোমাদেরই বাক্যানুরূপ। ইহার মধ্যে আরও কথা আছে শুন। এই বলিয়া বালকগণের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, তোমরা বড় বুদ্ধিমান্ ছেলে—দেখ, আমরা দিন রাত হক না হক, যেমন যেমন মনে হয় কতকগুলি কর্ম করিয়া যাই। ঐরূপ কর্মের সকলটাই ফলপ্রদান করে না এবং ঐরূপ কর্মে জীবের বন্ধন ঘটে না, যেমন এই খণ্ডিত বটের ফল-মধ্যস্থিত বীজগুলির অঙ্কুর উদ্গত হইবে না। যে সকল কর্ম আমরা মন দিয়া, আগ্রহের সহিত, বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে, কোনও বিশেষ আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া সমাধা করি, সেই সেই কর্মের ফল উৎপন্ন হয়,—যেমন কাকবিষ্ঠা-মধ্যস্থ বটের বীজগুলি। ইহা পক্ষিগণের জঠরাগ্নিতে পাক হইয়া তবে অঙ্কুর উদ্গমের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। বাছাসকল, তোদের কাছে আজ আমি এই তত্ত্ব শিখিলাম, তোরা আমার গুরু—এই বলিয়া পুনরায় বালকগণকে প্রণাম করিয়া আচার্য তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহৎ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা বড় সরল। সরলতা সত্যের আংশিক স্ফুরণ মাত্র। যেখানে সত্য, সেইখানেই সরলতা; যেখানে ঋজুতা, সেখানেই অসত্য। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা সত্য নিষ্কাষণ করিতে পারেন। অসরল লোকদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যের প্রতি আদর নাই, এজন্য তাহারা সত্য জিনিষ কি, তাহার সন্ধান করিতে পারে না।

নিবিড় অরণ্য-প্রদেশে এক ব্যাধ পক্ষী শিকার করিবার জন্য সাতনলা নামক পক্ষী শিকারের একরূপ যন্ত্র লইয়া ঊর্ধ্বমুখে বৃক্ষাদির শিরোভাগে পক্ষীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় আচার্য শিহ্লন ঐস্থান দিয়া গমন করিতে করিতে এই ঘটনা দেখিতে পাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন, একটি পাখী কোনও উচ্চবৃক্ষের শিরোদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া, পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক রৌদ্রে গাত্র শুষ্ক করিতেছে। ব্যাধ ঐ পক্ষিটিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে হনন করার মানসে ঐ বৃক্ষের নিম্নভাগে যাইয়া ক্রমশঃ সাতনলা ঊর্ধ্বদিকে চালাইয়া দিতেছিল। এক ব্যাঘ্র, ব্যাধকে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া, বধ করিবার আশায়, ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে অপেক্ষা করিতেছে। আচার্য এই ঘটনা দেখিয়া ২।৩ বার হাততালি দিলেন, উদ্দেশ্য যে,—পাখীটি উড়িয়া যাউক এবং ব্যাধও সাবধান হউক,—কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। পাখী ত উড়িয়া গেলই না,—ব্যাধও তাহার লক্ষ্য হইতে দৃষ্টিকে প্রত্যাহরণ করিল না। আচার্য তদ্দর্শনে ব্যাধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—রে নিষাদ, আমি যেন তোরই মত কদাচ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। আর অধিক বিলম্ব নাই,—ব্যাঘ্র এখনই তোকে নখর দংষ্ট্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবে,—তৎপ্রতি তোর কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই,—আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা নাই, ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে সেই লক্ষীভূত পক্ষীর উপর তোর দৃষ্টি সংবদ্ধ রহিয়াছে;—আমিও যেন, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কোনদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রুক্ষেপ না করিয়া যেন তন্ময় ভাবে আমার লক্ষীভূত বিষয়ে দৃষ্টিকে সংবদ্ধ ও মনকে সংযত রাখিতে সমর্থ হই। আমাকে এই আশীর্বাদ কর। এই বলিয়া দ্রুতগতিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তত্ত্বদর্শী শিহ্লনাচার্য কিরূপে তাঁহার অভীষ্টসাধন পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদীয় জীবনের কয়েকটি ব্যবহার দ্বারা তাহার আভাস মাত্র দেওয়া গেল। বুদ্ধিমান পাঠক দেখিবেন যে, গৃহস্থ বিষয়ীরা যে বস্তু যে ভাবে দেখেন, তাত্ত্বিক পুরুষেরা সে বস্তুকে সেভাবে দেখেন না। তাহা হইতে তাঁহারা একটা অভিনব সত্য নিষ্কাষণ করিয়া লয়েন। তাত্ত্বিকদিগের সাধন-পথের ইহাই বিশিষ্টতা।

তত্ত্ববুদ্ধির উদয় হইলে, অথবা পারমার্থিক দৃষ্টি খুলিয়া গেলে, জাগতিক দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে একটি বাছনি আরম্ভ হয়,—সাধনার ইহাই প্রথম সোপান। তখন নেতি নেতিরূপে,—অর্থাৎ ওটা সত্য নয়, এটা সত্য নয়, এরূপভাবে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা, নিরন্তর তাহার বিচার চলিতে থাকে। এইরূপ বিচারের ভাব ক্রমশঃ দৃঢ় হইলে, সাধনার দ্বিতীয় সোপানের কার্য আরম্ভ হয়। তখনকার অবস্থা হয়, কেবল ত্যাগ। বিষয় মাত্রের সম্ভোগ ও সংস্পর্শের দ্বারা এতদিন যাহা সুখ মনে করা গিয়াছিল,—বিচারের ফলে দেখা যায়, তাহা কেবলই দুঃখ,—অনন্ত দুঃখ। এইরূপে যাহা দুঃখকর বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে থাকে, ততই বিষয় তৃষ্ণা ত্যাগ হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ ত্যাগের চরমস্থান সাধনার তৃতীয় সোপান আরম্ভের মুখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় সোপানের অবস্থা লিখিয়া বা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। উহা মূকের মধু আস্বাদনবৎ। কারণ, যে বস্তু কেবল উপভোগ করিয়া বুঝিতে হয়, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে ত্যাগের ফল যে চরমে শান্তি,—ইহা বলা যায়; কিন্তু সেই শান্তি কেমন, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই,—উহা স্বয়ং অনুভবগম্য।

সাধনার ক্রম বা পদ্ধতি দেখাইয়া দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কিভাবে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, কিরূপ বিচার, কিরূপ বিষয়ের দোষদর্শন-দৃষ্টি থাকিলে, সাধন দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর সিদ্ধিলাভ ঘটে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্য মহাত্মা শিহ্লনাচার্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনামাত্র আলোচিত হইল। তত্ত্বার্থী সাধক, এতদ্দ্বারা অতি সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়া তদ্বৎ অনুশীলনে যত্নপর হইলে নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন।

সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষয়িক কোনও বিপদ-আপদ উপস্থিত হইলে, আমরা সেই সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একাগ্রমনে তাহার প্রতিকারোপায় নির্ধারণ জন্য গাঢ় চিন্তামগ্ন হই, এবং তাহার ফলে, সকল স্থলেই না হউক, প্রায় অনেক স্থলে, ঐরূপ প্রগাঢ় চিন্তার দ্বারা আমরা বিপদ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, উপস্থিত বিপদের প্রতিকার করিতে সমর্থ হই। যখন ক্ষণিক বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় উদ্ভাবনের সামর্থ্য আমাদের আছে, তখন পারমার্থিক স্থায়ী বিপদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত হইতে চিরদিনের জন্য বিমুক্তিলাভ করিবার যোগ্যতা যে আমাদের নাই, এরূপ মনে করা সমীচীন নহে।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

—কঠোপনিষৎ, প্রথম অধ্যায় ৩।৯

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিযুগে তন্ত্রমতেও মদ্য-মাংসাদি দ্বারা সাধনা নিষিদ্ধ

["সিদ্ধান্ত"—বর্ষ ৯, অঙ্ক ৪৩, ৪৪ ; (১৫ ও ২২।২।১৯৪৯)]

হিংসামাত্রই অনর্থ অর্থাৎ পাপজনক নহে, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসা পাপজনক অর্থাৎ অনর্থফলক। এই কারণে 'মনুসংহিতা-ভাষ্যে' মেধাতিথি বলিয়াছেন—"ন হিংসাত্বং পাপহেতুত্বে কারণম্ অপিতু প্রতিষেধেন বিষয়ীকরণম্" অর্থাৎ হিংসাত্বই পাপ জন্মাইবার হেতু নহে, কিন্তু নিষিদ্ধত্বই পাপজনক, যেহেতু নিষিদ্ধের অনুষ্ঠানই পাপের হেতু হইয়া থাকে—যাহার ফলে নরকাদি অনর্থ ভুগিতে হয়। ইহার রহস্য এই যে,—শাস্ত্রীয় বিধির কার্য্য প্রবৃত্তির উৎপাদন। সুতরাং যে বিষয়ে পুরুষের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে বিধি বিফল, যেহেতু বিধি বিনাই তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়। স্বর্গাদি ফল মনোরম হওয়াতে স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য পুরুষের প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। এই হেতু ফল বিধেয় নহে অর্থাৎ বিধির প্রতিপাদ্য নহে অর্থাৎ বিধিজনিত প্রবর্ত্তনার বিষয় নহে। "যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণা অবিভক্তত্বাৎ" (মীমাংসা-দর্শন, ৪।১।২) এই সূত্রে এইই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্বর্গ প্রভৃতি ফলরূপে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্বর্গাদি-ফল বিধেয় অথবা বিধেয় নহে, এরূপ সংশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, ফলও বিধেয় হইবে, যেহেতু করণ ও ইতিকর্ত্তব্যতার সমান ফলও সাধ্যাংশ, অতএব উহা ভাবনার অংশবিশেষ। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, "যস্মিন্ প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সা অর্থলক্ষণা" অর্থাৎ পুরুষের তৃপ্তির হেতু স্বর্গাদি-ফল বিধেয় হইতে পারে না, কারণ তাহাতে অর্থতঃ অর্থাৎ রাগতঃ অথবা স্বভাবতঃই পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহাতে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়, তাহা বিধেয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহা ত অপ্রাপ্ত নহে, কিন্তু তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ প্রাপ্ত। এই কারণে ন্যায়মালাকার বলিয়াছেন—"ন ভাব্যাংশো বিধেয়ঃ স্যাৎ রাগাৎ তত্র প্রবর্ত্তনাৎ" অর্থাৎ আর্থী ভাবনার সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা এই তিন অংশে করণ ও ইতিকর্ত্তব্যতা-অংশই বিধেয়, যেহেতু উহা ক্লিষ্ট (কষ্টকর) হওয়াতে উহাতে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না আর উহার যে ভাবাংশ অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলরূপ সাধ্যাংশ, তাহা বিধেয় হইতে পারে না, কারণ উহাতে সুন্দরতার বোধ থাকাতে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা বিধেয় নহে, তাহাতে নিষেধ থাকিলে পর, তাহা কেবল নিষেধেরই বিষয় হওয়াতে অনর্থজনকই হইয়া থাকে, কারণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তুর অনর্থজনকতা লৌকিক প্রমাণে অবগত হওয়া অসম্ভব হওয়ার দরুণই শ্রুতি নিষেধবাক্য দ্বারা ইহাই বোধিত করিতেছেন যে, ইহা করিলে অনর্থ হইবে অর্থাৎ ইহা করিলে এরূপ কিছু হইবে, যাহা পুরুষের অর্থ (অভিলষিত) নহে, কিন্তু উহা অনিষ্ট অর্থাৎ বিদ্বেষেরই বিষয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যেনবিধিতে বিধেয় শ্যেনযাগের ফল শত্রুবধ আর সেই শত্রুবধ ফলরূপ হওয়াতে বিধেয় নহে। পরন্তু "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এই শ্রুতিবচন দ্বারা সাধারণরূপে হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব শ্যেনযাগের ফল হিংসাত্মক শত্রুবধ অনর্থফলক অর্থাৎ উহার ফলে অনিষ্ট (অনভিলষিত) নরকাদি গমন হয়। পক্ষান্তরে 'জ্যোতিষ্টোমাদি' যজ্ঞসমূহে যে পশুবধ করা হয়, তাহা দ্বারা প্রধান জ্যোতিষ্টোমেরই সাঙ্গতা-সাধন হইয়া থাকে। উগ্য জ্যোতিষ্টোমাদি কাহারও ফল নহে, কিন্তু উহা স্বর্গাদি ফলের উপায়। স্বর্গাদি ফলের উপায়স্বরূপ যাগাদি কষ্টসাধ্য হওয়াতে উহাতে পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে না—থাকিতেও পারে না, যেহেতু কষ্ট সকলেরই অনভিলষিত। এই কারণে, যাগাদি উপায় কষ্টসাধ্য হইলে পরও, যাহাতে উহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই লক্ষ্যে নিখিল জীবের শ্রেয়োনির্দ্দেশিকা শ্রুতি করুণাময়ী মাতার সমান জীবের মঙ্গললাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে প্রবর্ত্তনা করিতেছেন।

এস্থলে যদি কেহ বলেন,—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুবধ করা হয়, তাহাতে যজ্ঞের সাঙ্গতা-সাধন হওয়াতে তাহার ফলে তদধিকারী মনুষ্যেরই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং বেদ কেবল মনুষ্যেরই শ্রেয়োলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু যজ্ঞে নিহত পশুর তাহাতে কি লাভ? পশুর সুখময় জীবনের অবসান ব্যতীত আর কিছুই ত উপকার হয় না। অতএব, শ্রুতি নিখিল জীবের শ্রেয়োনির্দ্দেশিকা কিরূপে হইলেন? ইহার উত্তর এই যে,—যজ্ঞে নিহত পশুর তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হইয়া থকে, ইহাই তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম কল্যাণ। শ্রুতিই ইহার নির্দ্দেশ দিতেছেন—"হিরণ্যশরীর ঊর্দ্ধঃ স্বর্গলোকমেতি" অর্থাৎ যজ্ঞে নিহত জীব হিরণ্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া উপর স্বর্গলোকে চলিয়া যায়। 'যজুর্ব্বেদে' উক্ত হইয়াছে—"ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবা-নিদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্র যান্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দদাতু॥" (২-৬-৯-৪৯) অর্থাৎ হে পশু, এই যে তোমার প্রাণবিয়োগ করা হইতেছে, ইহার দ্বারা যথার্থতঃ তুমি মরিতেছ না, কিম্বা তোমার কোনও অনিষ্ট হইতেছে না, কিন্তু তুমি এই ভাবে সুগম পথে দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিতে যাইতেছ অর্থাৎ স্বর্গে যাইতেছ। কেবল সুকৃত অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তিই যে স্থানে যাইতে পারেন, দুষ্কর্ম্মকারী জীব যে স্থানে যাইতে পারে না, সবিতা দেব অর্থাৎ নিখিল জীবের কর্ম্মফল-প্রসবকর্ত্তা (কর্ম্মফল-দাতা) দেবতা তোমাকে সেই স্থানে ধারণ করুন। 'ঋগ্বেদ সংহিতার' ১ম মণ্ডল ২১ ঋচার ১৯২ মন্ত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে—"ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি, দেবানিদেষি পথিভিঃ সুচোভিঃ। হবিতেষু বজা পৃষতী অমৃতামুপা-স্থাদ্বাপী ধুরী রাসভস্য॥"—ইহার দ্বারা শ্রুতি বলিলেন যে, যজ্ঞে শাস্ত্রোপদিষ্ট নিহত পশুও সাক্ষাৎ স্বর্গে গমন করে। বহু জন্মের পরও যে স্বর্গে যাওয়া ঐ পশুর পক্ষে সম্ভব হইত না—মনুষ্যগণও যে স্বর্গ অনায়াসে লাভ করিতে পারে না, যে স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত আজীবন কষ্ট করিতে হয়, যজ্ঞে জীবন-দান করিলে পর যখন তৎক্ষণাৎই সেই স্বর্গ লাভ হয়, তখন যজ্ঞে পশুবধের উপদেশ করিয়া শ্রুতি-মাতা পশুর প্রতি কোনও অবিচার করেন নাই। 'মনুসং-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিতা'তেও উক্ত হইয়াছে—"এষ্বর্থেষু পশুং হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ। আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাংগতিম্॥" (৫।৪২) অর্থাৎ বেদ-রহস্যজ্ঞাতা—ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে পশুবধ করিয়া নিজের ও নিহত পশুর উত্তম গতি প্রদান করেন। ভগবান্ ব্যাসদেব ও 'ব্রহ্মসূত্রে' ৩-১-২৫ সূত্রে বৈধহিংসাকে অহিংসা বলিয়াছেন—"অশুদ্ধমিতি চেৎ, ন শব্দাৎ"। অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অশুদ্ধ, হিংসাদি পাপমিশ্র বলা যায় না, কারণ শাস্ত্রই যজ্ঞে পশুবধের বিধান দিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু (ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ত্ব হেতু) কোন্ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, কোন্ কার্য্যে অধর্ম্ম হয়, তাহা শাস্ত্র ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। দেখ, যে দেশে, যে কালে, যে কারণে, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, ঠিক সেই কার্য্যই অন্য দেশে, অন্য কালে, অন্য কারণে অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং শাস্ত্র যখন "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" (অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুহিংসা করিবে) বলিয়া যজ্ঞে পশুবধের বিধান দিয়াছেন, তখন তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে হিংসা হইলেও, এই অপবাদ (বিশেষ) শাস্ত্র হইতে পশুবধের শুদ্ধত্বই অবগত হওয়া যায়। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা-ভূতানি" (সমস্ত ভূতকে অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না) এই হিংসার নিষেধশ্রুতি দ্বারা অবৈধ হিংসাই পাপজনক, কিন্তু বৈধ হিংসা নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যদি বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্মও অশুদ্ধ হইত, তবে কোনও প্রকারেই, কোনও কালেই, কোনও শিষ্ট পরমর্ষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত কষ্টসাধ্য যজ্ঞাদিকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত না। তাহা অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত কর্ম্ম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মকর্ত্তাগণ সংসারে নিন্দিতই হইতেন। অতএব জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে, তাহা পাপপ্রদ নহে—তাহাতে কোন পাপ হইতে পারে না। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে সকল আচার্য্যই বৈধহিংসাকে অহিংসা বলিয়াছেন।

এখন যদি কেহ বলেন,—এক স্থানে হিংসার নিষেধ আর অন্য স্থলে হিংসার বিধান থাকাতে বেদবাক্যসমূহের মধ্যে পরস্পর-বিরোধ হইতেছে, অতএব বেদবাক্য অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে ইহার উত্তর এই যে,—"সামান্য-বিশেষয়ো র্বিশেষবিধি র্বলবান্" (সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্ হইয়া থাকে) এই নিয়মানুসারে যে সকল স্থলে হিংসা বিহিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যত্র যে হিংসা করা হয়, তাহাই অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, বৈধ অর্থাৎ ক্রত্বর্থ (যাহা দ্বারা যজ্ঞের সাঙ্গতা-সাধন হয়) হিংসা অনর্থকারী নহে, কিন্তু পুরুষার্থ হিংসা অর্থাৎ ফলীভূত হিংসাই অনর্থকারী হয়। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন —"অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১৫।১) অর্থাৎ তীর্থ (বিহিত যজ্ঞাদি স্থল) ভিন্ন অন্যত্র সমস্ত জীবে অহিংসা করিবে। অতএব, 'শ্যেনযাগের' ফল শত্রুবধ বিধিবোধিত না হওয়াতে, উহার ফলে নরকাদি-গমনরূপ অনর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং 'শ্যেনযাগের' ফল শত্রুবধ আর শত্রুবধের ফল নরক-প্রাপ্তি। পরন্তু শত্রু যদি 'আততায়ী' হয়, তাহা হইলে তাহার বধে পাপ হয় না, কারণ সে স্থলে "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্" (বশিষ্ঠসংহিতা, অত্রিস্মৃতি) অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আক্রমণকারী আততায়ীর দর্শন মাত্রই বিনা বিচারে তাহাকে বধ করিবে—এই প্রকার বধার্থ বিধি রহিয়াছে। অতএব, উক্ত স্থলে হিংসা 'বিধেয়' হওয়াতে 'শ্যেনাদি' যাগও অনর্থজনক হইত না, কিন্তু বিনা কারণে শত্রুবধ করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত 'শ্যেনাদি' যাগের ফল যে হিংসাত্মক শত্রুবধ, তাহার ফলস্বরূপ নরক হইয়া থাকে। সুতরাং, 'শ্যেন'যাগ স্বতঃ অনর্থফলক নহে, কিন্তু শ্যেন-যাগের ফলের ফল অনর্থরূপ। এই কারণে, শ্যেনযাগাদি আভিচারিক কার্য্যকলাপ, ফলদ্বারা অনর্থ-অনুবন্ধী হওয়াতে উহাদিগকে ধর্ম্ম বলা যায় না। যাহা ধর্ম্ম, তাহা ফলদ্বারাও অনর্থজনক হয় না অর্থাৎ তাহার ফলের ফল দ্বারাও অনর্থ হয় না। এই জন্য কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবল প্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্মত্বেন হীয্যতে॥" শ্যেনযাগ বিধি-বোধিত হওয়াতে উহাকে অধর্ম্মও বলা যায় না, কারণ অধর্ম্ম কখন বিধি-বিহিত হইতে পারে না। এই হেতু কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"অতঃ স্বতো ন ধর্ম্মত্বং শ্যেনাদের্নাধর্ম্মতা" অর্থাৎ কথিত হেতুসমূহ হইতে জানা যায় যে, শ্যেনযাগাদি স্বরূপতঃ ধর্ম্মও নহে, অধর্ম্মও নহে, পরন্তু কলঞ্জ (শূল্যমাংস অথবা শুষ্ক মাংস অথবা পলাণ্ডু কিম্বা রক্ত লহসুন) ভক্ষণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মই অধর্ম্ম।

চার্ব্বাকদের উক্তির আবৃত্তি করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পর সেই পশু যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতিকে যজ্ঞে বলি দিয়া তাহাদিগকে শীঘ্র স্বর্গে কেন পাঠান হয় না? ইহার উত্তর এই যে, "ধর্ম্মস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দমূলত্বাৎ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতস্য চ। হতস্যৈব পশোঃ স্বর্গো, ন ত্বন্যস্য হতস্য সঃ॥" অর্থাৎ ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আর উহার ফল যে স্বর্গ অথবা নরক, উহাদের মধ্যে কাহারও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। শাস্ত্রে যে কর্ম্ম যে প্রকারে করিবার উপদেশ থাকে, তাহা যদি ঠিক সেই প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই উহা ধর্ম্ম, অন্যথা উহা ধর্ম্ম নহে। অতএব, এক বস্তুর পরিবর্ত্তে যদি নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য বস্তুর ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া পূর্ণ হইবে না। এই হেতু জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে 'যজ্ঞিয়' বলা হইয়াছে, তাহাকেই যদি বধ করা হয়, তবেই তাহা দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হইবে আর পশুরও স্বর্গ-গমন হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে আর কোনও পশুর বা প্রাণীর বধ করিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না আর তাহার ফলে স্বর্গও মিলিবে না।

শ্রুতিতে আছে "নামাংসো মধুপর্কঃ" (মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না) অর্থাৎ মধুপর্কের সহিত মাংসও দিতে হয়। মহাকবি ভবভূতি "উত্তর-চরিতে" লিখিয়াছেন—"নামাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ঃ বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিনঃ।" অর্থাৎ মাংস ব্যতিরেকে মধুপর্ক হয় না, এই শ্রুতি মানিয়া গৃহস্থেরা অভ্যাগতকে বৎসতরী, বৃষ বা ছাগ দিয়া থাকেন। অতএব, মধুপর্কে অথবা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশুবধ এবং সৌত্রামণি প্রভৃতি যজ্ঞে মদ্যের প্রয়োগ বেদবিহিত, সুতরাং উক্ত পশুবলি ও মদ্যপান অধর্ম্ম নহে—উহা ধর্ম্ম; পরন্তু কলিকালের জন্য শাস্ত্রসমূহে মধুপর্কে অথবা যজ্ঞার্থ পশুবধ ও সুরার ব্যবহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষিদ্ধ হওয়াতে, বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধির বাধ (সঙ্কোচ) হইয়া গিয়াছে ; অতএব, কলিযুগে যজ্ঞে পশুবলি ও সুরাপান অধর্ম্ম।

'ভবিষ্যপুরাণ' প্রভৃতিতে 'কলিবর্জ্য'-প্রকরণে বলা হইয়াছে—

"...মধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে...।
নরমেধাশ্বমেধকৌ। গোমেধশ্চ তথা মখঃ।
মদ্যং বর্জ্যং মহাপাত্রে, মরণান্তবিশোধনম্।
সৌত্রামণ্যাদিযজ্ঞেঽপি সুরাপাত্রগ্রহস্তথা॥
মদ্যমাংসাদিবামাদ্যাগমস্য তু ন মান্যতা।
মীমাংসাদ্বিতয়ে সর্ব্বৈঃ শিষ্টৈশ্চ তদনাদরাৎ॥"

('নির্ণয়সিন্ধুঃ' দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ কলিযুগে মধুপর্কে 'পশুবধ', শ্রাদ্ধে 'মাংসদান,' নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ ও দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ, মহাপাত্রে 'মদ্য ব্যবহার', অগ্নিহোত্রের অগ্নির দ্বারা মরণের পর অগ্নিহোত্রীর দেহ-সংস্কার, সৌত্রামণি প্রভৃতি যজ্ঞেও 'সুরাপাত্রের গ্রহণ' অর্থাৎ সুরাপান নিষিদ্ধ। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত 'মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা ও মৈথুন' এই পঞ্চ-মকারের পূজাকালে ব্যবহার, উত্তরমীমাংসা ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনদ্বয়ে, ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্টগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হওয়াতে, শিষ্টানুসারী বৈদিক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উক্ত ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চমকার-যোগে সাধনা অশাস্ত্রীয় অতএব অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে বিশেষ-বিধির দ্বারা সামান্য-বিধির বাধ (সঙ্কোচ) স্বীকার করা হইয়াছে। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" (সমস্ত ভূতকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না) এই সামান্য শাস্ত্রের "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" (অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশ্যে পশুহিংসা করিবে) এই বিশেষ শাস্ত্রদ্বারা খণ্ডন হইয়া যায়। সেই প্রকার তান্ত্রিক বীরাচার-প্রকরণে সামান্যরূপে পঞ্চমকার-প্রতিপাদক সামান্য-বিধিসমূহের তৎপরবর্ত্তী কথিত প্রত্যেক বর্ণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদক বিশেষ-শাস্ত্রসমূহের দ্বারা খণ্ডন হইয়া গিয়াছে।

(১) 'ভৈরব' তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণো মদিরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি পূজাকালে মদিরার প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজের ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হ'ন।

"মাদকং সকলং বস্তু বর্জ্জয়েৎ কনকাদিকম্।" (ভৈরবতন্ত্রে) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পূজাকালে ভাঙ্গ, ধতূরা প্রভৃতি সমস্ত মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন।

(২) 'মেরুতন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—

"ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ইদং তু সাহসং দেবি! ন কর্ত্তব্যং কদাচন॥"

অর্থাৎ পূজাতে মদ্যের ব্যবহার কখনও কর্ত্তব্য নহে, পূজাকালে মদিরার প্রয়োগ স্বেচ্ছাচারমাত্র।

(৩) 'বৃহৎশ্রীক্রমসংহিতা'তে বলা হইয়াছে—

"...বিপ্রস্তু মদ্যং মাংসং চ ন ভক্ষয়েৎ।
স্বকীয়াংপরকীয়াং বা নাকৃষ্য ব্রাহ্মণো যজেৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ পূজাকালে ব্রাহ্মণ মদ্য ও মাংস সেবন করিবেন না এবং নিজ স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীকে পূজাতে—ভৈরবীচক্রে— পূজা করিবেন না।

"দ্রব্যেণ সাত্ত্বিকেনৈব ব্রাহ্মণঃ পূজয়েচ্ছিবাম্।" (ঐ)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক দ্রব্য দ্বারা (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন, শাকশব্জী, ফল, মূল প্রভৃতি দ্বারা) জগদম্বার পূজন করিবেন।

(৪) 'বৃহৎসঙ্গম তন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে—

"বরং প্রাণাঃ প্রগচ্ছন্তু ব্রাহ্মণো নার্পয়েৎ সুরাম্।"

—প্রাণ গেলেও ব্রাহ্মণ পূজাকালে দেবীকে মদ্য দান করিবেন না।

(৫) 'ভৈরবীতন্ত্রে' ব্রাহ্মণের জন্য পূজাকালে মদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে—"ক্ষীরেণ ব্রাহ্মণৈস্তর্প্যা, ঘৃতেন নৃপবংশজৈঃ।

মাক্ষিকৈ বৈশ্যবর্ণৈস্তু, আসবৈঃ শূদ্রজাতিভিঃ॥"

—ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন দ্বারা, ক্ষত্রিয় ঘৃত দ্বারা, বৈশ্য মধু দ্বারা জগদম্বার পূজা করিবেন আর শূদ্র মদিরা দ্বারা পূজন করিবে।

(৬) 'লঘুস্তব তন্ত্রে'ও ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজাকালে মদ্যের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে—

"বিপ্রাঃ ক্ষৌণিভুজো বিশস্তদিতরে ক্ষীরাজ্যমধ্বাসবৈঃ।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ক্ষীর, আজ্য (ঘৃত), মধু ও আসব (মদ্য) দ্বারা জগদম্বার পূজন করিবে।

(৭) 'কুলচূড়ামণিতন্ত্রে'ও উক্ত হইয়াছে—

"যত্রাবশ্যং বিনির্দ্দিষ্টং মদিরাদানপূজনম্।

ব্রাহ্মণস্তাম্রপাত্রে তু মধু মদ্যং প্রকল্পয়েৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যে স্থলে পূজাকালে অবশ্যই মদিরার বিধান থাকিবে, সে স্থলে ব্রাহ্মণ তাম্রপাত্রে মধুর ব্যবহার করিবেন (তথাপি মদ্যের উপযোগ করিবেন না)।—এই প্রকার আরও বহু প্রমাণ তন্ত্রশাস্ত্র-সমূহেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল 'বিশেষ' বচন-বলে 'সামান্য'-রূপে পঞ্চমকার-প্রতিপাদক বচনসমূহ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে সামান্য-শাস্ত্র অপেক্ষা বিশেষ-শাস্ত্রকে বলবান্ বলা হইয়াছে—"সামান্যবিশেষয়োর্বিশেষবিধির্বলবান্।"

যে প্রকার বৈদিক শাস্ত্রসমূহে কলিকালের জন্য যজ্ঞাদিতে মদ্য-মাংসাদির প্রয়োগ নিষিদ্ধ হওয়াতে বেদোক্ত যজ্ঞ প্রভৃতিতে মদ্যপান ও পশুবলি বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ভাবে বহু তন্ত্রেও স্পষ্ট শব্দে কলিযুগে 'বীরাচার' অর্থাৎ মদ্য, মাংস, স্ত্রী প্রভৃতি যোগে সাধনা নিষিদ্ধ হওয়াতে পূজাকালে মদ্য-মাংসাদির ব্যবহার নরক-কারকই, যেহেতু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম নরকপ্রদই হইয়া থাকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের তিনপ্রকার 'ভাব' উক্ত হইয়াছে—দিব্যাচার, বীরাচার ও পশ্বাচার। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাবে সাধনা করেন, তাঁহারা 'দিব্য' বা 'দিব্যাচারী', যাঁহারা মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ'ম'-কার যোগে সাধনা করেন, তাঁহারা 'বীর' বা বীরাচারী' বা 'বামাচারী'; আর, যাঁহারা বেদবিধি-অনুসারে সাধনা করেন, তাঁহারা 'পশু' বা 'পশ্বাচারী'। অষ্টপাশ-বদ্ধ জীবকে 'পশু' বলা হয়। এই পশুসকলের পতি (পালক) বলিয়া ঈশ্বরের এক নাম 'পশুপতি'। অষ্টপাশ কি কি? "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (কুলার্ণবে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টশব্দে কলিযুগে 'বীরাচার' সাধনার যে নিষেধ করা হইয়াছে, তার কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।—

(১) 'কালীবিলাস তন্ত্রে'—"সত্যত্রেতার্দ্ধপর্য্যন্তং দিব্যভাববিনির্ণয়ঃ।" (৬।১০)। "ত্রেতাদ্বাপরপর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতম্।" (৬.১১)। "দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। কলৌ পশুমতং শস্তং ততঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥" (৬.২১)।

অর্থ—সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত 'দিব্যভাব' দ্বারা, ত্রেতার শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত 'বীরভাব' দ্বারা, এবং কলিযুগে 'পশুভাব' দ্বারাই সাধনার বিধি রহিয়াছে, পশুভাবের সাধনার দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করিবে। কলিকালে 'দিব্য' ও 'বীর'-ভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা নাই।

"মৎস্যং মাংসং তথা মুদ্রাং পরস্ত্রীষু চ মৈথুনম্।
মদ্যং ন রচয়েদ্ ভদ্রে, কলিকালে বরাননে॥" (৬।২৪, ২৫)

—হে ভদ্রে বরাননে! কলিকালে মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মৈথুন ও মদ্যের ব্যবহার পূজাকালে করিবে না।

উক্ত 'কালীবিলাস' তন্ত্রে কলিকালে মদ্যের ব্যবহার বিশেষভাবেও নিষেধ করা হইয়াছে।—

"ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি! কলিকালে কদাচন।
পীত্বা পীত্বেতি বচনং সত্যত্রেতাদিসম্মতম্॥
পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি! ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।"
(১০।২২, ২৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ—হে দেবি! কলিকালে সাধনায় মদ্য পান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতা ধরণীতলে"—এই বচন সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগের জন্য; হে দেবি! কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

(৫) 'প্রাণতোষিণী'-ধৃত 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্রের বচন—

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবেন্নৃণাম্॥"

অর্থাৎ কলিযুগে 'দিব্য' ও 'বীর'-ভাবে সাধনা নাই, কেবলমাত্র 'পশু'-ভাবের সাধনার দ্বারাই মনুষ্যের সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।

(৩) 'জ্ঞানার্ণব' তন্ত্রে ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—

"কৌল-মিশ্র মার্গে ৗ হি হেয়ৌ কলৌ দ্বিজাতিভিঃ।"

অর্থাৎ কলিযুগে কৌল (বীর) মার্গ ও মিশ্র মার্গ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণের দ্বারা অবশ্যমেব ত্যাজ্য।

(৪) 'অগস্ত্যসংহিতা'তে বলা হইয়াছে—

"কলৌ প্রায়েণ দেবেশি রাজসাস্তামসাস্তথা।
নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্॥
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাং বাপি মহেশ্বরি।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্ম-মবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূত-প্রেত-পিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥"

অর্থাৎ—হে দেবেশি! কলিকালে অধিকাংশ মনুষ্য রাজস ও তামস-ভাবাপন্ন হইয়া পঞ্চ'ম'-কার সাধনরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বহু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনুষ্যকে মোহিত করিবে।. হে মহেশ্বরি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মের বিচার না করিয়া যাহারা মাংস, রক্ত ও মদ্য আমাদিগকে অর্পণ করে, তাহাদের অধোগতি হয়—তাহারা মৃত্যুর পর ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়।

ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কলির অল্পবীর্য্য, অল্পমেধা, অল্পবুদ্ধি, অল্পস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু এবং বহুকাম, বহুক্রোধ, বহুলোভ, বহুদম্ভ ও কামনা-বাসনা-স্বার্থপরতার পুটুলী মনুষ্য সাধারণের পক্ষে 'দীব্যাচার' ও 'বীরাচারের' ন্যায় সুকঠিন সাধনা অসম্ভব। যে বীরাচারের সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন—

(ক) "পরদ্রব্যেষু যোঽন্ধশ্চ পরস্ত্রীষু নপুংসকঃ।
পরাপবাদে যো মূকঃ সর্ব্বদা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
তস্যৈব ব্রাহ্মণস্যাস্য বামে স্যাদধিকারিতা॥" (মেরুতন্ত্রে)

অর্থাৎ যে 'ব্রাহ্মণ' পরদ্রব্য-বিষয়ে অন্ধতুল্য, পরস্ত্রীবিষয়ে নপুংসকতুল্য, পরনিন্দায় মূকসদৃশ্য এবং নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্ব্বদা নিজের বশীভূত রাখেন, তিনিই বামমার্গের—বামাচারের—কৌলাচারের—কুলাচারের—বীরাচারের অধিকারী।

(খ) 'তন্ত্রাণামতিগূঢ়ত্বাৎ তদ্ভাবোঽপ্যতিগোপিতঃ।
ব্রাহ্মণো বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিমান্ বশী॥
গূঢ়তন্ত্রার্থভাবস্য নির্মথ্যোদ্ধরণে ক্ষমঃ।
বামমার্গেঽধিকারো স্যাদিতরো দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"

(ভাবচূড়ামণি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ তন্ত্ররহস্য অত্যন্ত গূঢ়, এই কারণে তন্ত্রের ভাবও অত্যন্ত গুপ্ত। বেদশাস্ত্রের অর্থতত্ত্বের জ্ঞাতা, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয় 'ব্রাহ্মণ'ই তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিয়া গূঢ়তন্ত্রার্থ-ভাবের উদ্ধারে সমর্থ হ'ন এবং এইরূপ পুরুষই বামমার্গের (বীরাচারের—কুলাচারের) অধিকারী। এইরূপ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ এই মার্গ অবলম্বন করিলে দুঃখভাগীই হইয়া থাকে।

(গ) "কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব তৃণকাঞ্চনে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ।
চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিবান্॥"

(বিশ্বসারতন্ত্রে)

অর্থাৎ যাঁহার কর্দ্দমে ও চন্দনে, পুত্রে ও শত্রুতে, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে, শ্মশানে ও গৃহে এবং তৃণে ও স্বর্ণে কোনও ভেদভাব (ভেদদৃষ্টি) থাকে না, যিনি সমস্ত জীবের ভিতরে নিজের আত্মাকেই দেখেন এবং নিজের আত্মাতে সমস্ত জীবকে দেখেন, এরূপ সমদর্শী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ কৌলিক (কুলাচারী)।—এই 'বীরাচার' সাধন যে আশা-তৃষ্ণা-জুগুপ্সা-কপটতা-বিষয়তৃষ্ণা-দম্ভ-দর্প-ক্রোধ ও স্বেচ্ছাচারিতা-পরিপূরিত কলিহত জীবের পক্ষে অসম্ভব, তাহা ত্রিকাল সত্য। এই কারণেই কলিকালের মনুষ্যের জন্য এই সাধনা শাস্ত্রে স্পষ্টশব্দে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, কলিযুগের জন্য 'বিশেষ-বিধি'র দ্বারা মদ্য-মাংসাদি-যোগে পূজা বা সাধনা 'শাস্ত্র-বিরুদ্ধ' হওয়াতে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"যেনাস্য পিতরো যাতা, যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং স্তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥"

(৪—১৭৮)

অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রে নানাপ্রকারের শাসন (আদেশ) থাকিলেও, যে শাস্ত্র অনুসারে পিতা, পিতামহাদি জীবনযাপন করিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। তাহাই সৎমার্গ; সেই মার্গ ধরিয়া চলিলে কোনপ্রকার অনিষ্ট—অকর্ম্ম (অধর্ম্ম) তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥—কিন্তু, এক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কোন দেশাচার বা কুলাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, যাহার স্পষ্ট নিষেধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সকল অবস্থাতেই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মই উপাস্য কিন্তু প্রচলিত থাকিলেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনও উপাস্য নহে—"সর্ব্বত্র হি শাস্ত্রপ্রাপিতা এব ধর্ম্মা উপাস্যা ন বিদ্যমানা অপ্যশাস্ত্রীয়াঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদের ২—২—১ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)।

"গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ"—সন্তান যেমন নিজ মাতার ব্যভিচার সর্ব্বদাই গোপন রাখে, সেইরূপ তন্ত্রের সাধনা সর্ব্বদা গুপ্ত রাখিবে। —শাস্ত্রের এই কল্যাণকর আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক, রুদ্রাক্ষ বা স্ফটিক-মালায় ভূষিত হইয়া, ললাটদেশ সিন্দুরে লিপ্ত করিয়া, গৈরিক অথবা রক্তবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, হাতে ত্রিশূল গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ-ব্যপদেশে নিজদিগকে বামাচারী অথবা বীরাচারী পরিচিত করাইয়া, এবং যাঁহারা সাধনে অথবা ভোজনে মৎস্য, মাংস ও মদ্য গ্রহণ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, তাঁহাদিগকে 'পশু' বলিয়া ঘৃণা করিয়া, নিজেদের 'ঘৃণা'-রূপ 'পাশ'-বদ্ধ পশুভাবের স্পষ্ট পরিচয় দিয়া, যাঁহারা গৌরব ও আত্ম-তৃপ্তি অনুভব ও উপভোগ করেন, সেই সকল কলিহত জীবের কলি-কৌতুক দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

সর্ব্ব আস্তিকের মান্য শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীর একাদশ অধ্যায়ে 'শ্রীনারায়ণী স্তুতি'তে দেবগণ বলিতেছেন—"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥"(৬) 'হে দেবি! সমস্ত সংসারের নিখিল বিদ্যা তোমা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং সমস্ত স্ত্রীলোক তোমারই স্বরূপ; সমস্ত বিশ্ব একমাত্র তোমা দ্বারাই ব্যাপ্ত, ['গীতা'তেও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ময়া ততমিদং সর্বং জগদ-ব্যক্ত-মূর্ত্তিনা" আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারা অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসোগোচর চিন্ময় সূক্ষ্মমূর্ত্তিদ্বারা আত্মারূপে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছি। সুতরাং শ্রীদুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণ এক তত্ত্বেরই ভিন্ন নাম মাত্র।] অতএব, তোমার স্তুতি কি প্রকারে করা যাইবে, যেহেতু তুমি স্তুতির বিষয়ই নন। স্তুতিযোগ্য ব্যক্তিতে আরোপিত গুণ বর্ণনের নাম 'স্তুতি'। এইরূপ স্তুতি তোমার জন্য অসম্ভব, কারণ তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তবে, এই যে আমরা তোমার স্তুতি করিতেছি, ইহা তোমার স্বরূপ-কথনমাত্র।' "সংসারের সমস্ত স্ত্রীলোক তোমার স্বরূপ"—এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তি-উপাসকের পক্ষে নিজ ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত সমস্ত স্ত্রীলোককে জগদম্বার রূপ বুঝিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পরম পবিত্র পূজ্যভাব রাখা অত্যাবশ্যক। নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীকে তো 'শাস্ত্রানুসারে' অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণীই জানিতে হইবে। পত্নীর সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যদি পতি সিদ্ধমন্ত্র হন, তাহা হইলে তিনি নিজ পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারেন (অন্যথা নহে)। পরন্তু পত্নী অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হওয়ার দরুণ, দীক্ষা দিলে পরও, কন্যারূপ হইয়া যান না, তিনি ভার্য্যারূপই থাকিয়া যান—"সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা কন্যকা ভবেৎ ॥"—(রুদ্রযামল)। সমস্ত স্ত্রীলোককে জগদম্বা-রূপ দেখাই শক্তি-উপাসনার যথার্থ মাতৃভাব আর এইরূপ ভাব ও ব্যবহার-কারীর উপর জগদম্বার কৃপা শীঘ্রই হইয়া থাকে। সুতরাং শাক্তপক্ষে পরকীয়া নিয়া মৈথুনযোগে সাধনা কিরূপে সম্ভব? যথার্থ শক্তি-উপাসকের তো প্রথমেই দিব্য গুণাবলীর অধিকারী হওয়া পরম আবশ্যক। যাহার হৃদয় কলুষিত, মন অপবিত্র, চিত্ত দম্ভপূর্ণ, ভাব কুৎসিত, ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগপ্রবণ এবং জিহ্বা অসত্য দ্বারা দগ্ধ, তাহার পূজা-পাঠ-জপাদি কর্ম্ম কিরূপে সার্থক হইবে? মহাবিদ্যা-পূজনের সদ্‌গুণসমূহের অভাবে তাহার পূজাদি সমস্তই ব্যর্থ। "মাতৃবৎ পরদারেষু" অর্থাৎ পরস্ত্রীকে (নিজের স্ত্রী ভিন্ন সংসারের সমস্ত স্ত্রীকে) নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত দেখিবে,—এই উপদেশ ত হিন্দু বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে; সুতরাং ছাগল, গরু, বানর, শূকর, কাক, চিল, চড়ুই, শালিখ প্রভৃতি পশু-পক্ষীর মত বিনা বিচারে নিজ মাতাতে রমণ সে কি করিয়া করিবে? সে ত পশু বা পক্ষী নহে, সে যে উচ্চকোটির বিচারপরায়ণ মন-ও-বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতের সর্ব্বত্র শারদীয়া ও বাসন্তী নবরাত্রিতে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য পঠিত হইয়া থাকে; তাহাতে মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্যের উল্লেখ আছে। তাঁহারা মায়ের অর্চ্চনা করিয়া মাতৃদর্শনে ও বরলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূজাক্রমে মদ্যপানও ছিল না, পশুবলি প্রদানপূর্ব্বক মাংসভক্ষণও ছিল না।—

"সন্দর্শনার্থমম্বয়া নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্প-ধূপাগ্নি-তর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈ র্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥"

(৯৩।৬—৯)

—সেই মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য, উভয়ে মাতৃ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নদীতটে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠফলদায়ক দেবীসূক্তপাঠ (জপ), মৃত্তিকানির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ পুষ্প, ধূপ, আরতি ও হোম দ্বারা দেবীর পূজন, কখন নিরাহারে, কখন অল্পাহারে সমাহিতচিত্তে অবস্থান, এবং নিজ নিজ গাত্রের রুধির আহুতি দ্বারা বলিদান,—এইরূপ ভাবে তিন বৎসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। অবশেষে মাতা পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিসমক্ষে আবির্ভূতা হ'ন ও বলেন।

শ্রীরামচন্দ্রও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পূজায় মদ্যপান করেন নাই কিম্বা পশুবলিও দেন নাই অথবা পূজায় মদ্যপানের কিম্বা পশুবলির উপদেশও করেন নাই।

'পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে' জগন্মাতা পার্ব্বতী শ্রীশ্রীশিবকে বলিয়াছেন—

"যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসনতৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ॥
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্।
কল্পকোটি শতং শম্ভো রৌরবে স বসেদ্ ধ্রুবম্॥
যূপে বধ্বা পশূন হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্তকর্দ্দমম্।
তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকঃ কেন গম্যতে॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গ-কর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকো ভবেৎ॥
.. ..
যদিচ্ছেদাত্মনঃ ক্ষেমং ভক্তিং জ্ঞানং তদা নরঃ।
জীবান্ কানপি ন হন্যাৎ সঙ্কটাপন্ন এব চ॥"

—আমার অর্চ্চনা করিতেছে এই বলিয়া যাহারা প্রাণিহিংসা (পশুবলি) করে, তাহাদের অপবিত্র পূজা আমার অগ্রাহ্য;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণিহিংসা-পাপে পূজক অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পরে পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। হে শ্রীশ্রীশিব! তমোগুণী ব্যক্তিরাই আমার নাম করিয়া প্রাণিবধ করিয়া থাকে, তাহার ফলে কল্পকোটি কাল তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দেবকার্য্যে বা পিতৃকার্য্যে বা নিজ তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে অর্থাৎ পশুবলি দেয় বা মৎস্যবলি দেয় কিম্বা পক্ষিবলি দেয়, হে শম্ভো! কল্পকোটিশত বৎসর সে নিশ্চয়ই রৌরব নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। পশুকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া হত্যা করতঃ যে ব্যক্তি রক্ত-কর্দ্দম সৃষ্টি করে, সে যদি স্বর্গে যায়, তবে নরকে কে যাইবে? প্রাণিহিংসা করিতে যে উপদেশ দেয়, যে প্রাণিবধ করে, যে পূজা করায়, যে পশুকে বধের জন্য ধরে, যে সেই পশু বিক্রয় করে এবং উৎসর্গকর্ত্তা পুরোহিত,—এ সকলেরই নরকগমন হয়। নিজ আত্মার কল্যাণকামনাকারী, এবং ভক্তি ও জ্ঞান-লাভেচ্ছু মানব সঙ্কটাপন্ন হইলেও কোন প্রাণিহিংসা (বধ) করিবে না॥

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

(৫।৫১)

—পশুবলি করিতে যে উপদেশ দেয়, পশুর অঙ্গ যে ছেদন করে, যে পশু বধ করে, মাংস-ক্রয়কারী, মাংস-বিক্রেতা, মাংস-রন্ধনকারী, মাংস-পরিবেশক ও মাংস-ভোজনকারী—ইহারা সকলেই পশু-ঘাতক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা 'মহাভারতে'ও উক্ত হইয়াছে—

"ধনেন ক্রয়িকো হন্তি, খাদকশ্চোপভোগতঃ।
ঘাতকো বধবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধো বধঃ॥
আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ খাদকাঃ সর্ব্ব এব তে॥"

(অনুশাসনপর্ব্ব, ১১৫।৪০,৪৯)

—মাংসক্রয়কারী ধনদ্বারা প্রাণীর হিংসা করে, মাংস-ভোজনকারী উপভোগের দ্বারা প্রাণিহিংসা করে আর পশু-ঘাতক পশুকে বন্ধন করিয়া ও হত্যা করিয়া প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে,—এইভাবে পশুবধ তিন প্রকার। যে পশু সংগ্রহ করে, যে পশুবলি করিতে উপদেশ দেয়, যে পশুর অঙ্গ ছেদন করে, যে মাংস ক্রয় করে, যে মাংস বিক্রয় করে, যে মাংস রন্ধন করে, যে মাংস পরিবেশন করে আর যে মাংস খায়,—ইহারা সকলেই পশু-ঘাতক।

অতএব, মাংস-ভক্ষণ ধর্ম্ম-নাশক সুতরাং সর্ব্বথা মহাপাপ। ধর্ম্মপালনকারীর পক্ষে হিংসাত্যাগ প্রথম ও প্রধান সাধন। যাহার হৃদয়ে অহিংসার ভাব নাই—যাহার হৃদয়ে হিংসার বাস—তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের স্থান কিরূপে থাকিবে ?

'মাংস' শব্দের অর্থ বুঝাইতে গিয়া ভীষ্ম পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"মাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বমনুবুদ্ধ্যস্ব ভারত॥"

(মহাভারত, অনু, ১১৬।৩৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে যুধিষ্ঠির! এই ব্যক্তি আমাকে খাইতেছে, অতএব আমিও [ইহার বদলে] ইহাকে খাইব। ইহাই মাংস শব্দের মাংসত্ব অর্থাৎ অর্থ।

ভগবান্ মনুও এই কথা বলিয়াছেন—

"মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(মনুসংহিতা, ৫।৫৫)

—এখানে আমি যাহার মাংস খাইতেছি, পরলোকে সে আমাকে (আমার মাংস) খাইবে। বিদ্বান্‌গণ মাংস শব্দের এইরূপ অর্থ বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ সংসারে যে প্রকারের জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য সেই প্রকারের আহারও সৃষ্টি করিয়াছেন। মাংসাহারী সিংহ, বাঘ, কুকুর, বিড়াল, চিল, শকুনি প্রভৃতির আকৃতি, দাঁত, চোয়াল, পাঞ্জা, নখ, হাড় প্রভৃতির সহিত মনুষ্যের আকৃতি, দাঁত, চোয়াল, পাঞ্জা, নখ, হাড় প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, মনুষ্য মাংসাহারী প্রাণী নহে। মাংসাহারী পশু-পক্ষীর আকৃতি ও প্রকৃতি স্বাভাবিক ক্রূর ও ভয়াবহ হইয়া থাকে। মনুষ্যের প্রকৃতি স্বাভাবিকই সৌম্য। সৌম্য-প্রকৃতির জীবের জন্য অন্ন দুধ, ফল আদি সৌম্য পদার্থই স্বাভাবিক ভোজ্য পদার্থ। গরু, ছাগল, উট, হরিণ, শশক, পায়রা, ঘুঘু, টিয়া, কোকিল প্রভৃতি সৌম্য-প্রকৃতির পশু-পক্ষীও মাংস না খাইয়া ঘাস, পাতা, অন্ন, ফল আদিই খাইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যেমন খায় অন, তেমন হয় মন'। মনুষ্য যে সমস্ত পশু-পক্ষীর মাংস খায়, সেই সকল পশু-পক্ষীর মত গুণ, আচরণ আদি মনুষ্যে উৎপন্ন হইয়া যায়, তাহার আকৃতিও ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া উঠে। তাহার ফলে মাংসাহারী মনুষ্য এই জন্মেই মনুষ্যোচিত স্বভাব হইতে প্রায় চ্যুত হইয়া হিংস্র পশুভাবাপন্ন, ক্রূর স্বভাব হইয়া পড়ে এবং মরণের পর নিজ কর্ম্মের প্রতিশোধ ভুগিবার জন্য সেই সেই পশু-পক্ষী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহান্ দুঃখ ভোগ করে। 'মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে' উক্ত হইয়াছে—

"স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
উদ্বিগ্নবাসো বসতি যত্র যত্রাভিজায়তে॥"
(১১৫।৩৬)

—যে ব্যক্তি অপরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বাড়াইতে চাহে, সে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করুক, সেখানে দুঃখী থাকিয়াই জীবন কাটাইতে হয় তাহাকে।

মা যে বিশ্বরূপিনী। "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপীকে বিশ্বরূপে।"—বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে হয়। বিশ্বের একটি জীবকেও বাদ দিয়া কি মা'র জগদ্ব্যাপী বিশ্বরূপ কল্পনায়ও আনা যায়? যে কোন জীবের প্রাণের আঘাত যে মায়েরই প্রাণে আঘাত দেয়, এ কথা মনে না রাখিলে কি জগন্মাতার পূজা হইতে পারে?

[তবে, যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বহিতৈষী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, ঝটিতি রাজসিক ও তামসিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্য মাংস ডিম্ব পেঁয়াজ রসুন পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" ক্রমে উপরত হইবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ, আমাদের ন্যায় রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদের জ্ঞানবত্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়।

প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্ব্বে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) মৎস্য মাংস নিষেধ করিয়াছেন, পরে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ-ভক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। এইরূপে ধীরে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ) রাজসিক তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে। যাহারা একান্ত মাংস পরিত্যাগে অসমর্থ, যাহাতে অধর্ম্ম হিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ পশুর মাংস 'বৈধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐ সব পশুকেও নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য বধ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃ-শ্রাদ্ধাদিতে বধ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। মন্দের ভাল বলিয়া দেবতার নিকট পশু 'বলি' দিবার বিধান দিয়াছেন। লক্ষ্য, সংযমের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাওয়া—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" পথে অগ্রসর করান। শ্রুতি "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (প্রাণীসকলকে হিংসা করিবে না) বলিয়াও পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" (অতএব যজ্ঞে বধ অবধ)। যে কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূল উৎপাটিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদিতে পশুবধ বিধেয়। তন্ত্রশাস্ত্রও এইভাবেই বলিয়াছেন—

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসা পরং সুখম্।
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সাত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা॥
ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেবি হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা হিংসা না করিয়া পারেন না, তাঁহারা দেবোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন অন্য সময়ে হিংসা করিবেন না। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা বৈধ হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়া (কারণ ইহা যথেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করাইয়া সংযমের দিকে লইয়া যায়) "অহিংসা" নামে অভিহিত হইয়াছে। পরন্তু যথার্থতঃ, বৈধহিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে অবৈধ বৃথা মাংস পরিত্যাগ করিয়া বৈধ হিংসাতে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, এজন্য ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ঐ অধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া বিধি-নিষেধদ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন।......যাঁহারা সাত্ত্বিক-বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বলিদানের ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা নিরামিষ উপহার দিবেন। "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"—সাত্ত্বিকী পূজাতে জপযজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্য। আর রাজসিক ও তামসিক পূজাতে পশুবলির ব্যবস্থা। "রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত-সংযুতঃ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণও প্রথমে বৈধ ও অবৈধ মাংস নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।—

"সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণম্॥"

(মনুস্মৃতি, ৫।৪৯)

—শুক্র-শোণিতদ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ ও বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম; ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধু মহাত্মাগণ সকল প্রকার মাংসের ভোজন হইতে নিবৃত্ত হ'ন। অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব? ("হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব", দ্বিতীয় ভাগ)।]

ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"শুক্রাচ্চ তাত সম্ভূতির্মাংসস্যেহ ন সংশয়ঃ।
ভক্ষণে তু মহান্ দোষো নিবৃত্ত্যা পুণ্যমুচ্যতে॥"

(মহাভারত, অনু, ১১৬।১৩)

—হে যুধিষ্ঠির! বীর্য্য হইতে মাংসের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই (অতএব, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত পদার্থ)। মাংস-ভক্ষণে মহান্ দোষ হয় আর মাংস-ভক্ষণ ত্যাগ করিলে পুণ্য হইয়া থাকে।

মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য নীলকণ্ঠ সূরী মহোদয় অনুশাসন-পর্ব্বের ১১৫ অঃ। ১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ন হি কৃৎস্নো বেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ"। অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদবিহিত যজ্ঞসমুদয় পুরুষকে হিংসা-কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন না, কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমিষভক্ষী লোকের যথেচ্ছ মাংসাহার-প্রবৃত্তি সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই বৈধ হিংসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মনুষ্যের জন্য যে সকল খাদ্যের আদেশ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান খাদ্য ধান, গম, যব, দালের গাছ শুকাইয়া গেলে তবে তাহা কাটিবার নিয়ম, সুতরাং তাহা হিংসা নহে ; আর তরিতরকারি গাছের শাখা-প্রশাখা কাটিয়া নিলে ঐ সব গাছপালার অধিক বৃদ্ধি হয়, যাহার ফলে উহাতে অধিক ফল ধরে এবং ফলে বীজ হয় আর বীজ হইতে আবার গাছ হইয়া থাকে—গাছপালার তাহাতে প্রাণের নাশ হয় না বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। পরন্তু মাংসাহারে তো পশু-পক্ষীর প্রাণের নাশ হইয়া ক্ষয়ই ক্ষয় হয়, অতএব মাংসাহার সর্ব্বথা পাপ ও ত্যাজ্য। যজ্ঞে, পূজায় ও ভোজনে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত ব্যবহারের আদেশ শাস্ত্রে থাকায়, বাছুরের জন্য দুইটি বাটের দুধ ছাড়িয়া রাখিয়া দুধ দুহিয়া নিলে হিংসা হয় না আর ইহাতে গাভী অথবা বাছুর কেহই প্রাণে মারাও যায় না। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।" (গীতা, ১৬।২৪)। মাংস-ভক্ষণের নিষেধ ও নিন্দা শাস্ত্রে বহু স্থানে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু চাউল, যব, গম, শাক-সবজী, দধি-দুগ্ধ ঘৃতাদি সাত্ত্বিক পদার্থ ভোজনের নিষেধ বা নিন্দা শাস্ত্রে কুত্রাপি ত নাই-ই বরং দেহ সুস্থ ও সবল রাখিয়া মন ও বুদ্ধি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া ঈশভজনের জন্য উপর্য্যুক্ত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের আদেশই শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। হিংসা, অহিংসা অথবা পাপ, পুণ্য কিম্বা ধর্ম্ম, অধর্ম্মের নির্ণয় ভ্রম, প্রমাদাদিপূর্ণ মনুষ্য-বুদ্ধিদ্বারা হইতে পারে না—ইহাদের নির্ণয় একমাত্র ঋষিশাস্ত্র-গম্য।

অন্তে মনুসংহিতা ও মহাভারত হইতে মাংসাহার-নিষেধক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।—

মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে—

য ইচ্ছেৎ পুরুষোঽত্যন্তমাত্মানং নিরুপদ্রবম্।
স বর্জ্জয়েন্মাংসানি প্রাণিনামিহ সর্ব্বশঃ॥
—(অনু, ১১৫।৫৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ আত্মার আত্যন্তিক শান্তি কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর মাংস-ভক্ষণ বর্জ্জনীয়। "সর্ব্বশঃ" শব্দ দ্বারা এই বলা হইয়াছে যে, প্রাণ-রক্ষার্থ অথবা দেবতার নিকট বলি দিয়া যাহাকে 'প্রসাদ' বলা হয়, তাহাও বর্জ্জনীয়।

যস্মাৎ গ্রসতি চৈবায়ুর্হিংসকানাং মহাদ্যুতে।
তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েৎ মাংসং য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ॥
—(অনু, ১১৫।৩৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যেহেতু হিংসাকারীর আয়ু নাশ প্রাপ্ত হয়, অতএব আপন কল্যাণকামীর পক্ষে মাংসভক্ষণ বর্জ্জনীয়।

ইজ্যা-যজ্ঞ-শ্রুতিকৃত্যৈর্যো মার্গৈরবুধোঽধমঃ।
হন্যাজ্ জন্তূন্ মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্ নরঃ॥
—(অনু, ১১৫।৪৭)

অর্থাৎ যে অজ্ঞানী ও অধম পুরুষ দেবপূজা, যজ্ঞ এবং বেদোক্ত মার্গের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মাংসের লোভে জীবহিংসা করে, সে ব্যক্তি নরকপ্রাপ্ত হয়।

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধিতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ॥
—(অনু, ১১৬।১১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বাড়াইতে চায়, তাহা অপেক্ষা নীচাশয় আর কেহ নাই, সে অত্যন্ত নির্দ্দয়ী।

ইমে বৈ মানবা লোকে নৃশংসা মাংসগর্দ্ধিনঃ।
বিসৃজ্য বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ মহারক্ষোগণা ইব॥
অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ।
খাণ্ডবান্ রসযোগান্ন তথেচ্ছন্তি যথাঽভিষম্॥
—(অনু, ১১৬।১,২)

অর্থাৎ সংসারে মাংসলোভী ক্রূর মনুষ্য নানাপ্রকারের পবিত্র মিষ্টান্ন, শাক, মিশ্রীযুক্ত ও রসযুক্ত পবিত্র মধুর খাদ্যপদার্থ ত্যাগ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ উত্তম ভোজ্য ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যাহারা মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা মহারাক্ষস ভিন্ন আর কিছু নহে।

কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ।
আক্রম্য মার্য্যমাণাশ্চ ভ্রাম্যন্তে বৈ পুনঃ পুনঃ॥
—(অনু, ১১৬।৩১)

অর্থাৎ মাংসাহারী জীব বহু যোনিতে জন্ম লাভ করিতে করিতে অন্তে কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অপরে তাহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া সে পুনঃ পুনঃ নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

মনুস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে—

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥ —(৫।৪৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন সুখেচ্ছার নিমিত্ত নিরপরাধ জীবের হিংসা করে, সে জীবিত থাকিতেও মৃততুল্য, তাহার কুত্রাপি (ইহলোকে অথবা পরলোকে) সুখলাভ হয় না।

নাঽকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ —(৫।৪৮)

অর্থাৎ কুত্রাপি প্রাণীহিংসা না করিয়া মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণীবধ করিলে স্বর্গলাভ হইতে পারে না। অতএব মাংস-ভক্ষণ ত্যাগ করিবে। অধিকন্তু,

সর্ব্বেষামেব মাংসানাং মহান্ দোষস্তু ভক্ষণে।
নিবর্ত্তনে মহৎপুণ্যমিতি প্রাহ প্রজাপতিঃ॥ —(যমস্মৃতি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ মহা-দোষস্কর আর মাংসভক্ষণ-ত্যাগ মহাপুণ্যজনক। এই কথাই মনু এইভাবে বলিয়াছেন—

> ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যদিগের পক্ষে মাংসভক্ষণে, মদ্যপানে এবং স্ত্রীগমনে কোন ধর্ম্মহানি হয় না, যেহেতু মনুষ্যদিগের মধ্যে এইরূপ ভোগপ্রবণা প্রবৃত্তি সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু বিচারাবলম্বনে এইরূপ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইলে মনুষ্য চিত্তশুদ্ধিক্রমে ভক্তি ও জ্ঞানলাভরূপ মহাফল-লাভে ধন্য হইতে পারে। [এস্থলে ভগবান্ মনু মহাফলদায়িনী নিবৃত্তি-অবলম্বনেরই উপদেশ দিতেছেন।]

মনুস্মৃতি অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

> বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
> মাংসানি চ ন খাদেৎ য স্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥ —(৫।৫৩)

অর্থাৎ যিনি শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এক একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর যিনি কোনও প্রকার মাংস ভক্ষণ করেন না,—এই উভয়ের পুণ্যফল সমান।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

> হিরণ্যদানৈ র্গোদানৈ র্ভূমিদানৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
> মাংসস্যাভক্ষণে ধর্ম্মো বিশিষ্ট ইতি নঃ শ্রুতিঃ॥ —(১১৫।৪৩)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,
অর্থাৎ মাংসভক্ষণ না করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, তাহার তুল্য পুণ্য স্বুবর্ণ-দানে অথবা গো-দানে কিম্বা ভূমি-দানে লাভ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ২৬২ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

তপোভি র্যজ্ঞদানৈশ্চ বাক্যৈঃ প্রজ্ঞাঽশ্রিতৈ স্তথা।
প্রাপ্নোত্যভয়দানস্থ যৎ যৎ ফলমিহাঽশ্নুতে॥
লোকে যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।
স সর্ব্বযজ্ঞৈরীজানঃ প্রাপ্নোত্যভয়দক্ষিণাম্॥
ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন॥
—(২৮, ২৯, ৩০)

অর্থাৎ বহুপ্রকারের তপস্যা, যজ্ঞ, এবং দানের দ্বারা অথবা প্রজ্ঞাযুক্ত উপদেশ হইতে যে ফললাভ হয়, জীবকে অভয় প্রদান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহসংসারে সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় এবং তিনি সকলের নিকট হইতে অভয় প্রাপ্ত হ'ন। অতএব, অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। (অনু, ১১৫।২৫)।

মহাভারত মোক্ষধর্ম্মে ২৬৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে—

যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ।
বৃথা মাংসং ন খাদন্তি নৈষ ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে॥
সুরাং মৎস্যান্ মধু মাংসমাসবং কৃসরৌদনম্।
ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতং হ্যেতন্নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্॥

অর্থাৎ মানবেরা যদি যজ্ঞে, বৃক্ষে বা যূপ-কাষ্ঠে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে আর বলে যে তাহারা বৃথামাংস খায় না, তবে সেই ধর্ম্মও প্রশস্ত (মঙ্গলজনক) নহে অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমঙ্গলের। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মধু, রক্ত ও খেচরী (স্ত্রীরমণ) প্রভৃতি ধূর্ত্তগণের দ্বারা পূজামধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বেদে ইহা উপদিষ্ট হয় নাই।

মার সামনে মার সন্তান বলি দিয়া হত্যা করিয়া মার তৃপ্তি-সাধনের বৃথা চেষ্টায় যে মহান্ অনিষ্ট ও ভীষণ দুঃখ আনিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? বৃহৎ বাংলার জমিদার ও ধনী গোষ্ঠী বহুকাল হইতে শত শত ছাগল ও মহিষ বলিদান দিয়া মায়ের পূজা করাইয়া, কৈ নিজদিগকে অমঙ্গলের হাত হইতে ত রক্ষা করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী ত দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন, ইহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? 'পাপ যে তার বাপকেও ছাড়ে না'—এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও কি আমরা সতর্ক হইব না? মাতৃভক্ত সাধক কি কখন কোনও প্রকারে কোনও প্রাণীর অনিষ্ট করিতে পারেন? তিনি কি কাহারও অমঙ্গলের কারণ হইতে পারেন? কোনও প্রাণী কি তাঁহার নিকট হইতে ভয় অথবা নিরানন্দ পাইতে পারে? মায়ের একটি সন্তানকেও অতৃপ্ত রাখিয়া, কষ্ট দিয়া, মায়ের পূজা করিতে যাওয়া, মাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করা, ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য বাতুলতা মাত্র, ব্যর্থ মাত্র। তিনি যে জগন্মাতা,—সকলেই যে তাঁর সন্তান। মা যে সন্তানদেরই সমষ্টি মূর্ত্তি, সন্তানগণও যে মায়েরই বিগ্রহ,—এই তত্ত্ব ঠিকভাবে না বুঝিলে কি মায়ের পূজার অধিকারী হওয়া যায়? "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না?"—সিদ্ধ সাধকের এই অনুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও দর্শনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে কি মায়ের পূজা করা যায় ?

মাকে চিনিয়া মায়ের উপযুক্ত সন্তান হইবার চেষ্টা কর,—জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

"শূলং শূলী চক্রমাদায় চক্রী, বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।
ধাবত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ, দুর্গা দুর্গা বাদিনাং রক্ষণায় ॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা করেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার অগ্রে অগ্রে শূলহস্তে মহাদেব, পশ্চাতে সুদর্শন হস্তে শ্রীকৃষ্ণ, দুই পাশে বজ্রহস্তে ইন্দ্র ও পাশহস্তে বরুণ সর্ব্বদা গমন করেন।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥"

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা-তত্ত্ববিচার

'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানে 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ লিখিবার সময় 'মৎস্যসূক্ত' হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, অদীক্ষিত মনুষ্যের দোষের মাত্রা এরূপ অধিক যে, তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রসমান। অদীক্ষিতের নিজের অথবা অপরের জন্য তাহার দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে—"অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্॥ তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্বং যাতিহ্যধোগতিম্॥"

কলিযুগে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রজপ করিলে দেবগণ বিশেষরূপে প্রসন্ন হন, তন্ত্রভিন্ন অন্য বিধানে মন্ত্রজপ করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না। সত্যযুগে বেদোক্ত মার্গের, ত্রেতাযুগে স্মৃতিপ্রোক্তের, দ্বাপরে পুরাণোক্তের এবং কলিযুগে আগমোক্ত মার্গের প্রধানতা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"আগমোক্তবিধানেন কলৌ মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥ কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥"

গুরু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু বিচার করা হইয়াছে। পিতার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র-গ্রহণ নিষিদ্ধ। মাতামহ, সোদর কনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষাবলম্বীর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ কর্ত্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। পতি পত্নীকে, পিতা পুত্র অথবা কন্যাকে এবং ভাই ভাইকে দীক্ষা দিবেন না। পরন্তু পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবে তিনি পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারেন, পত্নী শক্তিস্বরূপ হওয়ায় সিদ্ধমন্ত্রের প্রতাপে দীক্ষা দেওয়ার জন্য কন্যাসদৃশ হইয়া যান না, তিনি ভার্য্যারূপেই থাকেন; অথচ অন্যান্য স্ত্রীলোককে দীক্ষাদান করিলে তাহারা কন্যাস্বরূপ হইয়া যায়—"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥ ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্। ন পুত্রং তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥ সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা কন্যকা ভবেৎ॥" (রুদ্রযামলে) অধিকন্তু, গৃহস্থগণ যদি যতি (সন্ন্যাসী), পিতা, বনবাসী ও উদাসীনের নিকট দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাহা কল্যাণদায়িনী হয় না অর্থাৎ সেরূপ দীক্ষা সুফল দান করে না—"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥" (তন্ত্রসারধৃত গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রবচন)। কুল-চূড়ামণিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনাম্। যতীনাং চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥" অর্থাৎ উদাসীনের উদাসীন গুরু, বানপ্রস্থাশ্রমীর বানপ্রস্থ গুরু, যতির যতি গুরু এবং গৃহস্থের গৃহী গুরু প্রশস্ত। কিন্তু গৃহস্থ যদি সৌভাগ্যবশতঃ সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে [সাধারণ নিয়ম অনুসারে] গুরুনির্দ্ধারণ-বিচার ত্যাগ করিয়া যে কোন আশ্রম হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—"যদি

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে! তদৈব তাং তু দীক্ষেত ত্যক্তা গুরুবিচারণম্ ॥" (সিদ্ধযামলে)। যদি ভাগ্যক্রমে সিদ্ধপুরুষ মিলিয়া যায়, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে—"যদি ভাগ্য-বশেনৈব সিদ্ধো হি পুরুষো মিলেৎ। তদৈব দীক্ষাং গৃহ্লীয়াং ত্যক্ত্বা কালবিচারণম্ ॥" (মন্ত্রযোগসংহিতা) আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? যে কেহই ভগবান্ শিবের আশ্রয় গ্রহণে অধিকারী। এক গুরুই তাহাদের দীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু অধিকারীভেদে দীক্ষাবিধি বিভিন্ন রূপ হয়, এইমাত্র প্রভেদ—"বহুনাত্র কিমুক্তেন যোঽপি কোঽপি শিবাশ্রয়ঃ। সংস্কারো গুর্ব্বধীনশ্চেৎ সংস্ক্রিয়া তু প্রভিদ্যতে ॥" (শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা)।

এখন দেখিতে হইবে 'সিদ্ধগুরু' কাহাকে বলে এবং 'সিদ্ধমন্ত্র' কি। সিদ্ধগুরু-সম্বন্ধে 'মেরুতন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—"যঃ ক্ষণেনাত্ম-সামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি। ক্রিয়া-ন্যাসাদি-রহিতঃ স গুরুর্দেব-দুর্লভঃ ॥"—যিনি বাহ্যপূজাহোমাদি ব্যাপারের আয়াস স্বীকার না করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে স্বসামর্থ্য স্বাশ্রিত শিষ্যে সঞ্চার করিতে পারেন, সেই গুরু দেবতারও দুর্লভ। 'যোগবাসিষ্ঠে' উক্ত হইয়াছে—"দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে। জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ ॥"—যিনি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দদ্বারা শিষ্যের দেহমধ্যে মঙ্গলময় শৈবভাব উৎপাদন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। 'শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতায়' উপদিষ্ট হইয়াছে—"গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি। সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্তোঃ পাশোপক্ষয়কারিণী।”—গুরুর দৃষ্টি, স্পর্শ ও বাক্যদ্বারা সন্থ সংজ্ঞা (সম্যক্ আন্তর অনুভব বা জ্ঞান) লাভ হয়, তাহা জীবের বন্ধনসমূহকে সম্যক্ নাশ করে। ‘কুলার্ণবে’ জ্ঞানবতী আন্তর দীক্ষার বিবরণ এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—“স্পর্শাখ্যা দেবি দৃগ্‌দীক্ষা মানসাখ্যা মহেশ্বরি। ক্রিয়া-ন্যাসাদি-রহিতা দেবি দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা॥ যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সমুদ্ধরেৎ শনৈঃ। স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥ স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ। দৃগ্‌ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি॥ যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ। বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ॥”—হোমাদি বাহ্যক্রিয়ার সাহায্য না লইয়াও যে দীক্ষা দান করা হয়, তাহা তিন প্রকার :—স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা ও মানস-দীক্ষা॥ পক্ষী যেমন নিজের পাখার স্পর্শদ্বারা তা দিয়া ডিম্বকোষ হইতে শাবক বাহির করিয়া ঐ স্পর্শযোগেই শাবককে পোষণ করে, সেইরূপে শ্রীগুরু স্বীয় হস্তাদি দ্বারা শিষ্যকে ‘স্পর্শ করিয়া (সংসাররূপ ডিম্বকোষ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিবার মানসে) যে দীক্ষা দেন, তাহাকে ‘স্পর্শদীক্ষা’ নামক উপদেশ বলে॥ মৎস্য যেমন ডিমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ডিম ফুটাইয়া পোনাকে ঐ দৃষ্টি দ্বারাই পোষণ করে, সেইরূপ শ্রীগুরু শিষ্যের প্রতি এক বিশিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দীক্ষা দেন, তাহাকে ‘দৃগ্‌দীক্ষা’ নামক উপদেশ বলে॥ কচ্ছপ যেমন নিজে জলমধ্যে থাকিয়া তীরস্থ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ডিমগুলিকে কেবলমাত্র মননরূপ চিন্তাদ্বারা ফুটাইয়া থাকে এবং ঐ চিন্তাযোগেই বাচ্চাকে পোষণ করে, সেইরূপ সদ্‌গুরু কেবলমাত্র ধ্যান অবলম্বন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া যে দীক্ষা দেন, তাহাকে 'মানসদীক্ষা' বা "বেধদীক্ষা' নামক উপদেশ বলে॥ বাহ্যদীক্ষার উপকরণ প্রধানতঃ ক্ষিতি ও জলে নির্ম্মিত, সুতরাং উহা স্থূল ব্যাপার। কিন্তু আন্তর দীক্ষার উপকরণ তেজ, বায়ু, আকাশ বা মনদ্বারা গঠিত। তেজে 'দৃষ্টি', বায়ুতে 'স্পর্শ', আকাশে 'শব্দ' এবং মনে 'ধ্যান' উৎপন্ন হইয়া চক্ষু, হস্ত, মুখ ও মন দ্বারা এই দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাদের পর পর সূক্ষ্মতাহেতু দৃগ্‌দীক্ষা, স্পর্শদীক্ষা, বাগ্‌দীক্ষা এবং মানসদীক্ষাও ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম লইতে সূক্ষ্মতর ব্যাপার। 'সিদ্ধশঙ্করতন্ত্রে' শক্তিপাতের অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র-লাভের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"লক্ষণং শক্তিপাতস্য প্রবোধানন্দসম্ভবঃ। সা যস্মাৎ পরমা শক্তিঃ প্রবোধানন্দরূপিণী॥ আনন্দ-বোধয়ো র্লিঙ্গমন্তঃস্ফুরণবিক্রিয়া। যয়া স্যুঃ কম্প-রোমাঞ্চ স্বরনেত্রাদি-বিক্রিয়াঃ॥"—শক্তিপাতের (সিদ্ধমন্ত্র-লাভের) চিহ্ন প্রবোধ ও আনন্দ; যেহেতু সেই পরমাশক্তি প্রবোধ ও আনন্দস্বরূপ। প্রবোধ ও আনন্দের চিহ্ন অন্তরে স্ফুরণরূপ বিক্রিয়া। ইহা দ্বারা কম্প, রোমাঞ্চ এবং স্বর ও নেত্রাদি অঙ্গের বিক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি গুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হইলে, শিষ্য প্রবোধ ও আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ শিষ্য এক অপূর্ব্ব জ্ঞান ও নির্ব্বিষয় আনন্দ অনুভব করে। অর্থাৎ তখন শিষ্য বুঝিতে পারে যে, তাহার দেহমধ্যে এক অপূর্ব্ব শক্তির 'প্রবোধ' অর্থাৎ জাগরণ হইয়াছে, এবং সে উহাতে এক নির্ব্বিষয় 'আনন্দ' পাইতেছে। শিষ্যের দেহমধ্যে তখন বিদ্যুতের স্ফুরণ, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠা, অন্তঃস্থ বায়ুর নানারূপ গমন, অন্তঃস্থ অঙ্গের কম্পন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাত্রে সূচীর ফোঁড়ের ন্যায় বোধ, গা ঝিম্-ঝিম্ করা, পৃষ্ঠের মস্তকের বা অঙ্গের মধ্যে পিড়্‌পিড়্‌ বা সিড়্‌সিড়্‌ অনুভব, লোমকূপের ভিতর সামান্য সামান্য তাপযুক্ত স্পন্দন, ইত্যাদি প্রকারের অন্তঃস্ফুরণ প্রকাশ পাইতে থাকে। আর তাহার দেহের বাহিরে কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-বিক্রিয়া (অর্থাৎ মুখ, নাক দিয়া নানাপ্রকার শব্দ বাহির হওয়া) এবং নেত্রাদি-বিক্রিয়া (অর্থাৎ চক্ষু, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গের নানারূপ ভাবভঙ্গী ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া) প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ইহাতে সে অতিমাত্র 'আনন্দ' লাভ করে এবং এক অপূর্ব্ব শক্তির জাগরণ ('প্রবোধ') সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে। 'কুলার্ণবে' উক্ত হইয়াছে—"আনন্দশ্চৈব কম্পশ্চোদ্ভবো ঘূর্ণা কুলেশ্বরি। নিদ্রা মূর্চ্ছা চ বেধস্য ষড়বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ দৃশ্যন্তে ষড়্‌গুণাহ্যেতে বেধনেন কুলেশ্বরি। বেধিতো যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্ মুক্তো ন সংশয়ঃ॥" —বেধদীক্ষা লাভ হইলে (অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা দীক্ষিত হইলে পর) আনন্দ, কম্প, উদ্ভব (ভূমি হইতে উত্থান, বা ভেকগতি, বা বায়ুর ঊর্দ্ধগমন), ঘূর্ণা, নিদ্রা ও মূর্চ্ছা—এই ছয়টি অবস্থা প্রকাশ পায়। এই ছয়গুণ যাঁহার মধ্যে দেখা যায়, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিয়াই নিশ্চয় মুক্ত।

গুরুপরম্পরা আগত যে শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ পরম শৈবীশক্তি। শ্রীগুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যে ইহা সম্পাতিত হইলে, ইহা সুস্পষ্ট চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়; তখন ইহা 'আজ্ঞা' নাম ধারণ করে (কারণ ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করে, শিষ্যও সেইরূপ এই সম্পাতিত শক্তির আন্তর সঙ্কেতরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ্ঞা দ্বারাই সর্ব্বত্র কর্ম্ম করিতে থাকে)। এই গুরুশক্তি সম্পাতিত না হইলে তত্ত্বসমূহের স্বরূপ, ব্যাপ্তি এবং বিশুদ্ধির উপায় কেহই জানিতে সমর্থ হয় না। "শক্তিপাত-সমাযোগাদ্ ঋতে তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ। তদ্ব্যাপ্তিস্তদ্বিশুদ্ধিশ্চ জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে॥ শক্তি-রাজ্ঞা পরা শৈবী চিদ্রূপা পরমেশ্বরী॥" (শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব্বভাগ)। সিদ্ধমন্ত্র লাভ হইলে শিষ্যের অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ-পুলক-কম্পাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া শ্রীগুরু জানিয়া নেন যে, 'ঈশ্বরের শক্তি শিষ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছে' এবং ইহা বুঝিয়া তিনি দীক্ষাদানের কৃতকৃত্যতায় নিশ্চিন্ত হন, এবং শিষ্যও এই সকল চিহ্ন দেখিয়া স্থিরনিশ্চয় ও বিশ্বাসবান্ হন যে, তাঁহার দীক্ষা ঠিক হইয়াছে, এবং সদগুরু-কৃপা লাভ হইয়াছে।

মন্ত্রদীক্ষা বিশুদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যাপার; অতএব এই বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণই সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য। শাস্ত্র-প্রামাণ্য হইতে বিচলিত হইলে পর দীক্ষার মাহাত্ম্য হীন হইয়া যায়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" এই শ্লোকে শ্রীভগবানের বাণীতে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধকে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেই হইবে। শাস্ত্র বলেছেন—দীক্ষা গ্রহণে আত্মোন্নতি হয়, পরমার্থ লাভ হয়। তুমি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী হয়ে দীক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথা থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কোথা থেকে উচিত নয়, এই সমস্ত বিধি-নিষেধমূলক শাস্ত্র তোমার বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খেল না বলে তুমি স্বেচ্ছাচারী হয়ে শাস্ত্রবাক্যকে লঙ্ঘন করে যথেচ্ছ দীক্ষা গ্রহণ করলে। কি লাভ করলে? কিছুই না। উল্টা 'আমি অমুকের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি' এই গর্ব্বে অপরকে হীন দেখতে শিখে পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে লাগলে। যতদিন ভাবাতীত অবস্থায় না যাচ্ছ, ততদিন শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলিকে অভ্রান্ত মনে করে মেনে না চল্লে সাধন-সোপানে একটুও উঠতে পারবে না, চিরজীবন যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে যাবে।

বর্ত্তমানে বাস্তবক্ষেত্রে এই সত্য দেখতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহস্থের শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় অথবা স্বেচ্ছায় শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে গৃহস্থ সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান না করে অন্য আশ্রম থেকে দীক্ষিত হচ্ছেন। এতে কেবল শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে অবিধিপূর্ব্বক দীক্ষা-গ্রহণে একটা প্রত্যবায়ের সৃষ্টি হয় মাত্র। গত ৫০ বছর থেকে এই দেশে একটা ঢেউএর মত চলেছে, গৃহস্থেরা বিনা বিচারে দেখাদেখি শুনাশুনি 'যেখানে চমৎকার সেখানে নমস্কার' করে চলেছেন, চমৎকার আসল বা নকল তা দেখবারও যেন তাদের অবসর নেই, অজ্ঞাতকুলশীলের নিকট হইতেও শীঘ্রাতিশীঘ্র দীক্ষা নিয়ে সাময়িক কৃতার্থতা বোধ কচ্ছেন! অজ্ঞাতকুলশীল গুরুকরণ-সম্বন্ধে 'কৌশিক-সংহিতা'র শ্রীমদ্‌ভাগবত-মাহাত্ম্য-প্রকরণে একটি শিক্ষাপ্রদ সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।—একজন বৈশ্য নিজের নির্ধনতা, বাণিজ্যে নিষ্ফলতা ও পারিবারিক দুরবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহর্ষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাঙ্খ্যায়নের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বলিলেন—'তুমি পূর্ব্বজন্মেও বৈশ্য ছিলে। সেই জন্মে তুমি সন্ন্যাস নিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া বহু ধন সংগ্রহ করিয়াছিলে। মরণের পর সেই পাপের ফলে তোমাকে লালাভক্ষ, শূকরমুখ প্রভৃতি বহু প্রকার নরক ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইবার তুমি দরিদ্র বৈশ্যকুলে এই জন্ম পাইয়াছ।' এই সম্বন্ধে 'কৌশিকসংহিতায়' উক্ত হইয়াছে—"উচ্ছিষ্টং প্রাশয়েদ্ বিপ্রান্ মোহাৎ স্নেহাদ্ধঠাচ্চ যঃ। সর্ব্বাগ্রভোজী বৈ মূঢ়ো লালাভক্ষং প্রয়াতি সঃ॥ যো হীনশ্চোত্তমং বর্ণং শিষ্যত্বে বিনিযোজয়েৎ। স শূকরমুখং যাতি তাড্যমানো যমানুগৈঃ॥ আত্মোদ্ধারকতাশক্তিঃ পরোদ্ধারকতা চ যা। শক্তী দ্বে ঈশরচিতে স্বোদ্ধারঃ সর্ব্বসংস্থিতঃ॥ পরোদ্ধারো ন সর্ব্বত্র বৈশ্য হি ব্রাহ্মণং বিনা। বিপ্রেন্দ্রে এব বর্ত্তেতে তস্মাদ্ বিপ্রো গুরুর্ভবেৎ॥ অতঃ সর্ব্বং কৃতং বিপ্রৈর্জপহোমার্চ্চনাদিকম্। লভতে সর্ব্বলোকোহয়ং নান্যজাতি কৃতং ক্বচিৎ॥ অলাভে বিদুষো বিপ্রজাতিমাত্রপরিগ্রহঃ। অতো বিপ্রঃ সর্ব্বপূজ্যঃ সর্ব্বদা সুখহেতবে॥ কিঞ্চেদমপি জানাতি ন বিপ্রঃ শূদ্রপূজকঃ। বিপ্রস্যৈব প্রব্রজ্যাস্তি নান্যবর্ণস্য কর্হিচিৎ॥ আচার্য্যত্বং ব্রাহ্মণস্য স্থাপিতং পদ্মযোনিনা। নান্যবর্ণস্য জায়েত তপ আদিভিরত্র যৎ॥ ন হি জাতিপরা বৃত্তিশ্চিহ্নমাত্রপরিগ্রহাৎ। ন নাপিতো ব্রাহ্মণতাং যাতি সূত্রপরিগ্রহাৎ॥" অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি মোহ, স্নেহ অথবা হঠকারিতাবশতঃ সকলের আগে স্বয়ং ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, সে লালাভক্ষ-নরকে গমন করে। যে হীনবর্ণ মনুষ্য নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণের মনুষ্যকে নিজের শিষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকে, সে যমরাজের দূতগণ কর্ত্তৃক প্রহার খাইতে খাইতে শূকরমুখ নরকে উপস্থিত হয়। নিজ আত্মার উদ্ধারকারিণী এবং অপরের আত্মার উদ্ধারকারিণী—এই উভয় শক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে আত্মোদ্ধারকতা শক্তি সকলের পক্ষে সমান। হে বৈশ্য! পরোদ্ধারকতা শক্তি সকলের পক্ষে সমান নহে। এই শক্তি ত একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেই বিদ্যমান থাকে; এই কারণে ব্রাহ্মণই গুরু হইয়া থাকেন। এইহেতু ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃত জপ, হোম, দেবপূজন প্রভৃতির ফল সকল লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যজাতিদ্বারা কৃত জপাদির ফল সকলে প্রাপ্ত হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণদ্বারা জপহোমাদি করাইবার আদেশ শাস্ত্রে রহিয়াছে। অতএব সর্ব্বদা সুখলাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য। ইহা ত তুমি জানই যে, ব্রাহ্মণ কখন শূদ্রের পূজা করেন না। প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাসবিধি একমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যই শাস্ত্রে নিশ্চিত রহিয়াছে, অন্য জাতির জন্য সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রে নাই। পদ্মযোনি ব্রহ্মা আচার্য্যত্বের (গুরুত্বের) স্থাপনা ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। এই জন্মে তপস্যা আদি দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্যত্ব অর্থাৎ গুরুত্ব লাভ হইতে পারে না। যেমন উপবীত ধারণ করিলেই নাপিত ব্রাহ্মণ হইয়া যায় না, তেমনি ব্রাহ্মণের বহিশ্চিহ্ন ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতি-পরিবর্ত্তন হয় না।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণের বহিশ্চিহ্ন উপবীত আদি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অন্তশ্চিহ্ন সদাচার, তপস্যা প্রভৃতি পালনকারী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেন স্বীকার করা হইবে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—ব্রাহ্মণবর্ণে জন্মই প্রধান, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্বের সহায়ক, উন্নায়ক। কলিযুগে তপস্যা প্রভৃতির হ্রাস হইয়া যাইবে, এই কারণে শাস্ত্রে বীর্য্যের প্রধানতার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—"কলৌ ব্রাহ্মণতা বীর্য্যাৎ তপশ্চর্য্যাদিনা ন হি। শুদ্ধংত্বশুদ্ধতামেতি শোধনাচ্ছুধ্যতে পুনঃ॥ যচ্চ স্বভাবতোঽশুদ্ধং তস্য শুদ্ধির্ন জায়তে। যথা ভস্মাগ্নিসংযোগাৎ তৈজসং শুধ্যতে পুনঃ॥ মূত্রং শুদ্ধির্ন্নাপ্নোতি গঙ্গাম্ভঃপ্লবনাদপি॥" অর্থাৎ কলিযুগে বীর্য্য হইতেই (জন্ম হইতেই, জন্ম দ্বারাই) ব্রাহ্মণতা মান্য। যে ব্যক্তি বীর্য্যদ্বারা (অর্থাৎ জন্ম হইতে) ব্রাহ্মণ নহে, সে এই জন্মেই তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যাহা স্বভাবতঃ জন্ম হইতে শুদ্ধ, তাহা যদি কোন কারণে অশুদ্ধ হইয়া যায়, শোধন করিলে পর তাহা পুনঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন তৈজস পদার্থ সুবর্ণ, রজত আদি মলের সংযোগে অশুদ্ধ হইলে পর ভস্ম, অগ্নি, জল প্রভৃতির সংসর্গে পুনঃ শুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মল-মূত্রাদি গঙ্গাজলে ধুইলেও শুদ্ধ হইতে পারে না।

যেমন নিজ অপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে দীক্ষাদানকারী ব্রাহ্মণেতর মনুষ্য নরকগামী হইয়া থাকে, তেমনি নিজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মণও কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকে পতিত হয়। সাঙ্খ্যায়ন মহর্ষি বলিয়াছেন—"তে শিষ্যা নিখিলা জগ্মুর্হীনগুরুধারণাৎ শিষ্যাঃ ক্রমশো নরকান্ বৈশ্য কুম্ভীপাক-মুখান্ বহূন্॥" অর্থাৎ হে বৈশ্য! তোমার সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ শিষ্যও হীনবর্ণের গুরু ধারণ করার দরুণ কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিত হইয়াছিল। তুমিও নরকভোগের পর এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ।

যে গুরু শ্রেষ্ঠ বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র হীনজাতীয় ব্যক্তিকে দান করে, সেই নিন্দনীয় নীচ গুরু সেই শিষ্যের সহিত অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কে কোন্ মন্ত্রের অধিকারী, ইহার ধ্যান রাখা পরমাবশ্যক। মন্ত্রপ্রদাতা গুরু এবং মন্ত্রগ্রহীতা শিষ্য উভয়েরই অধিকার শাস্ত্রে নিয়মিত রহিয়াছে। সকলেই সকল মন্ত্রের অধিকারী নহে। বৈদিক, তান্ত্রিক, মিশ্র এবং লৌকিক মন্ত্র অধিকারভেদে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। দ্বিজবর্ণের জন্য বৈদিক মন্ত্র ; শূদ্র এবং অনুলোম সঙ্কর জাতিদিগের জন্য তান্ত্রিক মন্ত্র ; এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিলোম সঙ্করজাতির জন্য লৌকিক মন্ত্র বিহিত। এই সম্বন্ধে 'ভারদ্বাজ-সংহিতা' প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"শূদ্রানুলোমজাতিনাং মন্ত্রাঃ স্যুস্তান্ত্রিকাঃ পরম্॥ ৫৩॥ ভাষাখ্যা লৌকিকা মন্ত্রাঃ প্রপত্ত্যর্থবিভাবনাঃ। সর্ব্বেভ্যঃ প্রতিলোমেভ্যো দেয়া কামং দ্বিজাতিভিঃ॥ ৫৪॥ মন্ত্রং নিয়তমন্ত্রাণাং যো হীনায় প্রযচ্ছতি। স বৈ হীনগুরুর্নিন্দ্য স্তেন সার্দ্ধং পতত্যধঃ॥ ৫৫॥"

যে কোন অধিকারী শ্রদ্ধা ও নিজ অধিকার অনুসারে 'অধিকারী' গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ ফল লাভে ধন্য হইতে পারেন। অধিকারে ভেদ থাকিলেও অধিকার অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে পর ফলে কোন ভেদ থাকে না। ইহাই সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের পরম উদার বিশিষ্টতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম-অনুসারে জন্মতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই মন্ত্রদাতা গুরু অথবা পুরোহিত হইতে পারেন না এবং সন্ন্যাসবেশ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম প্রবেশের অধিকার জন্মতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভক্ষ্যাভক্ষ্য'-সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত

যদি জিজ্ঞাসা কর—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণবিদ্যাপ্রকরণে যে "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চ নানন্নং ভবতি" (৫-২-১) এই প্রাণবিদ্যায় অভিজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণোপাসকের পক্ষে কিছুই অনন্ন (অভক্ষ্য) নহে, সকলের অন্নই তাঁহাদের ভক্ষ্য,—এইরূপ উক্তি আছে, এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাণবিদ্যার প্রসঙ্গে যে "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতম্" (৬-১-১৪) এই প্রাণোপাসকের পক্ষে অনন্ন (অভক্ষ্য) ভক্ষিত হয় না ও অভক্ষ্য প্রতিগ্রহণ করা হয় না, অর্থাৎ এই জ্ঞানী পুরুষ সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারেন ও সমস্তই গ্রহণ করিতে পারেন,—এইরূপ শ্রুত হয়, এই যে সর্ব্বান্ন-ভোজনের অনুমতি, ইহা কি "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (বৃহদা০ ৪-৪-২৩) সেই হেতু জ্ঞানী ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মাতেই (ব্রহ্মাবগাহিনী বুদ্ধিতেই) আত্মাকে (নিজ স্বরূপ) সাক্ষাৎ করিবে,—ইহা যেমন জ্ঞানার্থীর পক্ষে সর্ব্বদা শম-দমাদি সাধনার শ্রৌত বিধি, সেইরূপ প্রাণোপাসকের জন্য অভক্ষ্য-ভক্ষণের বিধি? অথবা স্তুতির জন্য কথিত হইয়াছে?

ইহার উত্তর এই—না, শ্রুতি সর্ব্ববিধ অন্নই নির্ব্বিচারে ভক্ষণ করিবার বিধি দেন নাই। তবে

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে, তদ্দর্শনাৎ ॥

(বেদান্তদর্শন, ৩-৪-২৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[প্রাণাত্যয়ে] ভোজনের অভাবে প্রাণ যায় যায়, এমন বিপত্তির সম্ভাবনা হইলে [সর্ব্ব-অন্ন-অনুমতিঃ চ] প্রাণরক্ষার নিমিত্তই সর্ব্ববিধ অন্নভোজনের শ্রুতি অনুমোদন করেন ; [তৎ-দর্শনাৎ] যেহেতু "মটচীহতেষু কুরুষু" (ছান্দোগ্য, ১-১০-১) এই ব্রাহ্মণে দুর্ভিক্ষবশতঃ আপৎপ্রাপ্ত অর্থাৎ ভোজনের অভাবে মৃততুল্য চাক্রায়ণ ঋষির উপাখ্যানে সেইরূপই দেখা যায়।

ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রাগ্নিদগ্ধ কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, কোন হস্তিপালকদিগের গ্রামে বাসকালে অন্নাভাবে প্রাণসংশয় উপস্থিত হওয়ায়, ব্রহ্মোপাসনার সমাপ্তি আকাঙ্ক্ষায় জীবনরক্ষার নিমিত্ত কুল্মাষ (কুৎসিৎ মাষকলাই)-ভোজী কোন হস্তিপালকের নিকট খাদ্য ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। ঐ হস্তিপালক "আমার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য খাদ্য নাই" এইরূপ বলিলে, তিনি সেই উচ্ছিষ্টই প্রার্থনা করেন। সে তাহাই দান করিলে তিনি তাহাই ভক্ষণ করেন, কিন্তু উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন—"তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে"। তাহার উত্তরে হস্তিপাল "এই যে কুল্মাষ খাইলেন ইহা কি উচ্ছিষ্ট নহে ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন—"এই অন্ন না হইলে আমার প্রাণবিয়োগ হইত, সেই জন্য তোমার উচ্ছিষ্ট মাষ ভক্ষণ করিলাম, কিন্তু এখন আমি অন্যত্র গিয়া জল গ্রহণ করিতে পারিব, সুতরাং তোমার প্রদত্ত জল আমি গ্রহণ করিব না" (ছান্দোগ্য, ১-১০-৪)। শ্রুতি এই উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে, প্রাণবিয়োগ-সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল প্রাণরক্ষার নিমিত্তই উচ্ছিষ্ট ভোজন অর্থাৎ অভক্ষ্যও ভক্ষণ করা যাইতে পারে, পরন্তু প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা না থাকিলে উচ্ছিষ্ট জলপানও নিষেধ। ইহার দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইল যে, কেবল প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, নতুবা অবৈধ আহার গ্রহণ করিতে শ্রুতি কুত্রাপি বিধি দেন না। অতএব, সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতিবিধায়ক বাক্য অর্থবাদমাত্র—প্রশংসামাত্র।

"প্রাণোপাসকের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলের অন্নই তাঁহার ভক্ষ্য"—একথার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ঐরূপই ভাবনা করেন, তিনি সর্ব্বত্রই প্রাণের খেলা দেখিতে অভ্যাস করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সংসারের যাবতীয় পদার্থই এক মহাপ্রাণশক্তির স্পন্দন মাত্র, এক মহাপ্রাণ-সমুদ্রের নানা ভাব মাত্র, তিনি যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহা ঐ মহাপ্রাণ-সমুদ্রেই নিক্ষেপ করেন। তাঁহার বিচারে ভক্ষণের অর্থ "প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞ," প্রাণ-সমুদ্রের নানা ভাবের প্রাণেই বিলয়—সুতরাং "প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য বলিয়া কিছুই নাই" (ছান্দোগ্য, ৫-২-১), একথার অর্থ এই নয় যে, তিনি সর্ব্বভক্ষী, যেখানে যাহা পান তাহাই ভক্ষণ করেন, গাছ পাথর বিষ্ঠা মূত্র সবই ভক্ষণ করেন।

বস্তুতঃ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলে সর্ব্বদা ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বিশেষভাবে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারের উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ভক্ষ্যাভক্ষ্য-নিয়ামক শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়েও কোন বাধা উপস্থিত হয় না—

অবাধাচ্চ ॥ (বেদান্তদর্শন, ৩-৪-২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" (ছান্দোগ্য, ৭-২৬-২) বিশুদ্ধ আহার করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়, আর চিত্তশুদ্ধি হইলে ব্রহ্মবিষয়িণী নিশ্চলাস্মৃতি উৎপন্ন হয়,—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে যে আহারশুদ্ধির বিধান রহিয়াছে, ঐ বিধানের সার্থকতারক্ষার নিমিত্তও ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে যে সর্ব্বান্নভোজনের অনুমতি, তাহা কেবল আপৎকালের জন্যই, সার্ব্বকালিক নহে।

'পাশুপতব্রহ্মোপনিষদে' কথিত হইয়াছে—

"অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যা তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ।
আহার-শুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধি র্ভবতি স্বতঃ।
চিত্ত-শুদ্ধৌ ক্রমাজ্ জ্ঞানং ক্রট্যন্তে গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্॥"

অর্থাৎ অভক্ষ্য না খাইলে মন বিশুদ্ধ হয়; শুদ্ধ পবিত্র আহারে মন আপনিই শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইয়া শান্ত হইলে ক্রমে জ্ঞান জন্মে এবং সর্ব্বসংশয় নাশ হইয়া যায়।

'দেবী ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে—

"আহার-শুদ্ধ্যা নৃপতে! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম॥"

(৬-১১-৫০)

হে মহারাজ! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে ধর্ম্ম (ভগবান্) প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক অতি নিকট। আহারকে ধর্ম্মের ভিত্তি বলিতে পারা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শিবসংহিতায়' উক্ত হইয়াছে—

'চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে।

তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ॥" (৭-৫)

অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম সার অংশে মন পুষ্ট হয়। অতএব, শুদ্ধ অন্নগ্রহণে মন শুদ্ধ হইয়া থাকে।

'ছান্দোগ্যোপনিষদ্' ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"অন্ন-মশিতং ত্রেধা বিভজ্যতে। তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যমস্তৎ মাংসম্। যোঽনিষ্ঠস্তন্মনঃ॥" (৫-১) অর্থাৎ অন্নের সূক্ষ্মতম অংশে মন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, আহারের শুদ্ধতা-সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তারপর আবার, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী এই উভয়ের পক্ষেই আপৎকাল উপস্থিত হইলে প্রাণরক্ষার নিমিত্তই সকলের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

অপি চ স্মর্য্যতে॥ (বেদান্তদর্শন, ৩-৪-৩০)

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" কোন ব্যক্তি প্রাণ যায় যায় এরূপ অবস্থায় যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেও, পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত লিপ্ত হয় না, তিনিও তেমনই তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইবেন না, —এই স্মৃতিবাক্য সকলের পক্ষেই আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি দিয়াছেন। আবার স্বাভাবিক অবস্থায়ও অনন্নের (অগ্রাহ্য বস্তুর) বর্জ্জনের আদেশ (বিধান) স্মৃতিতে রহিয়াছে—"মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ, সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাষিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ।” ব্রাহ্মণ নিত্যই (সর্ব্বকালেই) মদ্য বর্জ্জন করিবেন, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপান করে, [রাজা] তাহার মুখে উষ্ণ (গরম) মদ্য সেচন করিবেন, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ অভক্ষ্যের ভক্ষণহেতু ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

শব্দশ্চাতোঽকামকারে॥ (বেদান্তদর্শন, ৩-৪-৩১)

[অতঃ চ] এই জন্যই আবার [অকামকারে] স্বেচ্ছাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে [শব্দঃ] শ্রুতিবাক্যও আছে।

“তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ” এই নিমিত্ত অর্থাৎ আমি পাপ দ্বারা যেন স্পৃষ্ট না হই, এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না,—কঠসংহিতায় সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের প্রতিষেধক এই বাক্য যথেচ্ছ অভক্ষ্য ভক্ষণ (স্বেচ্ছাচারিতা) নিবারণের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, কেবল ভোজনের অভাবে প্রাণবিনাশ সম্ভাবনাতেই যাহার তাহার নিকট হইতে যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় নহে; স্বাভাবিক অবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করা সাধকের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। এমন কি, যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে স্থিত হইয়া সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত হইয়াছেন, যাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন “কো বিধিঃ কো নিষেধঃ”, তাঁহার পক্ষেও লোকালয়ে বিচরণ করিবার সময় অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য এই নিয়ম পালন করা একান্ত প্রয়োজন; কারণ শ্রেষ্ঠানুসারী সাধারণ মনুষ্যগণ হইয়া থাকে। তারপর বিচার করিলে জানা যায় যে, তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনওরূপ অনাচার করা সম্ভবই নহে, কারণ, তিনি বহু জন্ম অনাচার ও অসংযম পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচার ও সংযমের দৃঢ় সাধনার দ্বারাই পরমার্থলাভে ধন্য হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং তিনি অনাচারে একান্তই অনভ্যস্ত। জ্ঞান লাভের পর তাঁহার নূতন কোন কর্ম্ম হয় না, প্রারব্ধবশে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় কর্ম্ম করিয়া যায় মাত্র। যদিই বা অতিপ্রবল প্রারব্ধবশে কোনও জীবন্মুক্ত পুরুষদ্বারা কোনও অনাচার (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য) হইয়াও যায়, তাহা হইলেও তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় নহে, কিম্বা সেইজন্য, শাস্ত্র অনাচারের বিধি দিয়াছেন, এরূপও বলা যায় না। অতএব, ব্রহ্মোপাসক অথবা প্রাণোপাসকও ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার করিবেন, অন্য উপাসক ত করিবেনই। সর্ব্বদা মনে রাখিবে—'দেবী ভাগবত' বলেন—

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি, নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥"

ষড়ঙ্গ-সমন্বিত বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও যদি কেহ আচার-বর্জ্জিত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বেদও তাহাকে পবিত্র করেন না; পরন্তু জাতপক্ষ বিহগ-শিশু যেমন মাতৃকুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অধীত বেদরাশি মৃত্যুকালে এই অনাচারী বেদাধ্যায়ীকে পরিত্যাগ করেন।

শাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত সদাচার নাগপাশ নহে, বরং মৃত্যুপাশ হইতে উদ্ধার পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। অসংযত জীবনে ইহা নাগপাশরূপে প্রতীয়মান হইলেও সংযম-ভূষিত জীবনে ইহা যে পাশবদ্ধ জীবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তির উপায় তাহা প্রতিভাত হয়। আর এই সদাচার বা সংযম শুধু ব্যক্তিবিশেষের পাশ বিমোচনের উপায় নহে, পরন্তু ব্যক্তি, জাতি, দেশ, মহাদেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী এই সংযম-সেবা করিলে স্ব স্ব নাগপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে। সংযম সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥

এই পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু বর্ত্তমান, তাহা একটি মাত্র জীবের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে; ইহাই মনে করিয়া জীব উপশান্ত হইবে, মনকে ইন্দ্রিয় গ্রামের সহিত অন্তঃ সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপ করিয়া উপরত হইবে।

'ইতি মত্বা শমং ব্রজেৎ'—এই উপদেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহা মননমূলক উপশম। কিন্তু এই মনন-মূলক শান্তিপর্ব্বে মানব ততদিন অনধিকারী থাকিবে, যতদিন তাহার মন সদাচারপূত না হইবে। বায়ুচালিত দীপশিখা যেমন দাহ্য পদার্থের জলীয় অণুসমূহকে ধূমরূপে নিষ্কাশিত করিয়া স্বয়ং সেই ধূমলেখার আবরণে আবৃত হইয়া থাকে, প্রাণচালিত জ্যোতির্ম্ময় মনও সেইরূপ অন্তর্নিহিত কর্ম্মসংস্কারকে বাহিরে দেহরূপে নিষ্কাশিত করিয়া স্বয়ং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। স্থূল দেহের সংঘাতবদ্ধ অণুগুলি যে পর্য্যন্ত সদাচারের অনুশীলনে, প্রাণের বিলোম আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত না হয়, তাবৎকাল চিত্ত বিশোধিত হয় না, অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মনন-মূলক উপশমের অনধিকারী। সদাচার সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই সাধারণ কথা। কিন্তু বিশুদ্ধ আহার সকলের মূলে। আহার-শুদ্ধি ভিন্ন লৌকিক অলৌকিক কোন প্রকার কর্ম্মই সাধুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মদর্শনও আহার-শুদ্ধি-সাপেক্ষ। এইজন্যই ভগবতী শ্রুতি বলেন—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতি-প্রতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছান্দোগ্য ৭-২৬-২)। আহার-শুদ্ধিতে চিত্ত সত্ত্বগুণ-দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্ম-স্মৃতি অটল হয়, স্মৃতিলাভে সর্ব্ব অবিদ্যাগ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং মানবাত্মা মুক্তি লাভ করেন।

অন্তঃশক্তিনিচয়ের স্পন্দনেই জীবের দেহ-যন্ত্র ও জগৎ-যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। ভগবতী শ্রুতি এই অন্তঃশক্তিনিচয়কে মন, প্রাণ ও বাক্ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শক্তিনিচয় বহির্জ্জগৎ হইতে (বিরাট শক্তির নিকট) স্বকর্ম্মানুরূপ অন্ন সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। বহির্জ্জগতের অন্ন দ্বারা মন উপচিত হয়, জল দ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত হয়, তেজদ্বারা বাক্ পুষ্টি লাভ করে। বহির্জ্জগতের অন্ন, জল ও তেজ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। ভোক্তা যে প্রকার অন্ন-জলাদি দ্বারা মন, প্রাণ ও বাক্‌কে পরিপুষ্ট করেন, তদীয় মন-প্রাণাদি তদনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্বারা যাহার মন-প্রাণাদি পুষ্টিলাভ করে, তাহার মন সাত্ত্বিক স্পন্দনে, শুভ চিন্তায় শুভ সংকল্পে তদীয় ক্রিয়া শক্তি ও বাক্ শক্তিকে সুপথে পরিচালিত করে; এইরূপ সাত্ত্বিক হৃদয়ে অসাধু চিন্তার অবসর নাই, এইরূপ ব্যক্তির হস্তপদাদি অকার্য্য-করণে সতত বিমুখ, এই সাধু পুরুষের বাক্‌যন্ত্র অবাচ্য-বচনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে রজঃপ্রধান খাদ্যগুলি বিক্ষেপক বা উত্তেজক। এই বিক্ষেপ বা উত্তেজনা জীব-হৃদয়কে বিষয়-মরীচিকায় লুব্ধ করিয়া তুলে, পরিশেষে জীবকে দুঃখ, শোক ও রোগ যাতনায় দগ্ধ করিয়া মৃত্যুপথে অগ্রসর করে। আর তামসিক খাদ্যগুলি নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য দ্বারা জীবকে জীবিতোদ্দেশ্যে মূঢ় করিয়া থাকে। অতএব, যাহারা ব্যক্তি ও জাতির কল্যাণকামী হইয়াও যদৃচ্ছা আহার ও বিহারের জন্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেন, তাহারা সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াও বুদ্ধির মলিনতায় বিপথে প্রস্থিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

'কূর্ম্মপুরাণে' কথিত হইয়াছে—

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥"

অর্থাৎ অন্নদাতার সমস্ত পাপ অন্নমধ্যে বর্ত্তমান থাকে। অতএব, যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে অন্নদাতার পাপ ভক্ষণ করে।

"অন্নদোষেণ চিত্তস্য কালুষ্যং সর্ব্বদা ভবেৎ।
কলুষীকৃতচিত্তানাং ধর্ম্মঃ সম্যঙ্ ন জায়তে॥
অধর্ম্মো ধর্ম্মরূপেন বিভাতি চ ন সংশয়।
স্বয়ং ভাতি পরং ব্রহ্ম, ন ভাতি, চাবভাসতে॥
ব্রহ্মবিদ্যাভিবাঞ্ছা চ কদাচিন্নৈব জায়তে॥
মণিমন্ত্রৌষধৈর্বহ্নিঃ সুদীপ্তোঽপি যথেন্ধনম্।
প্রদগ্ধুং নৈব শক্তঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধস্তথৈব চ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানাগ্নিরপি সংজাতঃ সুদীপ্তঃ সুদৃঢ়োঽপি বা।
প্রদগ্ধুং ন চ শক্তঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধস্তু কিল্বিষম্॥"
—(পরাশরঃ)

অর্থাৎ অপবিত্র অন্ন ভোজন করিলে চিত্ত সর্ব্বদা পাপে লিপ্ত থাকে এবং পাপলিপ্ত চিত্তে ধর্ম্মভাবের পূর্ণ উদয় হইতে পারে না। ঐরূপ চিত্তে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা নিঃসংশয় এবং স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্ম তাহাতে প্রকাশ পান না, তিনি ভিন্নরূপে প্রকাশ পান, আর ঐরূপ চিত্তে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা কখনও জাগ্রত হয় না। মণি, মন্ত্র ও ঔষধি দ্বারা প্রতিবন্ধপ্রাপ্ত হইলে সুদীপ্ত অগ্নিও যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ দুষ্টান্ন-প্রভাবে উৎপন্ন অসত্যভাষণ, পরনিন্দা, বিষয়লাম্পট্য, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি অন্তরায়প্রাপ্ত সুদীপ্ত ও সুদৃঢ় জ্ঞানাগ্নিও পাপদহনে সক্ষম হয় না।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, অধুনা লোক উপনিষৎ ও গীতাবাদী হইয়া শুষ্কজ্ঞানী—বাচিক জ্ঞানী হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান সবগুলিই আবশ্যক। বিনা অনুষ্ঠানে, আচারবর্জ্জিত শুষ্ক আবৃত্তিতে শাস্ত্রের প্রতি সমাদর করা হয় না এবং তাহাতে ধর্ম্ম না হওয়ায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভও ঘটে না। কারণ, শ্রুতিস্মৃতি-উপদিষ্ট শিষ্টসম্প্রদায়-প্রাপ্ত আচার-পরিপালনই পরম ধর্ম্ম। তাই মনু বলিয়াছেন—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।"

কিন্তু যিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আচারবর্জ্জিত, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শাস্ত্রাধ্যয়ন পণ্ড পরিশ্রম মাত্র—তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লব্ধ হয় না। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে"

অর্থাৎ যে দ্বিজ আচারভ্রষ্ট সে বেদাধ্যয়ন করিলেও তাহার ফল-ভাগী হইতে পারে না।

শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া স্ব স্ব অধিকার অনুসারে যে 'সামান্য ধর্ম্মের' পালন এবং 'বিশেষ ধর্ম্মের' অনুষ্ঠান, তাহাই ধর্ম্মের নিদান—তাহাই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভের সোপান। তাই শ্রীভগবান্ গীতাস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"

অর্থাৎ মনুষ্য স্ব স্ব অধিকার অনুরূপ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি—মুক্তির দূরতর কারণ যে চিত্তশুদ্ধি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা গীতাশাস্ত্রের—গীতাশাস্ত্রের কেন, বেদ ও বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রের,—সার কথা।

পরম নিঃশ্রেয়সই সকলের কাম্য—সকল শাস্ত্রের লক্ষ্য। তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতেই সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞান অশুদ্ধচিত্তে উদিত হয় না। ধর্ম্মাচরণ বিনা চিত্তশুদ্ধি সম্ভব নহে। এ সমস্ত অর্বাচীনের প্রলাপ নহে; বেদেরই নির্দ্দেশ। 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকে' শ্রুতি বলিতেছেন "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি। তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" অর্থাৎ ধর্ম্মের দ্বারাই পাপক্ষয় হয়; সেই কারণেই ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ধর্ম্ম কি? মীমাংসাদর্শনকার মহর্ষি জৈমিনি বলিতেছেন—"চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ" অর্থাৎ চোদনা (বেদবিধি এবং বেদমূলক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রবিধি) যাহার লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ বা জ্ঞাপক, তাদৃশ যে অনিষ্টরহিত ইষ্টফলক কর্ম্ম তাহাই 'ধর্ম্ম' ; আর যাহা তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদ বা বেদমূলকশাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহাই 'অধর্ম্ম'। কোন্ কর্ম্মটি ধর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্মটি অধর্ম্ম—কোন্ কর্ম্মের ফলে স্বর্গ অথবা পুণ্যমূলক চিত্তশুদ্ধিরূপ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং কোন্ কর্ম্মের ফলে নরক এবং পাপমূলক আধ্যাত্মিক অপকর্ষ হয়, তাহা শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। কারণ তাহা প্রমাণান্তরের বিষয় অর্থাৎ প্রমেয় নহে। আর, শাস্ত্র ভগবদুক্তি বলিয়াই হউক অথবা অপৌরুষেয় বলিয়াই হউক, প্রমাণান্তরের সাহায্যে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। সেখানে শাস্ত্রবর্জিত মনুষ্যকল্পিত যুক্তির স্থান নাই। তাদৃশ যুক্তির সাহায্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহা ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্মই হইয়া পড়ে। এই জন্য মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষ্যং স্যাৎ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবলমাত্র বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয় বলিয়া যাহা অশব্দ অর্থাৎ শব্দনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নহে, তাহা অনপেক্ষ্য—উপেক্ষণীয়। এই কারণে সাম্যবাদমূলক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম হয় না—লৌকিক যুক্তিতে অলৌকিক ধর্ম্ম নিরূপিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম অলৌকিক, কারণ তত্তৎ ক্রিয়ার সহিত পুণ্যপাপাদি ফলের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি কোন লৌকিক প্রমাণের দ্বারা অবধারিত হয় না।

সুতরাং, ধর্ম্ম যদি যথার্থই কাম্য হয়, তাহা হইলে তাহা লাভ করিতে হইলে চাই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস—চাই মহাজন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম্পরাগত আচারে নিষ্ঠা—চাই শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে স্ব স্ব অধিকারানুরূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহার। ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে, ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ শিরোগৃহীত করিয়া, শাস্ত্রে যতটুকুতে নিজের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহাই পরমশ্রদ্ধাসহকারে যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে, বিধিনিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ, না ধর্ম্ম—না সিদ্ধি। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানং ত্বং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ অথবা পরমাগতি কোনটিই লাভ করিতে পারে না। অতএব, কোন্‌টি কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টি অকর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়ক ব্যবস্থা অর্থাৎ নিরূপণ শাস্ত্রপ্রমাণেই জ্ঞাতব্য—শাস্ত্রবিধান জানিয়া লইয়া তদনুসারেই কর্ম্ম করণীয়।

শাস্ত্র বলিতে বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিই বুঝিতে হইবে—পরমবৈদিক সায়ন, শঙ্কর, কুমারিল, শবর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বেদ এবং বেদমূলক যে সমস্ত নিবন্ধ—স্মৃতিপুরাণাদিকে ধর্ম্মে প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেইগুলিই 'শাস্ত্র'। এতদ্‌দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র গীতা চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠের মূলে থাকা চাই শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া স্বাধিকারানুরূপ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা। কারণ মনে রাখিতে হইবে, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয়কারক নহে—শাস্ত্রান্তরের বিধিনিষেধের বাধক নহে, কিন্তু তাহাদেরই প্রতিষ্ঠাসাধক, মর্য্যাদাস্থাপক।

"যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা দাতাঽপি নরকং ব্রজেৎ।"—এই স্মৃতি-শাসনানুসারে যতিকে অর্থাৎ ত্যাগী-বেশীকে—সাধুসন্ন্যাসী বেশধারীকে কাঞ্চন অর্থাৎ অর্থ ও বিত্ত দান করিলে তাহাকে সঞ্চয়ী, শিষ্য-সংগ্রহী ও অর্থ-নির্ভরশীল বানাইয়া তাহার ঈশ্বরনির্ভরতা ত্যাগের ও স্বাশ্রমধর্ম্ম-বিসর্জ্জনের হেতু ও সহায় হওয়াতে ঐরূপ অর্থাদি-দাতাকেও মৃত্যুর পরে নরকে যাইতে হয়। "অপি" শব্দ দ্বারা স্মৃতি শ্রুতির অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, ঐরূপ অর্থাদি-গ্রহণকারী সাধু-সন্ন্যাসী-বেশধারী স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মগ্রহণ-হেতু ত নরকে পতিত হয়ই। অতএব, যে কোনও কারণে অর্থ ও বিত্তপ্রার্থী সাধু বা বৈরাগী-বেশীকে স্বধর্ম্মত্যাগী ও পরধর্ম্মগ্রাহী "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" বাস্তভোজী পতিত "কাপুড়ে সাধু" জানিয়া তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা পরকালভীরু সৎগৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কাপুড়ে সাধু-সন্ন্যাসী কতই দেখিলাম। সন্ন্যাসীর বেশে লোক প্রতারণাও কত দেখিয়াছি, কোথাও কোথাও জানিয়া শুনিয়াও প্রতারিত হইয়াছি। পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী-বেশধারীর দল কোথাও কোথাও দল বাঁধিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী লোক ঠকাইবার ব্যবসা করে। বয়সে বৃদ্ধ, শুভ্র কেশ, পক্ক দাড়ী একজনকে গুরু মহারাজ সাজাইয়া শত শত মিথ্যা কথা কহিয়া ইহারা গৃহী লোককে মুগ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। নকল একমুখী রুদ্রাক্ষ, নকল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ বিক্রয় করিতে ইহারা নিপুণ। কোথাও অযাচিত ভাবে মন্ত্র ইত্যাদি দিয়া চেলা করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের খর্পর হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা চাই যে, গুরু যিনি তিনি "নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ"—জিজ্ঞাসা না করিলে গুরু কাহাকেও কিছু বলেন না। আর যেখানে ভণ্ডামি, সেইখানে অর্থলোভে এই পাষণ্ডগণ নানাপ্রকার বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া লোক প্রতারণা করে মাত্র। যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কখনও কোনও কারণে, কাহারও নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন না,—তাঁহারা নিত্য "কাঞ্চন-ত্যাগী", তাঁহারা "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" 'অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থরূপ ভাবনা করিবে'—এই সর্ব্ব বিপৎ ও বিক্ষেপ-ত্রাতা, সর্ব্ব মঙ্গল ও শান্তি-দাতা, বৈরাগ্য-রক্ষক-ও-বর্দ্ধক অমূল্য উপদেশের নিত্য পূজারী। হায় কলিযুগ! ভগবন্! এই জিহ্বালম্পট, বাক্‌লম্পট, বেশলম্পট অর্থাৎ 'বাবুকে বাবু, সাধুকে সাধু' বেশধারীর হাত হইতে লোককে তুমি রক্ষা কর। ইহারা প্রচ্ছন্ন বেশে কলির দূত হইয়া সর্ব্বত্র ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রবর্ত্তন করিতেছে। সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, প্রতারককে—স্বাশ্রমধর্ম্মত্যাগীকে কিছু দান করিলে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে দাতাকেও পাপ স্পর্শ করে। কারণ দাতার অন্ন বা দান গ্রহণ করিয়া ইহারা পাপ করিয়া থাকে; যাহার দান গ্রহণ করিয়া ইহারা দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার কুফল দাতাকে অর্শাইবেই। আর একটি বিশেষ কথা জানিয়া রাখ—কোন অধার্ম্মিককে কোন বস্তু দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও, পরে উহা দেওয়া অন্যায়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপস্থলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ পাপস্পর্শের আশঙ্কা নাই ; মহর্ষি গৌতম এরূপ বলিয়াছেন—"প্রতিশ্রুত্বাঽপি অধর্ম্মসংযুক্তায় ন দত্ত্যাৎ।" (গৌতম-সংহিতা, ৫-২৩) পূর্ব্বে স্বীকার করিলেও অধার্ম্মিককে কদাপি দান করিবে না।

কিছুকাল হইতে বাঙ্গালা-দেশে এবং অন্যত্রও (যথা কাশীতে) বহু 'অবতারের' কথা শুনা যাইতেছে— আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষেত্রে সম্মানিত পদবীবিশিষ্ট বহু বাঙ্গালী এই 'অবতার'দের চেলা হইয়া পশার বাড়াইতেছে। ইহাদের কেহ যদি লম্পট হয়—তখন চেলারা বলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তো বস্ত্রহরণ, রাস-লীলা ইত্যাদি করিয়াছিলেন। অবতার যদি প্রতারক হয়, তবে বলা হয়, ভগবান্ বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন। অবতার যদি প্রায়শ্চিত্তার্হ পীড়ায় ভুগিয়া আর্ত্তনাদ করে, চেলারা বলিবে—ভগবান্ রামচন্দ্র সীতার নিমিত্ত বিলাপ করিয়াছিলেন। অবতার যদি প্রায়শ্চিত্তার্হ রোগে ভুগিয়া মরে, চেলারা বলে—ভগবান্‌কে বুদ্ধ অবতারে শূকরের মাংস খাওয়াইয়া শূল বেদনায় ভোগাইয়া দেহত্যাগ করান হইয়াছিল (যদিও এইভাবে শরীরের অনভ্যস্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া দেহত্যাগ করান কোন রোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ নহে, তথাপি আধুনিক অশাস্ত্রীয় ভুঁইফোঁড় অবতারদের চেলারা ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকে)। অতএব 'অবতার' সাজা ত নিরাপদ— যা খুসী তা করা যায়, অপকার্য্যেরও নজীর দশাবতারের মধ্য হইতেই যখন ঐভাবে বাহির করা চলে। এদিকে 'অবতার'দের অধিকাংশই উপদেশ দেয়—শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু নয়—যা ইচ্ছা খাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও—যেরূপ খুসী চল ফের—আর চেলারা প্রচার করে—ঠাকুর যা বলেন তাই বেদবাক্য।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মন্ত্রদাতা গুরুকে ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন ভাবনা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। কিন্তু শিষ্যদের তাই বলিয়া আপন গুরুকে 'অবতার' বা 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া প্রচার করিবার কোনও বিধি কোনও সনাতন শাস্ত্রে নাই।

আবার যে সকল নূতন নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতেছে—তাহারা ভগবানের শাস্ত্রোক্ত ইষ্টমূর্ত্তি সরাইয়া উহাদের আবিষ্কৃত 'অবতার' বিশেষের চিত্রপট তৎস্থলে বসাইয়া পূজা করিতেছে। এই সব দলের লোকেরা মুখে শাস্ত্রের দু-একটা বোলচাল যে প্রকটিত করে, সে কেবল লোক ভুলাইবার জন্য; বরং উহাদের মতের মিল যেখানে দেখিবে, শাস্ত্রের সেই বচনটি আওড়াইয়া থাকে—সমন্বয়ের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। "অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের বিপরীত ফল" বেশ দেখা দিয়াছে—দলে দলে গালাগালি বেশ চলিতেছে। এর পরে মারামারির পালা।

এযাবৎ 'পুরুষ'-অবতারের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি 'নারী'-অবতারের প্রচারও শুনা যাইতেছে।

এই সকল নবীন দল হইতে দূরে থাকিয়া নিজ পিতৃ-পিতামহের আচরিত সনাতন মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত পরমকল্যাণ-অর্জ্জনে আপ্রাণ প্রযত্ন করা সৎগৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং স্তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

(মনুসংহিতা, ৪।১৭৮)

ওঁ তৎসৎ ওঁ

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রী১০০৮শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থজীউ মহারাজ-লিখিত

গ্রন্থাবলী—

১। সাধন-সহায়— ৩৲

২। "সাধন-সহায়' পরিশিষ্ট—১৲

৩। চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো
হরিভক্তি-পরায়ণঃ— ।৷০

যন্ত্রস্থ {
৪। জগতের মূলকারণ— ২৲

৫। মৃত্যুর পরের অবস্থা— ১৷৷০

৬। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ— ২৲
}

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রকাশ রায়,

২৩নং রুস্তমপুর, গোরক্ষপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi